বাংলাবুক.অর্গ

সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ

চোখ বন্ধ করলে আজও কেঁপে ওঠে মাইকেল রোগান। মানসপটে ভেসে ওঠে স্ত্রীর মিষ্টি মুখটা, শুনতে পায় বেচারির আর্তচিৎকার, কখনও সখনও যেন দেখতে পায় ওদের মৃত সন্তানের মুখ...

...সেই সঙ্গে দেখতে পায় ওকে অত্যাচার করা সেই মানুষ কজনের চেহারা, মৃত্যু যাদের রূপ ধরে এসেছিল। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে বেঁচে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসি বাহিনীর হাতে আটক হওয়া গুপ্তচর মাইকেল রোগান।

অথচ জানে বাঁচতে পারলেও, বিভীষিকাময় সেই অত্যাচারীদের স্মৃতির হাত থেকে বাঁচার কোনো উপায় আছে কী?
আছে...নিজ হাতে খুন করতে হবে তাদের।

আর তাই নতুন এক মিশনে নামে মাইকেল রোগান, ধরেই নিয়েছিল: জীবনের শেষ মিশন হতে যাচ্ছে এটা। কিন্তু মরতে প্রস্তুত মানুষটার জীবনে নতুন করে প্রেম নিয়ে এল বিশ্বযুদ্ধের আরেক শিকার, জার্মান মেয়ে রোজালি।

জীবন ও প্রেম আর মৃত্যু ও প্রতিশোধ...এই দুয়ের মাঝে কোনটা বেছে নেবে সে? আদৌ কি পারবে বেছে নিতে? নাকি ভাগ্যের হাতে ঘুঁটি হয়ে থাকতে হবে ওকে?

www.BanglaBook.org

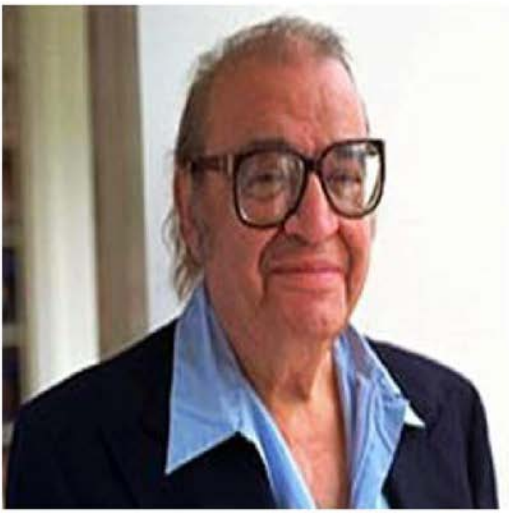

লেখক পরিচিতি

ইতালিয় বংশোদ্ভূত আমেরিকান লেখক মারিও পুজো। নিওপলিটান, অভিবাসী পরিবারের এই সন্তানের বেড়ে ওঠা ম্যানহ্যাটনের হেলস কিচেনে। তার খ্যাতি বয়ে আনে মাফিয়া পরিবার নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই দ্য গডফাদার। এছাড়া চলচ্চিত্রের স্ক্রিপ্ট লেখার জন্যও পান তিনি অস্কার।

১৯৯৯ সালে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নিউ ইয়র্কে মারা যান এই বিখ্যাত লেখক।

সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ তার প্রথমদিককার রচনা, যদিও বইটি তিনি ছদ্মনামে প্রকাশ করেছিলেন।

www.BanglaBook.org

সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ

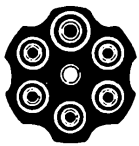

সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ

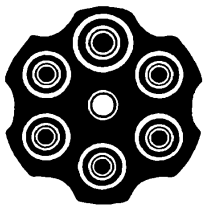

মারিও পুজো

অনুবাদ
মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

রোদেলা

সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ
মারিও পুজো
অনুবাদ : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ

© অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
আগস্ট ২০২০

রোদেলা ৫৯৯

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯, প্যারিদাস রোড
(বাংলাবাজার), ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
জুলিয়ান

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, ঋষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২৫০.০০ টাকা মাত্র

Six Graves to Munich By Mario Puzo
Translated By Md. Fuad Al Fidah
First Published *August 2020*
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69, Paridas Road (Banglabazar), Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price: Tk. 250.00 Only US $ 10.00
ISBN: 978-984-94479-5-5 Code: 599

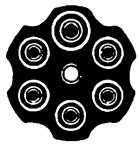

'প্রথম ছোটগল্পটি লিখি সতেরো বছর বয়সে। প্রকাশনার জন্য নির্বাচিত হবার পূর্বে লিখেছি আরো অনেকগুলো। কপাল ভালো যে গল্পগুলোর অধিকাংশ হারিয়ে গেছে। এরপর লিখতে শুরু করলাম নাটক, ওগুলোর দশা ছিল আরো শোচনীয়। অবশেষে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, আটাশ বছর বয়সে প্রথম উপন্যাসটি লিখি। সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছিলাম–বাকিটা জীবন এই করেই কাটাতে চাই।'

–মারিও পুজো

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

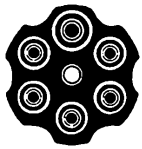

ভূমিকা

মারিও পুজো বিশ্বের সাহিত্যেই অনেক বড় এবং উজ্জ্বল একটা নাম। কেবলমাত্র 'দ্য গডফাদার' ছাড়া আর কিছু না লিখলেও সম্ভবত তার চলত।

তবে আমাদের, মানে পাঠকদের কপাল ভালো যে তিনি আরো কিছু বই লিখেছেন। পুজোর সফলতার কথা ভাবলে যে-কারো মনে হবে–অন্তত ছদ্মনামে কোনো বই লেখার দরকার হয়নি তার!

অনেকে অবশ্য ইচ্ছে করেই ছদ্মনামে লেখেন। অনেকে লেখেন বাধ্য হয়ে; মারিও পুজোর ক্ষেত্রে কোনটা হয়েছিল, তা জানা নেই। তবে ছদ্মনামে লিখেছিলেন তিনি একটি বই, যা প্রকাশিত হয়েছে 'সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ' নামে। বইটির বঙ্গানুবাদ এখন পাঠকের হাতে।

যেকোনো বই অনুবাদে একটা মধুর সমস্যায় পড়তে হয়–স্থান ও ব্যক্তির নাম নিয়ে। বিশেষ করে জার্মানি এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশগুলোর নামের উচ্চারণ কেবল বানান দেখে বের করা শক্ত। সৈয়দ অনির্বাণ ও তাসনুভা সরোয়ারকে ধন্যবাদ, অপরিচিত শব্দগুলোর বাংলা বানান কী হতে পারে তা জানাবার জন্য।

'সিক্স গ্রেভস টু মিউনিখ' প্রকৃতপক্ষে এক প্রাক্তন-যোদ্ধার প্রতিশোধের গল্প। তবে গল্পে যতটা নৃশংসতা আছে, তার চাইতে অনেক বেশি আছে মানবিক টানাপড়েন। আশা করি বইটি, প্রিয় পাঠক, আপনার পছন্দ হবে।

ডা. মো: ফুয়াদ আল ফিদাহ
কক্সবাজার, আগস্ট ২০২০

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

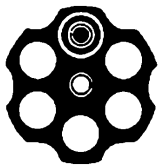

অধ্যায় এক

হামবুর্গের সবচাইতে চালু নাইট ক্লাবের বাইরে ঝোলানো অশ্লীল সাইনটা একবার দেখে নিল মাইকেল রোগান।

জিনলিশ! জুনডিশ! শামলোস!

কামুক! নির্লজ্জ! পাতকী!

দ্য রোটার পিটার নাচতে নেমে ঘোমটা দিতে জানে না। পকেট থেকে একটা ছোট্ট ছবি বের করে নিল রোগান, হাঁস আকৃতির ল্যাম্পটার লাল আলোয় দেখে নিল ভালো করে। ছবিটা যে আগে কতবার দেখেছে, নিজেও বলতে পারবে না। কিন্তু ভুল করতে চায় না ও। দশ বছরে মানুষের মাঝে আমূল পরিবর্তন আসতে পারে–জানে রোগান। নিজেই তো তার প্রমাণ।

মাটিতে মাথা প্রায় ঠেকিয়ে রাখা দারোয়ানের পাশ দিয়ে ক্লাবে পা রাখল যুবক। ভেতরটা অন্ধকারে ঢাকা, শুধু একটা ছোট্ট আয়তাকার পর্দায় দেখা যাচ্ছে 'নীল ছবি'! জনাকীর্ণ টেবিল আর চেঁচামেচিতে মত্ত মদ্যপ মানুষের দলের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোল সে। আচমকা জ্বলে উঠল ঘরের সবগুলো আলো। মঞ্চে পড়ল ওর ছায়া, মাথার ওপর অশ্লীল নাচে মগ্ন কয়েকজন সোনালিচুলো নগ্নিকা। মঞ্চের পাশের টেবিলগুলোয় বসে থাকা মানুষগুলোর ওপর উড়ে বেড়াচ্ছে এখন রোগানের দৃষ্টি। আচমকা এক ওয়েস্ট্রেস এগিয়ে এসে স্পর্শ করল ওর বাহু। জার্মান ভাষায় বলল, 'হের আমেরিকানের কি বিশেষ কিছু চাই?'

পাত্তা না দিয়ে মেয়েটির পাশ কাটিয়ে গেল রোগান, নিজের আমেরিকান পরিচয় লুকিয়ে রাখতে পারেনি দেখে বিরক্ত। নৃত্যরত নগ্ন মেয়েদের পিছনে রয়েছে একটা স্বচ্ছ পর্দা। সেই পর্দা দিয়ে এরপর কোন

BanglaBook.org

মেয়েটি আসছে তা দেখতে পায় দর্শকরা। মেয়েদের কারো দেহের পোশাকের একটি অংশ খোলামাত্রই আনন্দে পাগল হয়ে উঠছে তারা। মাতাল একটা কণ্ঠ বলে উঠল, 'ও হে সুন্দরীরা, তোমাদের সবাইকে ভালোবাসতে বাধা নেই কোনো!'

বক্তার দিকে ফিরল রোগান, মুচকি একটা হাসি ফুটে উঠল মুখে। চিনতে পেরেছে। দশ বছর পার হলেও, বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আসেনি চেহারায়। হোঁতকা এক ব্যাভারিয়ানের কণ্ঠ, তাতে মেকি আন্তরিকতার মিশেল। নিঃশব্দে লোকটার দিকে এগিয়ে গেল রোগান। জ্যাকেটের বোতাম খুলে শোল্ডার হোলস্টারে থাকা ওয়ালথার পিস্তলটা চেপে ধরল একবার। ততক্ষণে অন্য হাতে বের করে এনেছে সাইলেন্সার, এমনভাবে ধরে আছে যেন ওটা একটা পাইপ।

পরক্ষণেই ওকে দেখা গেল টেবিলটার সামনে, এই চেহারা ও কোনোদিন ভুলতে পারবে না। এই চেহারাটাই গত দশ বছর ধরে ওকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ধোঁকা দিতে পারেনি ওকে কণ্ঠটা। এর মালিক নিঃসন্দেহে কার্ল ফ্যান। কম করে হলেও ৫০ পাউন্ড মেদ জমিয়েছে জার্মান লোকটা। মাথায় চুলের বালাই নেই বললেই চলে–চাঁদিতে কয়েক গাছি সোনালি চুল অবশিষ্ট আছে কেবল। কিন্তু চেহারা এখনো আগের মতোই ছোট্ট, তাতে অতীতের সেই নৃশংসতা। পাশের টেবিলে বসে মদের অর্ডার দিল রোগান। যখন আবার বাতি নিভে গেল এবং পর্দায় শুরু হলো নীল ছবি, তখন টেবিলের নিচে হাত ঢুকিয়ে দিল সে; সেই হাতে শোভা পাচ্ছে ওয়ালথার পিস্তলটি। অস্ত্রটা ঠিক নিখুঁত নয়; দূরত্ব গজ পাঁচেকের বেশি হলে নিশানা ঠিক থাকবে কি না সন্দেহ আছে। ডান দিকে ঝুঁকে, কার্লের কাঁধে টোকা দিল রোগান।

জঘন্য মাথাটা ঘুরল, ঝিকিয়ে উঠল চকচকে টাকটা; স্বপ্নে যে নকল আন্তরিকতামাখা কণ্ঠটা শুনছে দশ বছর ধরে, সেটা বলল: 'বলো, বন্ধু আমার, কী চাই?'

কর্কশ কণ্ঠে বলল রোগান, 'আমি তোমার পুরনো বন্ধু। ১৯৪৫ সনে, রোজেনমন্টাগে চুক্তি করেছিলাম একটা...মিউনিখের প্যালেস অভ জাস্টিসে। ভুলে গেছ?'

নীল ছবিটার দিকে কার্ল ফ্যানের মন, চোখও ওদিকেই। 'তা হতে পারে না,' বিরক্তি ঝরল ওর কণ্ঠে। '১৯৪৫ সালে আমি পিতৃভূমির সেবা করছিলাম। ব্যবসা তো শুরু করেছি যুদ্ধের পর।'

BanglaBook.org

'তখন তুমি ছিলে নাজি,' বলল রোগান। 'অত্যাচার করতে...করতে খুন।' ওর মাথার রুপার প্লেটটা দপ দপ করতে শুরু করেছে। 'আমি মাইকেল রোগান। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সে ছিলাম। মনে পড়েছে এখন?'

হাত থেকে মদের পাত্র ফেলে দিয়ে ঘুরল কার্লের বিশাল দেহটা, অন্ধকার চিরে দেখতে চাইল রোগানের চেহারা। স্থির, ভয়াবহ কণ্ঠে বলল, 'মাইকেল রোগান মারা গেছে। কে তুমি? কী চাই আমার কাছে?'

'তোর জীবন,' বলেই ওয়ালথারটা টেবিলের নিচ থেকে বের করে এনে ফ্যানের পেটে চেপে ধরল মাইকেল। এক মুহূর্ত নষ্ট না করে টিপে দিল ট্রিগার। বুলেটের ধাক্কায় কেঁপে উঠল জার্মানের দেহ। সাইলেন্সারটা ঠিক করে নিয়ে আরো একটা গুলি চালাল রোগান। ফ্যানের মরণ-চিৎকার ডুবে গেল নাইট ক্লাবে আগত দর্শকদের উল্লাসের নিচে।

টেবিলের উপর আছড়ে পড়ল দেহটা। নীল ছবি শেষ না হওয়ার আগে লাশটা কারো নজরে পড়বে বলে মনে হয় না। পিস্তল থেকে সাইলেন্সার খুলে নিল মাইকেল, এরপর পকেটে ভরল সব। উঠে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অন্ধকার নাইট ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে এল। মাইকেলকে দেখে স্যালুট ঠুকল দারোয়ান, একটা ট্যাক্সি ডাকল শিস বাজিয়ে। কিন্তু রোগান ঢুকে পড়ল পাশের গলিতে। নদীর পাশে এসে লম্বা সময় ধরে হাঁটতে থাকল সে। হৃৎপিণ্ডের পাগলা নাচন বন্ধ হওয়ার আগে থামল না। জার্মানির ঠান্ডা পরিবেশ, চাঁদের আলো, ধ্বংস-প্রাপ্ত ইউ-বোট আর মরচে পড়া সাবমেরিন যুদ্ধের সময়টায় ফিরিয়ে নিয়ে গেল ওকে।

কার্ল ফ্যানের পালা চুকল। দুটি ম'ল শান্তিতে, রইল বাকি পাঁচ–ভাবল রোগান। গত দশ বছরের প্রতিটা দুঃস্বপ্নের ঋণ পইপই করে বুঝিয়ে দেবে সে, তারপর হয়তো শান্ত হবে মাথার ভেতরে বসে থাকা রুপার প্লেটটা...হয়তো রক্ষা পাবে ওর নাম নিয়ে ক্রিস্টিনের অনন্ত আর্তনাদ আর উদ্ধার করার আকুল আবেদনের হাত থেকে...হয়তো ভুলে যাবে মিডিনিখের প্যালেস অভ জাস্টিসের উঁচু গম্বুজের কামরায় ওই সাতজন মানুষের রোগানকে কুকুরের মতো হত্যা করতে চাওয়ার স্মৃতি! রোগানকে কৌতুকের ছলে খুন করতে চেয়েছিল ওরা, বিন্দুমাত্র সম্মান না দিয়ে!

নদী থেকে ভেসে আসা বাতাস যেন কেটে বসছে রোগানের দেহে। রিপারবান পেরিয়ে, রোপমেকার'স ওয়াক ধরে ডেভিডস্ট্রাসারের পুলিশ স্টেশন পার হলো সে। পুলিশকে ভয় পাচ্ছে না, নাইট ক্লাবের আলো এতই দুর্বল যে ওখানকার কেউ ওকে দেখছে বলে মনে হয় না; আর দেখলেও

BanglaBook.org

বর্ণনা করতে পারার কথা না। তারপরও সাবধানতার খাতিরে পাশের একটা রাস্তায় ঢুকে পড়ল ও, ওটার মাথায় কাঠের একটা সাইন ঝুলছে: 'অপ্রাপ্তবয়স্করা দূরে থাকো!' গতানুগতিক রাস্তা বলেই মনে হয়েছিল ওটাকে, কিন্তু একটা বাঁক ঘুরতেই ভুলটা ভেঙে গেল।

হামবুর্গের বিখ্যাত সেন্ট পলি অ্যালিতে পা রেখেছে রোগান। শহরের এই অংশটা আইনানুগভাবেই দেহব্যবসার জন্য আলাদা করে রাখা হয়েছে। উজ্জ্বল আলোতে ভরে আছে চারপাশ, পুরুষ মানুষের অভাব নেই কোনো। বাদামি রঙের তিনতলা দালানগুলো পয়লা দর্শনে একদম সাধারণ মনে হয়। কিন্তু ওগুলোতে আসা-যাওয়া করতে থাকা মানুষগুলোকে দেখলে ভাঙে সেই ভ্রম। রাস্তা থেকে যে জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে, সেগুলো প্রকাণ্ড। এমনকি ভেতরের দৃশ্যও পরিষ্কার চোখে ধরা পড়ে। আর্মচেয়ারে বসে পড়ছে, কফি পান করছে বা গল্প করছে কিছু মেয়ে; অথবা সোফায় শুয়ে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। এতজন সুদর্শনাকে একত্রে আগে কখনো দেখেনি রোগান।

কয়েকজন রান্নাঘর পরিষ্কার করার ভান করছে, পরনে কেবল একটা অ্যাপ্রোন যেটা উরুর অর্ধেকটাও ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে, পিঠ তো একেবারেই খোলা। প্রত্যেকটা দালানের সামনে ঝুলছে একটা করে নিশান: 'এক ঘণ্টার আনন্দ...মাত্র তিরিশ মার্কের বিনিময়ে!' হাতেগোনা কয়েকটা জানালায় ঝুলছে পর্দা। সেগুলোতে সোনালি রঙে লেখা: আউসফেরকাউফট—অর্থাৎ বিক্রীত। বোঝাচ্ছে যে ধনী কোনো পুরুষ রাতের জন্য কিনে নিয়েছে মেয়েটিকে।

রান্নাঘরের দশটা নির্মিত টেবিলের উপর বসে বই পড়ছে এক স্বর্ণকেশী। বিষণ্ন দেখাচ্ছে তাকে, একবারের জন্যও ব্যস্ত রাস্তার দিকে চোখ তুলে চাইছে না। খোলা বইয়ের পাশে, টেবিলের উপর দেখা যাচ্ছে কফি। বাড়িটার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল রোগান। অপেক্ষা করছে, কখন চোখ তুলে চাইবে মেয়েটি, আর তার চেহারা দেখতে পাবে সে।

কিন্তু মেয়েটা যে চোখ তোলার নামই নিচ্ছে না! নিশ্চয়ই দেখতে খুব বিশ্রী হবে, ভাবল রোগান। তিরিশ মার্ক দিতে আপত্তি নেই ওর। হোটেলে ফেরার আগে এক ঘণ্টা বিশ্রাম নিতে পারলে ভালোই হয়। যেকোনো ধরনের উত্তেজনা ওর জন্য খারাপ, অন্তত ডাক্তাররা সেটাই বলেছেন। বিশ্রী চেহারার কোনো নারী তাকে উত্তেজিত করতে পারবে না। মাথায় রুপার প্লেট আছে বলে মদ্যপান রোগানের জন্য একেবারে হারাম। চণ্ডাল রাগ

BanglaBook.org

কিংবা অতিরিক্ত সম্ভোগের প্রশ্নই আসে না! তবে হ্যাঁ, কাউকে হত্যা করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দেননি তারা।

সাত-পাঁচ ভেবে উজ্জ্বল রান্নাঘরে পা রাখল রোগান। অবাক হয়ে দেখল, মেয়েটা অত্যন্ত সুন্দরী। আফসোসের সঙ্গে বইটা বন্ধ করল যুবতী। উঠে দাঁড়িয়ে রোগানের হাত ধরে নিয়ে এল ভেতরের একটা কামরায়। চাহিদার স্রোত বয়ে গেল ওর দেহ জুড়ে। এতটাই যে, কাঁপতে শুরু করল ওর হাঁটু, মাথাটাও দপদপ করতে লাগল! খুন এবং পালানোর উত্তেজনা সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে আঘাত করল যেন ওকে, মনে হলো অজ্ঞান হয়ে পড়বে। কামরাএ একমাত্র বিছানায় বিছানায় শুয়ে পড়ল রোগান। সুন্দরী যুবতীর সুরেলা কণ্ঠ যেন দূর থেকে ভেসে আসছে, 'কী ব্যাপার? তুমি কি অসুস্থ?'

দুই পাশে মাথা নাড়ল রোগান, পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল প্রবল কসরত করে। একগাদা নোট বিছানার পাশে রেখে বলল, 'রাতের জন্য কিনে নিচ্ছি তোমাকে, পর্দা নামিয়ে দাও। ঘুমাব এখন, বিরক্ত কোরো না।'

মেয়েটা কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই শার্টের পকেটে রাখা বোতলের দুটো ওষুধ বের করে খেয়ে নিল সে। তারপর অন্ধকার, মনে নেই কিছু।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন জানালা দিয়ে ধুসর আলো পাঠিয়ে ওকে সম্ভাষণ জানাচ্ছে সূর্য। চারপাশে তাকাল একবার—মেঝেতে পাতলা কম্বল বিছিয়ে ঘুমিয়ে আছে মেয়েটি। গোলাপের হালকা গন্ধ ভেসে আসছে ওর পেলব দেহ থেকে। ঘুরে, বিছানার অন্য পাশ দিয়ে নামল রোগান। বিপদ আর হবে বলে মনে হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেছে প্লেটের দপদপানি, মাথাব্যথা নেই। নিজেকে তাজা ও শান্ত মনে হচ্ছে।

ওয়ালেট থেকে চুরি হয়নি কিছু। বন্দুকটাও আছে জ্যাকেটের পকেটেই। দেখা যাচ্ছে, সৎ এক মেয়েকে বেছে নিয়েছে ও, যার কিনা বিবেচনাবোধও টনটনে। মেয়েটার কাছে গিয়ে তাকে দেখে ভালোমতো দেখে নিতে চাইল রোগান। কিন্তু ততক্ষণে ঘুম ভেঙে উঠে দাঁড়িয়েছে যুবতী; ভোরের হিমেল হাওয়ায় কাঁপছে নরম দেহ।

কামরা জুড়ে গোপালের ঘ্রাণ প্রবল, টের পেল রোগান। এমনকি জানালার পর্দা, বিছানার চাদরেও গোলাপ ফুল এমব্রয়ডারি করা; খোদ ঘরের মালকিনের নাইট গাউনও বাদ যায়নি! ওর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। 'আমার নাম রোজালি। গোলাপ সংক্রান্ত সবকিছু আমার খুব

BanglaBook.org

পছন্দ। তাই আমার পারফিউম, পোশাক–সবকিছুতে গোলাপ ব্যবহার করি।'

গর্বিত দেখাল মেয়েটিকে, যেন গোলাপের প্রতি ভালোবাসা গর্ব করার মতো কিছু। মজা পেলো রোগান। বিছানায় বসে ইঙ্গিতে কাছে ডাকল মেয়েটিকে। এগিয়ে এসে ওর দুই পায়ের মাঝে দাঁড়াল রোজালি। পারফিউমের হালকা গন্ধ টের পেল রোগান। মেয়েটা ওর সিল্কের নাইটগাউনে আবৃত দেহ উন্মুক্ত করতেই একে একে বেরিয়ে এল গোলাপি স্তনবৃন্ত, লম্বা সাদা পা; এরপর যেন গোলাপেরই পাপড়ি হয়ে রোজালির দেহ ঢেকে দিল রোগানের দেহ। মেয়েটির ভরাট ঠোঁট দখল করে নিল ওর ঠোঁট।

অদম্য চাহিদায় কেঁপে কেঁপে উঠল রোগান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

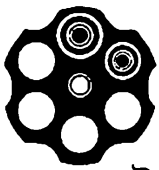

অধ্যায় দুই

মেয়েটিকে রোগানের এতটাই পছন্দ হলো যে এক সপ্তাহের জন্য নিজের হোটেলে নিয়ে এল তাকে। সেজন্য অবশ্য দালাল ও হোটেল মালিক–দুজনকেই মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছে। সেটা নিয়ে আফসোস নেই তার। আর রোজালি তো আনন্দে আত্মহারা। মেয়েটার আনন্দ দেখে নিজেও খুব মজা পেল রোগান।

ও যে বিশ্ববিখ্যাত ভিয়ের জারেযেইটেন হোটেলে থাকে, সেটা জানতে পেরে দ্বিগুণ হলো মেয়েটার আনন্দ। হামবুর্গে, যুদ্ধের পর, এমন বিলাসবহুল হোটেল দ্বিতীয়টি নেই। সার্ভিসের দিক দিয়েও অনন্য এই হোটেল।

সপ্তাহ জুড়ে রোজালিকে রাজকন্যার মতো মাথায় তুলে রাখল রোগান। নতুন কাপড় কেনার জন্য মোটা টাকা দিল ওকে, খেতে নিয়ে গেল দামি সব রেস্তোরাঁয়, সময় কাটাল থিয়েটারে। আনন্দ প্রকাশে দ্বিধা করে না রোজালি, কিন্তু সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক শূন্যতাও বয়ে বেড়াচ্ছে যেন। রোগানকে ভাবনায় ফেলে দিল ব্যাপারটা। ওর প্রতি মেয়েটির ভালোবাসা এমন, যেমনটা হয়ে থাকে পোষা কোনো কুকুরের প্রতি। আদর করে ওকে রোজালি–কিন্তু এমন নিস্পৃহতার সাথে, যেন কোনো দামি কোটকে আদর করছে!

একদিন কেনাকাটা সেরে একটু আগে আগেই ফিরে আসে সে, দেখতে পায়–রোগান ওর ওয়ালথার পি-৩৮ পিস্তলটা পরিষ্কার করছে! সেই দৃশ্য দেখেও কোনো ভ্রুক্ষেপ হয়নি মেয়েটির। না কোনো প্রশ্ন করেছে, আর না চমকে গেছে। তাতে অবশ্য খুশিই হয়েছে রোগান, কিন্তু জানে যে ব্যাপারটা কোনোভাবেই স্বাভাবিক নয়।

BanglaBook.org

অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে রোগানকে, অসুস্থ হবার পর কমপক্ষে এক সপ্তাহের বিশ্রাম দরকার হয় ওর। এরপর যেতে হবে বার্লিনে। সপ্তাহ পেরোবার আগেই ভাবতে শুরু করল মেয়েটাকে সঙ্গে নেবে কি না। পরিস্থিতি খারাপ হতে পারে যেকোনো মুহূর্তে, তাই নির্দোষ মেয়েটার বড় ধরনের ক্ষতি হওয়াও অসম্ভব কিছু নয়। একেবারে শেষ দিনে মেয়েটিকে জানাল, পরদিন সকালে চলে যাচ্ছে সে। ওয়ালেটে যে কটা টাকা ছিল, সব তুলে দিল ওর হাতে। সেই অদ্ভুত, শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে টাকা নিল রোজালি; ছুঁড়ে ফেলে দিল বিছানার একপাশে। অনুভূতির কোনো চিহ্ন দেখাল না ও, পাশবিক ক্ষুধা বাদে। সে রাতই ওদের একত্রে কাটানো শেষ রাত, তাই ভালোবাসাবাসির পর্বটাকে দুজনেই চাইছে যতটা সম্ভব দীর্ঘ করতে। পোশাক খুলতে খুলতে জানতে চাইল রোজালি, 'বার্লিনে কি যেতেই হবে?'

দুধের মতো সাদা কাঁধটার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল রোগান, 'কাজ আছে।'

'তোমার আলাদা করে রাখা খামগুলো আমি দেখেছি–সাতটাই। তোমার সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হচ্ছিল।' মোজা খুলে ফেলল ও। 'যে রাতে আমাদের দেখা হয়, সে রাতে তুমি কার্ল ফ্যানকে হত্যা করেছ। ওর ছবি ভরা খামে "দুই" লেখা ছিল। অ্যালবার্ট মোটকে-র ছবি ও খামে লেখা "এক"। লাইব্রেরিতে গিয়ে ভিয়েনার খবরের কাগজে খুঁজে দেখি, মোটকে এক মাস আগে খুন হয়েছে। তোমার পাসপোর্ট বলছে, এক মাস আগে তুমি ছিলে অস্ট্রিয়ায়। তিন এবং চার লেখা খামের ওপর লেখা আছে দুটো নাম–এরিক এবং হানস ফ্রেইসলিং। দুজনে বার্লিনের অধিবাসী। তার মানে, কাল তুমি ওদেরকে খুন করতে যাচ্ছ। অন্য তিনজনকেও কি হত্যা করবে? যাদের নামঅলা খামে পাঁচ, ছয় আর সাত লেখা? আমার ভুল হয়নি, তাই না?'

একদম স্বাভাবিকভাবে কথাগুলো বলল রোজালি, যেন আকছারই এমন ঘটনার সাক্ষী হয়। অনাবৃত শরীরে বিছানার ধারে বসল সে, অপেক্ষা করছে রোগানের জন্য। একবার ভাবল মেয়েটাকে মেরে ফেলবে নাকি, তারপর বাদ দিল চিন্তাটা। দরকার নেই কোনো, মেয়েটা আর যা-ই হোক ওর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। অদ্ভুত একটা দৃষ্টি খেলা করছে রোজালি চোখে। যেন ভালো বা মন্দের পার্থক্য বোঝা ওর সাধ্যে নেই!

BanglaBook.org

মেয়েটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল রোগান, মুখ ডুবিয়ে দিল দুই স্তনের ফাঁকে। নিজের হাতে নিল প্রেমিকার হাত। শুকনো, উষ্ণ হাত ধরে বুঝতে পারল, ভয় পাচ্ছে না রোজালি। হাতটাকে নিজের মাথার পেছনে নিয়ে গেল সে, আঙুলগুলো রুপার প্লেটের স্পর্শ পাওয়ার আগে থামল না। এমনভাবে চুল সাজিয়ে রাখে রোগান যে স্বাভাবিকভাবে ওটা দেখা যায় না। শুধু তাই নয়, মৃত চামড়ার একটা স্তর ঢেকে রেখেছে প্লেটটাকে। 'ওই সাতজন মানুষ আমার এই অবস্থার জন্য দায়ী,' বলল রোগান। 'এই প্লেটটা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। কিন্তু নাতি-নাতনীর চেহারা দেখার সৌভাগ্য আমার হবে না। বুড়ো বয়সে চুপচাপ বসে রোদ পোহানোর যে স্বপ্ন আমি দেখেছি, সেটাও বাস্তব হবে না কখনো।'

মেয়েটার নরম আঙুল স্পর্শ করল রোগানের মাথার পিছন দিকটা। ধাতু কিংবা মৃত চামড়া, স্পর্শ পেয়েই আঁতকে উঠল না রোজালি। 'যদি চাও তো আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি,' বলল মেয়েটি। ঠিক সেই মুহূর্তে গোলাপের হালকা গন্ধ টের পেল রোগান। ভাবল, গোলাপ ফুল বিয়ের জন্য উপযুক্ত...শবযাত্রার জন্য নয়।

'নাহ,' মানা করে দিল সে। 'আমি কাল চলে যাচ্ছি, আমার কথা ভুলে যাও। ভুলে যাও ওই খামগুলোর কথাও। ঠিক আছে?'

'আচ্ছা,' বলল রোজালি। 'ভুলে যাব তোমাকে।' কী যেন ভেবে এক মুহূর্ত পর কৌতূহলী হয়ে জানতে চাইল, 'আমাকে কি তুমি ভুলে যাবে?'

'না,' জবাব দিল রোগান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

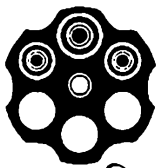

অধ্যায় তিন

মাইক রোগান কখনো কিচ্ছু ভোলেনি। বয়স যখন ওর পাঁচ, তখন মা বলেছিল আরো তিন বছর আগে, অর্থাৎ দুই বছর বয়সে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হবার স্মৃতি। মারাত্মক ভুগিয়েছিল ওকে রোগটা। কিন্তু ওর মা হাসপাতালের নাম ভুলে গেলেও, রোগান কিন্তু ভোলেনি। হাসপাতালের শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, যে লোকটা দেখতে খারাপ হলেও বাচ্চাদেরকে ভুলিয়ে রাখতে জানত, তার নামও মনে ছিল মাইকের।

অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওর মা, কিছুটা ভয়ও পেয়েছিলেন বোধহয়। কিন্তু ওর বাবার আনন্দ দেখে কে! জোসেফ রোগান কর্মঠ মানুষ, পেশায় অ্যাকাউন্টেন্ট। স্বপ্ন দেখতেন ছেলের বয়েস হওয়ার আগেই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু একদিন মাইকেল রোগান স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই কিন্ডারগার্টেন থেকে বাসায় ফিরে এল, তাও আবার শিক্ষকের পাঠানো নোট সঙ্গে নিয়ে। তাতে লেখা–রোগান যেন পরদিনই বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে প্রিন্সিপালের অফিসে দেখা করে। ছেলেটার ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে চান প্রিন্সিপাল।

সাক্ষাতকারটা খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। জানানো হলো, মাইকেলকে কিন্ডারগার্টেনের অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সাথে পড়তে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। কেননা ছেলেটার প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর। কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা গল্পের ক্ষুদ্র একটা অংশ বাদ দিলেও, মাইকেল শুধরে দেয়। লিখতে-পড়তে শিখে ফেলেছে এরইমধ্যে। তাই ওকে বিশেষ একটি স্কুলে পাঠাতে হবে, আর নয়তো ভর্তি করতে হবে উপরের ক্লাসে। ছেলেটাকে বিশেষ স্কুলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন ওর বাবা-মা।

BanglaBook.org

তাই দেখা গেল, সমবয়সি অন্য ছেলেরা যখন রাস্তায় বেসবল অথবা ফুটবল খেলে, নয় বছর বয়সি মাইকেল রোগান তখন ওর নামের আদ্যক্ষর খোদাই করা আসল চামড়ার ব্রিফকেস সাথে নিয়ে ঘর থেকে বের হচ্ছে স্কুলের উদ্দেশে। ব্রিফকেসের মধ্যে থাকত, সেই সপ্তাহে মাইকেল যা পড়ছে সেই বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র। সাধারণত যে বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে এক বছর লাগে, সেটা এক সপ্তাহেই আয়ত্তে এসে যেত মাইকেলের। মাত্র একবার পড়েই যেকোনো লেখা মুখস্থ করতে পারত সে। স্বভাবতই, এলাকার সবাই শিশু মাইকেলকে অন্য চোখে দেখত।

একদিন, সমবয়সি বাচ্চাদের একটা দল ঘিরে ধরল মাইকেল রোগানকে। দলের নেতা, সোনালি চুলের এক মোটা ছেলে জানতে চাইল, 'কখনো খেল না?'

জবাব দিল না রোগান।

আবার জিজ্ঞেস করল ছেলেটি, 'আমার দলে নাম লেখাতে পারো। আমরা ফুটবল খেলছি।'

'ঠিক আছে,' কী ভেবে যেন রাজি হয়ে গেল মাইকেল। 'খেলব।'

সেদিনটার মতো আনন্দঘন দিন রোগানের জীবনে এর আগে আর কখনো আসেনি। বুঝতে পারল, শারীরিক সক্ষমতা যথেষ্টই আছে ওর, ফুটবল খেলতে কিংবা সমবয়সিদের সাথে হাতাহাতি করতেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। রাতে যখন বাসায় ফেরে, তখন মাইকেলের দামি, আসল চামড়ার ব্রিফকেস কাদায় মাখামাখি। ফুলে কালচে হয়ে গেছে এক চোখ, ঠোঁটও রক্তাক্ত।

কিন্তু আনন্দ ও গর্ব নিয়ে মায়ের কাছে ছুটে গেল সে। বলল, 'আমি ফুটবল খেলার দলে নাম লেখাচ্ছি, ওরা আমাকে নিতে রাজি হয়েছে!'

ছেলেরা আহত চেহারার দিকে এক নজর তাকিয়েই কান্নায় ভেঙে পড়লেন অ্যালিস রোগান।

যুক্তি দিয়ে ছেলেকে বোঝাতে চাইলেন তিনি। বললেন, ওর মস্তিষ্ক অনেক বেশি দামি, তাই সেটাকে ঝুঁকির দিকে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না। 'তোমার আছে প্রখর বুদ্ধিমত্তা, মাইকেল।' বললেন তিনি। 'সেটাকে মানব সমাজের উন্নতির কাজে লাগানো উচিত। অন্য ছেলেদের মতো হতে পারবে না তুমি। ফুটবল খেলতে গিয়ে যদি মাথায় চোট পাও, অথবা অন্য ছেলেদের সাথে লড়াইয়ে জড়িয়ে পড়ো, তাহলে কী হবে?'

BanglaBook.org

চুপচাপ শুনে গেল মাইকেল, বুঝতে পারল মায়ের যুক্তি। বাবা যখন ফিরে এলেন, তিনিও একই কথাই বললেন! তাই সাধারণ ছেলেদের মতো হওয়ার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিল মাইকেল। মানব সভ্যতার উন্নতিকল্পে মস্তিষ্কের মতো সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে। প্রাপ্তবয়স্ক হলে বুঝতে পারল, ওর বাবা-মা একটু বাড়িয়েই বলে ফেলেছিলেন। তবে সেটা অনেক পরের কথা।

তেরো বছর বয়স যখন ওর, তখন শুরু হলো ছেলেদের অত্যাচার। মাইকেলকে বিদ্রুপ করতে লাগল ওরা। ভেংচি কাটত, আর হাত থেকে কেড়ে নিত খাবার। মাইকেল রোগান, বাবা-মায়ের কথা সত্য বলে ধরে নিয়ে না কখনো প্রতিবাদ করতো, না জড়াত লড়াইয়ে। কিন্তু দেখা গেল, ওর বাবাই ছেলের লালন-পালনের পদ্ধতি নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছেন।

একদিন বাসায় ফেরার পথে একজোড়া ভারী বক্সিং গ্লাভস কিনে আনলেন তিনি। উদ্দেশ্য, ছেলেকে আত্মরক্ষা শেখাবেন। মাইকেলকে জানালেন জোসেফ–কখনো কখনো দরকার পড়লে হাত নোংরা করতে হয়। 'পুরুষ হয়ে বেড়ে ওঠা,' বললেন তিনি, 'জিনিয়াস হবার চাইতে বেশি গুরুত্ব রাখে।'

তেরোতম জন্মদিনের দিন মাইকেল আবিষ্কার করল, অন্যান্য ছেলেদের চেয়ে আরো এক জায়গায় আলাদা সে। পিতা-মাতার কাছে সর্বদা আনুষ্ঠানিক পোশাক পরার উৎসাহ পেয়েছে। অবশ্য দিনের বেশিরভাগ সময় প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে শিক্ষা গ্রহণ করে বলে, তেমন পোশাক পরাবার জন্য তাদেরকে ঠিক দোষ দেওয়া যায় না। একদিন একদল ছেলে রোগানকে ঘিরে ধরে জানাল যে তার প্যান্ট খুলে নেবে ওরা। তারপর ওটা ঝুলিয়ে দেবে ল্যাম্পপোস্টের সাথে। মাইকেলের বয়সি প্রায় সব ছেলেকেই এহেন অপমানের শিকার হতে হয়।

ছেলেরা ওকে স্পর্শ করতেই যেন পাগল হয়ে গেল রোগান। একটা ছেলের কান ছিঁড়ে নিল কামড়ে, দলনেতার গলা চেপে ধরে আরেকটু হলেই মেরে ফেলেছিল বেচারাকে! দলের অন্যরা লাথি-ঘুষি মেরেও মুক্ত করতে পারেনি নেতাকে। অবশেষে বড়দের কয়েকজন এসে থামালেন ওদের। কিন্তু ওই দলের তিনজন এবং খোদ রোগানকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল।

শাপে বর হয়ে দেখা দিল এ ঘটনা। এরপর আর কেউ মাইকেলকে বিরক্ত করত না। আগে থেকেই খেয়ালি বলে পরিচিত ছিল, এখন যুক্ত হলো নতান বিশেষণ: পাগলাটে।

BanglaBook.org

মাইকেল রোগান যথেষ্ট বুদ্ধিমান, তাই বুঝতে পারছিল যে ওর এই চণ্ডাল রাগ কোনোভাবে স্বাভাবিক হতে পারে না। সম্ভবত মনের কোনো গহীন কোণ থেকে জন্ম এর। রাগের কারণটা ও নিজে থেকেই ধরতে পারল। অসাধারণ স্মৃতিশক্তির ফল ভোগ করছে, সুবিধা পাচ্ছে প্রখর জ্ঞানের। অথচ এগুলো অর্জন করতে ওকে কোনো কষ্ট করতে হয়নি। আর এই ব্যাপারটাই ওর মনে জন্ম দিচ্ছে গভীর অপরাধবোধের।

বাবার সঙ্গে এই অনুভূতি নিয়ে কথা বলল সে। জোসেফ বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা, তাই এমন ব্যবস্থা করলেন যেন মাইকেল একদম স্বাভাবিক একটা জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু সেই ব্যবস্থা বাস্তবায়নের আগেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন অতৃপ্ত জোসেফ রোগান।

মাইকেল রোগানের বয়স তখন পনেরো–লম্বা, শক্তিশালী এবং গোছানো এক তরুণ। উচ্চশিক্ষা অর্জন করছে সে তখন, পুরোপুরি চলে গেছে মায়ের কর্তৃত্বের অধীনে। বিশ্বাস করে, মানবজাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ঈশ্বর ওকে পবিত্র একটা দায়িত্ব দান করেছেন। উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সময় দেখা গেল অ্যালিস ওকে প্রায় দেবতার আসনে বসিয়েছেন।

এমএ শেষ করে এমএস করছে যে বছর, সেই বছর মাইকেল রোগান আবিষ্কার করল মেয়েদের।

অন্তত এই একটা ক্ষেত্রে একদম গতানুগতিক ছিল মাইকেল। তবে হতাশ হয়ে আবিষ্কার করল, মেয়েরা ওকে দেখে ভয় পায়, রুক্ষ আচরণ করে। মানসিকভাবে এতটাই এগিয়ে যে, সমবয়সি সবাই ওকে পাগলাটে ধরে নেয়। বাধ্য হয়ে তাই লেখাপড়ার বাহুডোরে নিজেকে সঁপে দেয় মাইকেল।

আঠারো বছর বয়সে দেখা গেল আইভি লিগ স্কুলের সহপাঠীদের মাঝে নিজের একটা অবস্থান করে নিতে পেরেছে সে। তখন গণিতে পিএইচডি করছিল মাইকেল। মেয়েরাও ওর প্রতি আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছে। বয়সের তুলনায় ছেলেটাকে সুঠাম দেহের অধিকারী বলা চলে, প্রশস্ত কাঁধ...দেখে তখনই বাইশ কি তেইশ বছরের যুবক বলে মনে হয়। নিজের বুদ্ধিমত্তা গোপন রাখতে শিখিয়েছে ততদিনে, অন্যরা যাতে ভয় না পেয়ে যায়।

অবশেষে একদিন কৌমার্য হারানোর মিশনে সফল হলো মাইকেল রোগান।

BanglaBook.org

মেরিয়ান হকিনস, ষোড়শী এক তরুণী। স্বর্ণকেশী মেয়েটা লেখাপড়া নিয়ে যতটুকু মাথা ঘামায়, ঠিক ততটাই ভাবে রাতভর চলা পার্টি নিয়েও। পরবর্তী একটা বছর একে অন্যের শারীরিক চাহিদা মেটায় তারা। তবে লেখাপড়া ঢিল দেয় রোগান; যৌবনে যেসব পাগলামি করে ছেলেরা, সেগুলোতে ইচ্ছাকৃতভাবেই নাম লেখায়।

ঘটনার গতিপ্রকৃতি দেখে ওর মা হতবাক হয়ে যান। কিন্তু রোগানের তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। নিজের কাছেও কখনো স্বীকার করবে না বটে, তবে মাকে সে অপছন্দ করে।

জাপানিরা যেদিন পার্ল হারবারে আক্রমণ করল, সেদিন ডক্টরেট পায় রোগান। ততদিনে মেরিয়ান হকিনসের ওপর থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে সে, সম্পর্কটাকে শেষ করার ভদ্রোচিত একটা উপায় খুঁজছে। মনকে কাজে লাগানোর উপর যেমন বিরক্ত, তেমনি বিরক্ত ওর জীবনে মায়ের নাক গলানোতেও। উত্তেজনাকর অভিযানের নেশা তখন পেয়ে বসেছে ওকে। তাই পার্ল হারবারের সেই ঘটনার ঠিক পরদিনই, আর্মি ইন্টেলিজেন্সের চিফকে লম্বা একটা চিঠি লেখে সে। নিজের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পুরস্কারের বিস্তারিত বর্ণনা থাকে তাতে। হপ্তা পেরোনোর আগেই ওয়াশিংটন থেকে একটা টেলিগ্রাম আসে ওর নামে–তাতে জানানো হয়, সাক্ষাৎকারের জন্য মাইকেল রোগানকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

সাক্ষাৎকারটাকে জীবনের অন্যতম উজ্জ্বল ঘটনা বলে আজও মনে করে রোগান। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের এক আর্মি ক্যাপ্টেন বলতে গেলে রীতিমতো জিজ্ঞাসাবাদই করে ওকে! রোগান বিশাল তালিকা পাঠিয়েছে, অসীম বিরক্তির সাথে সেটার উপর নজর বোলায় ক্যাপ্টেন। তাকে দেখে মনে হলো না খুব একটা প্রভাবিত হয়েছে রোগানের কৃতিত্বে। শারীরিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের অনুপস্থিতি দেখে যেন বিরক্তই হলো সে।

ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার একটা ম্যানিলা ফোল্ডার নিয়ে তাতে ঢুকিয়ে রাখল রোগানের সমস্ত কাগজপত্র; তারপর ওটাকে পাঠিয়ে দিল ভেতরের অফিসে। বেশ কিছুক্ষণ পর যখন ফিরে এল, তখন ওর হাতে শোভা পাচ্ছে মিমোগ্রাফের একটা কাগজ। কাগজটা মাইকেলের সামনের টেবিলে রাখল ক্যাপ্টেন, ওটায় পেন্সিলের টোকা দিয়ে বলল, এই কাগজে একটা কোড করা বার্তা আছে। কোডটা পুরনো, এখন আর ব্যবহার করা হয় না। তবে আমি দেখতে চাই, তুমি এই কোডটা ভাঙতে পারো কিনা। কঠিন লাগতে

BanglaBook.org

পারে, তাতে আশাহত হওয়ার কিছু নেই। হাজার হলেও তোমাকে তো আর ট্রেনিং দেওয়া হয়নি!'

কাগজটার উপর নজর বোলাল রোগান। দেখে একদম গতানুগতিক, ক্রিপ্টোগ্রাফিক মনে হচ্ছে। এগারো বছর বয়সেই, কেবল মগজ চালু রাখার খাতিরে ক্রিপ্টোগ্রাফি এবং কোড সংক্রান্ত নানা তত্ত্ব নিয়ে লেখাপড়া করেছে সে। পেন্সিলটা হাতে নিয়ে কাজে নেমে পড়ল তাই। মিনিট পাঁচেক পর,বার্তাটা লিখে ধরিয়ে দিল ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডারের হাতে।

পাশের কামরায় হারিয়ে গেল ক্যাপ্টেন, ফিরে এল আরেকটা ম্যানিলা ফোল্ডার নিয়ে। ভেতর থেকে আরেকটা কাগজের টুকরো বের করে আনল সে, এই কাগজটায় রয়েছে দুটো অনুচ্ছেদ। এবারের কোডটা তুলনামূলক কঠিন, নমুনা পরিমাণে অল্প বলে কোড ভাঙতে সময় লেগে গেল। ঘণ্টাখানেক পর মাইকেল ডিকোড করা বার্তাটা ক্যাপ্টেনের হাতে দিলে, আবার পাশের কামরায় চলে গেল সে; তবে মাইকেলের কাজে একবার চোখ বুলিয়ে নেবার পর।

আবার যখন বেরিয়ে এল, তখন ক্যাপ্টেনের সাথে দেখা গেল ধূসরচুলো এক কর্নেলকে। রিসেপশন রুমের এক কোনায় বসে রোগানকে একমনে দেখতে লাগলেন তিনি।

এবার কাগজের তিনটি টুকরো ধরিয়ে দেওয়া হলো রোগানকে। ক্যাপ্টেনের ঠোঁটে দেখা গেল মুচকি হাসি। এই হাসির সঙ্গে পরিচিত রোগান। যেসব শিক্ষক এবং বিশেষজ্ঞ ওকে ফাঁদে ফেলতে চাইত, তাদের ঠোঁটের কোণেও দেখা যেত এই হাসি।

তাই বাড়তি সর্তকতা অবলম্বন করল ছেলেটি। এবারের কোড ভাঙতে সময় লাগল তিন ঘণ্টা! কাজে এমনই মগ্ন ছিল সে যে, কামরায় একের পর এক অফিসারের প্রবেশ খেয়ালই করেনি। অফিসাররা ঘিরে ধরেছিল ওকে, একমনে দেখছিল ওর হাতের কাজ।

ঘণ্টা তিনেক পর হাতের কাগজটা ক্যাপ্টেনের দিকে বাড়িয়ে দিল রোগান। ঝটপট কাগজের উপর নজর বুলিয়ে নিল ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার। তারপর কোনো কথা না বলে ওটা এগিয়ে দিল কর্নেলের দিকে। কর্নেলও চোখ বোলালেন কাগজ। তারপর ক্যাপ্টেনকে বললেন, 'আমার অফিসে নিয়ে এসো ওকে।'

BanglaBook.org

রোগানের কিন্তু মজাই লাগছিল বেশ। তবে কর্নেলের চোখে-মুখে চিন্তার ছায়া দেখতে পেয়ে নিজেও চমকে গেল। রোগানকে বলা কর্নেলের প্রথম কথাটাই ছিল, 'আমার দিনটাকে তো খারাপ বানিয়ে ফেললে, বাছা।'

'আমি দুঃখিত,' ভদ্রতা করে বলল রোগান। যদিও আসলে ওর কিছুই যায়-আসে না–সত্যি বলতে কী, ক্যাপ্টেন আলেকজান্ডার ওর মনে বিরক্তি জাগিয়ে তুলেছিল বলেই এত মনোযোগ দিয়ে কাজটা করেছে।

'দোষটা তোমার নয়,' গর্জে উঠলেন কর্নেল। 'আমরা কেউই ভাবিনি যে শেষ কোডটা তুমি ভাঙতে পারবে। আমাদের সেরা কাজ ওটা, অথচ এখন নতুন করে আরেকটা বানাতে হবে। কারণ তুমি এখন কোডটা জানো। সব প্রক্রিয়া শেষ করে তোমাকে সেনাবাহিনিতে নিতে পারলে হয়তো ওটা আবার ব্যবহার করা যাবে।'

অবাক হয়ে বলল রোগান, 'আপনি বলতে চাইছেন, আপনাদের সবকটা কোড এত সরল?'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিলেন কর্নেল, 'তোমার কাছে হয়তো সহজ মনে হয়, কিন্তু বাকি সবার কাছে কোডটা কঠিন। কত দ্রুত বাহিনিতে যোগ দিতে পারবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোগান। 'এই মুহূর্তেই পারব।'

ভ্রু কুঁচকে ফেললেন কর্নেল। 'ব্যাপারটা এত সহজ না। প্রথমে তোমার ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে হবে আমাদের। সেই সময়টা বন্দি হয়ে থাকতে হবে আমাদের কাছে। এরইমাঝে অনেক কিছু জেনে গেছ তুমি, তাই ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াতে দেওয়া যাবে না। তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটা কেবলই আনুষ্ঠানিকতা।'

নামে আনুষ্ঠানিকতা হলেও আদপে দেখা গেল, ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্টের এমন এক জায়গায় থাকতে হচ্ছে ওকে, যার সামনে আলকেট্রাজকেও ছেলেখেলা মনে হবে। অবশ্য রোগানের কখনো মনে হয়নি, ওকে আলাদা করে রাখার জন্য ইন্টেলিজেন্স ডিপার্টমেন্ট বাড়াবাড়ি করেছে।

এক সপ্তাহ পর, সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে সেনাবাহিনিতে যোগ দিল সে। তিন মাসের মাথায় ইউরোপ থেকে প্রাপ্ত কোড ভাঙার কাজে নিয়োজিত সেকশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব বুঝে নিল মাইকেল। একমাত্র রাশিয়ার কোড ওর কাজের আওতার বাইরে, ওটার দায়িত্ব এশিয়ান সেকশনের হাতে।

BanglaBook.org

খুব ফুর্তিতে দিন কাটতে লাগল রোগানের। জীবনে এই প্রথম নাটকীয় আর উত্তেজনায় ভরা কোনো কাজ করছে। ওর স্মৃতি, এবং অসাধারণ মস্তিষ্ক কাজে লাগিয়ে দেশকে গুরুত্বপূর্ণ একটা যুদ্ধে জয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে। ওয়াশিংটনে যুবতী মেয়ের অভাব নেই, পদোন্নতিও পেয়েছে বেশ দ্রুতই।

আর কী চাই জীবনে?

কিন্তু ১৯৪৩ সালের দিকে অপরাধবোধটা আবার মাথাচাড়া দিতে শুরু করল ওর মাঝে। কেবলই মনে হতে লাগল মানসিক সক্ষমতা ব্যবহার করে সম্মুখ সমরের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। আর সেজন্যই নাম লেখাল ফিল্ড ইন্টেলিজেন্স সেকশনে। তবে প্রথমবার প্রত্যাখ্যাত হলো প্রস্তাবটা। কোনোভাবেই এমন এক সম্পদকে ঝুঁকির মাঝে ফেলতে চায় না সেনাবাহিনি।

তাই নতুন একটা ফন্দি আঁটল রোগান। নিজেকে উপস্থাপন করল কোডের জীবন্ত সুইচবোর্ড রূপে। নিজে থেকে ফ্রান্সে গিয়ে দেশটায় আক্রমণের নানা দিক সমন্বয় করার প্রস্তাব দিল সে। একেবারে নিখুঁত একটা নকশা এঁকে নিয়ে গিয়েছিল প্রস্তাব হিসেবে; সেটা এতই পছন্দ হয়েছিল চিফ অভ স্টাফের যে আর মানা করেননি তিনি।

আর এভাবেই ক্যাপ্টেন রোগানকে কয়েকদিন পর দেখা গেল প্যারাসুট নিয়ে ফ্রান্সে নামতে।

সেদিন গর্বে ভরে উঠেছিল ওর বুক। জানত, বাবা এই অবস্থায় ওকে দেখতে পেলে খুব খুশি হতেন। কিন্তু ওর মা কান্না সামলাতে পারেননি; অসাধারণ যে মস্তিষ্ককে এতদিন ধরে আগলে রেখেছেন, সেটাকে যুদ্ধে পাঠাতে মন একদম সায় দেয়নি তার। কিন্তু রোগানের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। বলার মতো কিছুই করতে পারেনি সে এতদিন, হয়তো এই যুদ্ধের পর নিজের আসল বুদ্ধিমত্তা প্রস্ফুটিত করে তুলে ধরতে পারবে দুনিয়ার সামনে। ততদিনে ছেলেটা বুঝে গেছে, ক্ষমতা যতই হোক না কেন, কাঁচা হলে সেটার উন্নতি সাধনের জন্য প্রয়োজনে বহু বছরের সাধনা।

১৯৪৪ সালের প্রথম দিনটায় ক্যাপ্টেন মাইকেল রোগান প্যারাসুট নিয়ে নামল শত্রু কবলিত ফ্রান্সে। মুক্তিকামী সেনাদলের সাথে হাত মিলিয়ে মিত্রবাহিনির প্রধান কমিউনিকেশন অফিসারের দায়িত্ব বুঝে নিল সে। ব্রিটেনের এসওই-র সাথে প্রশিক্ষণ নিয়েছে, তাই জানে কীভাবে রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার ব্যবহার করে গোপন তথ্য আদান প্রদান করতে

BanglaBook.org

হয়। সেই সঙ্গে বাঁ হাতের তালুতে বহন করে বেড়াতে লাগল ছোট্ট একটা ক্যাপসুল। যেটা মুখে দিলে মৃত্যু অবধারিত।

আস্তানা হিসেবে বেছে নিল চার্নি নামের এক ফ্রেঞ্চ পরিবারের আবাসস্থলকে, ভিত্রে-সু-সেইন শহরে; প্যারিসের ঠিক দক্ষিণেই শহরটা। দূত এবং ইনফর্মারদের একটা দল গড়ে তুলল রোগান। ইংল্যান্ডের সাথে গোপন বার্তা আদান-প্রদান শুরু হলো এর কিছুদিন পর থেকেই। কখনো কখনো বিশেষ কিছু তথ্য দেবার অনুরোধ আসতে লাগল ওর কাছে, যেন ফ্রান্সে আসন্ন আক্রমণ সফল হয়।

শান্ত, নিস্তরঙ্গ সময় কাটাতে লাগল মাইকেল। রোববার বিকেলে, ক্রিস্টিন চার্নির সঙ্গে পিকনিকে যেতে লাগল। মেয়েটার চুল বাদামি, মিষ্টি চেহারা, বেশ লম্বাই বলতে হবে। স্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত নিয়ে লেখাপড়া করে ক্রিস্টিন। অচিরেই জুটি বাঁধল ওরা, অল্প কিছুদিন পরেই জানা গেল মেয়েটা গর্ভবতী!

নকল পরিচয়পত্র দেখিয়ে, টাউনহলে ক্রিস্টিন চার্নিকে বিয়ে করল রোগান। এরপর ওরা ফিরে এল মেয়েটির বাবা-মার বাড়িতে, এবার দুজনে মিলে একসঙ্গে গোপনে কাজ করতে শুরু করল।

১৯৪৪ সালের, জুন মাসের ছয় তারিখে নরম্যান্ডি আক্রমণ করল মিত্রবাহিনি। ওই সময়ের আশেপাশে এত বেশি বার্তা আদান-প্রদান করতে হলো রোগানকে যে চাইলেও পূর্ণ সর্তকতা বজায় রাখতে পারত না। ফলশ্রুতিতে যা হবার তাই হল, হপ্তা দুয়েক পর গেস্টাপো ঘিরে ধরল ওদের বাড়িটাকে। তবে নজর রাখছিল আরো আগ থেকেই। শুধু মাইক রোগান আর চার্নির পরিবারকেই নয়, সঙ্গে কয়েদ করেছিল আরো ছয় জন দূতকে। এক মাসের মধ্যে মাইকেল ও তার স্ত্রী বাদে অন্য সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদের পর প্রহসনের বিচার শেষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

অন্যান্য বন্দিদের কাছ থেকে জানতে পারে জার্মানরা, রোগানের মস্তিষ্ক অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী, খুব সহজে জটিল সব কোড মুখস্থ করতে পারে সে। আর তাই মাইকেলের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় তারা। বাঁচিয়ে রাখা হয় ওর বউকেও, 'বিশেষ ভদ্রতাবশত'।

মেয়েটা তখন পাঁচ মাসের অন্তঃসত্ত্বা!

গ্রেপ্তারের ছয় সপ্তাহ পর, রোগান ও তার স্ত্রীকে আলাদা আলাদা গাড়িতে করে গেস্টাপো মিউনিখে নিয়ে আসে। শহরের ব্যস্ত কেন্দ্রের ঠিক মাঝখানে তখন দাঁড়িয়ে ছিল মিউনিখের প্যালেস অভ জাস্টিস। ওই

BanglaBook.org

দালানগুলোর যেকোনো একটায় মাইকেল রোগানের শেষ এবং সবচাইতে ভয়ঙ্কর জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়।

কতদিন ধরে চলেছিল সেই প্রশ্নবাণ, জানে না মাইকেল; তখন হিসেব রাখতে পারেনি। কিন্তু পরবর্তীতে, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ভুলতে দেয়নি এক মুহূর্তেরও স্মৃতি। প্রতিটা সেকেন্ড, প্রতিটা মিনিট, প্রতিটা ঘণ্টা...প্রতিটা দিন আলাদা আলাদাভাবে মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। হাজারো রাত দুঃস্বপ্নে সেই দৃশ্য দেখে ঘুম ভেঙে গেছে মাইকের।

প্রত্যেকবার দুঃস্বপ্নের শুরু হতো ওকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসা সাতজন মানুষের চেহারা দেখার মধ্যে দিয়ে। সাতজনের ওই ছোট্ট দলটা ওর জন্য অপেক্ষা করত প্যালেস অভ জাস্টিসের উঁচু গম্বুজঅলা কোনো একটা কামরায়। হাসি লেগে থাকত ওদের মুখে, যেন মজার কোনো কাজ করতে এসেছে!

সবার হাতে লাগানো থাকত স্বস্তিকা খচিত একটা করে আর্মব্যান্ড। তবে দুজন মানুষের পরনের পোশাক ছিল ভিন্ন রংয়ের। এই ভিন্ন রং এবং কলারের ইনসিগনিয়া দেখে রোগান বুঝতে পেরেছিল ওদের একজন হাঙ্গেরিয়ান সেনাবাহিনির, অন্যজন ইতালির। প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদে অংশ নিত না তারা; বসে থাকত কেবল দর্শক হয়ে।

জিজ্ঞাসাবাদ করতে আসা দলটার প্রধান ছিল এক লম্বা, সম্ভ্রান্ত-বংশীয় অফিসার; চোখে থাকত অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। রোগানকে বারবার বলত সে, ওদের দরকার শুধু ওই অনন্য মাথায় ঘাপটি মেরে বসে থাকা কোডগুলো। একবার পেয়ে গেলে ছেড়ে দেয়া হবে ওকে। রোগান তার স্ত্রী ও অনাগত সন্তানকে নিয়ে বেঁচে থাকবে!

প্রথম দিন প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা চলল প্রশ্নবাণ...চব্বিশটা ঘণ্টাই মুখে কুলুপ এঁটে বসে রইল রোগান। একটা প্রশ্নেরও জবাব দিল না। দ্বিতীয় রাতে শুনতে পেল ক্রিস্টিনের কণ্ঠ, পাশের ঘর থেকে আসছে; চেঁচাচ্ছে ওর নাম ধরে, বারবার অনুরোধ করছে উদ্ধার করার জন্য!

'মাইকেল! মাইকেল!' শব্দে কেঁপে উঠেছিল বারবার রোগান। স্ত্রীর কণ্ঠে আকুলতা থেকে টের পাচ্ছিল, প্রবল কষ্টে আছে বেচারি। রক্তলাল চোখে দলনেতার দিকে তাকাল সে, ফিসফিসিয়ে বলল, 'থামো! এসবের কোনো দরকার নেই! সব বলছি!'

পরবর্তী পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিল পুরাতন, বর্তমানে অব্যবহৃত সব কোড দিয়ে। কীভাবে ধরে ফেলল জিজ্ঞাসাবাদকারীরা, তা জানে না

BanglaBook.org

রোগান; সম্ভবত সেগুলোর সঙ্গে শত্রুপক্ষের কাছ থেকে চুরি করা বার্তা মিলিয়ে।

পরদিন তাই মাইকেল রোগানকে একটা চেয়ারে বসিয়ে, বৃত্তাকারে ঘিরে বসল নিজেরাও। এবার একটা প্রশ্নও করা হলো না ওকে, স্পর্শও না। ইতালিয়ান ইউনিফর্ম পরিহিত লোকটা আচমকা উধাও হয়ে গেল পাশের কামরায়। এর কয়েক মুহূর্ত পরেই স্ত্রীর তীব্র যন্ত্রণাদগ্ধ কণ্ঠ শুনতে পেল রোগান।

নিজের কানকেই বিশ্বাস হতে চাইল না বেচারার। এতটা কষ্ট পেয়েও কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে! ফিসফিসিয়ে বারবার বলল রোগান, সব বলে দেবে। কিচ্ছু লুকাবে না। কিন্তু না, এবার দলনেতা মাথা নাড়ল দুপাশে। চুপচাপ বসে তারা শুনতে লাগল নারীকণ্ঠের প্রবল আর্তচিৎকারে ভারী হয়ে ওঠা বাতাসের কাকুতি। শব্দগুলো যেন পথ খুঁজে নিয়ে প্রবেশ করছে ওদের মগজে! কাঁদতে কাঁদতে প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় চেয়ার থেকে মেঝেতে রোগান পড়ে যাবার আগে থামল না।

এবার ওকে পাশের চেম্বারে প্রায় টেনে নিয়ে গেল দলটা। ইতালিয়ান ইউনিফর্ম পরা লোকটা ওখানে একটা ফোনোগ্রাম নিয়ে বসে আছে। কালো রঙের রেকর্ডটা ঘুরছে, সেই সঙ্গে প্রচার করে চলছে প্যালেস অভ জাস্টিসের দেয়ালকেও কাঁপিয়ে দেয়া ক্রিস্টিনের আকুতি।

'তুমি আমাদেরকে ধোঁকা দিতে পারোনি,' বিদ্রুপের সুরে বলল প্রধান জিজ্ঞাসাবাদকারী। 'আমরা তোমাকে বোকা বানিয়েছি। সেই প্রথমদিনই অত্যাচার সইতে না পেরে মারা গেছে তোমার বউ।'

এবার চোখ তুলে চাইল রোগান। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হলো, প্রত্যেকের চেহারা যেন খোদাই করে নিতে চাইছে মানসপটে। আসলেও তাই...কেননা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে খুঁজে বের করে এদের প্রত্যেককে সে হত্যা করবে!

পরে বুঝতে পেরেছিল মাইকেল রোগান–ওর ভেতর এই অনুভূতিটাই দেখতে চেয়েছিল দলটা। ওকে কথা দিল তারা, সঠিক কোডগুলো দিলে বাঁচিয়ে রাখবে। প্রতিশোধের নেশায় উন্মত্ত রোগান এবার আর কোনো ছল-চাতুরী করল না, দিয়ে দিল আসল কোড।

পরবর্তী দুটো হপ্তা প্রতিটা কোড আলাদা আলাদাভাবে জানাল রোগান, সেই সঙ্গে এটাও বলল যে ওগুলো কীভাবে কাজ করে। এরপর ওকে পাঠিয়ে দেয়া হলো সলিটারি সেলে। ওখানে কত মাস পেরিয়ে গেল, বলতে

BanglaBook.org

পারবে না সে। সপ্তাহে একদিন ওকে ডেকে পাঠাত ওই সাতজন। নিয়ে এসে বসানো হতো উঁচু, গম্বুজের মতো ছাদের একটা কামরায়। সাতজন মানুষ ঘিরে ধরে প্রশ্ন করত ওকে, তবে এতদিনে তা পরিণত হয়েছিল রসুমে।

রোগানের জানার কোনো উপায়ই ছিল না যে এই কয় মাসে মিত্র বাহিনি ফ্রান্স দখল করে জার্মানিতে প্রবেশ করেছে। মিউনিখ থেকে খুব বেশি দূরে নেই তারা। শেষবারের মতো যখন ডেকে পাঠানো হলো ওকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, তখন যে এই তিনজন পালাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, সেটাও জানার কোনো সুযোগ ছিল না বেচারার। নাম-ভোল পাল্টে ফেলেছে সাতজনই; অগণিত যেসব জার্মান তাদের অপরাধের সাজা এড়াতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ততদিনে, তাদের সঙ্গে ভিড়ে যেতে চাইছে।

'তোমাকে মুক্তি দেব আমরা, কথা দিয়েছি যখন...রাখতে তো হবেই।' অভিজাত চেহারার দলনেতা বলল রোগানকে। কণ্ঠে সত্যতার ছাপ খুঁজে পেল যুবকের কান। মনে হলো যেন কোনো বাগ্মীর কথা শুনছে, অবশ্য অভিনেতাও হতে পারে। পাশের চেয়ারের পিঠে ঝুলতে থাকা কিছু বেসামরিক পোশাকের দিকে ইঙ্গিত দিল আরেকজন। 'তোমার ত্যানাগুলো ছেড়ে, ওগুলো পরে নাও।'

নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস হতে চাইছে না রোগানের, তবে নির্দেশ পালন করল সে। পোশাক বলতে রয়েছে একটা প্রশস্ত-প্রান্তের ফেডোরা। সাতজনের একজন ওটা পরিয়ে দিল ওকে। সবার মুখেই বন্ধুত্বপূর্ণ হাসির ছোঁয়া। দলনেতা তার ধীর-স্থির কণ্ঠে বলল, 'মুক্তি পাবে জানতে পেরে খুশি হয়েছ না? বেঁচে যাবে, ব্যাপারটা আনন্দ দিচ্ছে তো তোমাকে?'

আচমকা রোগান বুঝে ফেলল, কোথাও কোনো কিন্তু আছে। মিথ্যে বলছে লোকটা। কামরায় ও ছাড়া সাতজন নেই, আছে ছয়জন! মুখের হাসিটা বন্ধুত্বপূর্ণ না, ষড়যন্ত্রীদের মতো! অশুভ কিছু একটা আছে ওতে।

ঠিক সেই মুহূর্তে মাথার পেছন দিয়ে বন্দুকের ধাতব ছোঁয়া টের পেল রোগান। সামনের দিকে ঝুঁকে গেল ওর হ্যাট, পিস্তলের নল দিয়ে ঠেলা দেওয়া হয়েছে বলে। অচিরেই মরতে যাচ্ছে, টের পেয়ে ভয়ে যেন কুঁকড়ে গেল রোগান।

নৃশংস, জঘন্য এক নাটক করা হয়েছে ওর সঙ্গে। যেভাবে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে একটা পশুকে হত্যা করা হয়, ঠিক সেভাবে এরা ওকে খুন করতে যাচ্ছে! আচমকা একটা গর্জন ভরিয়ে দিল ওর মস্তিষ্ক। পানির নিচে

BanglaBook.org

ডুবে গেলে যেমনটা লাগে, মনে হলো যেন ওর দেহটা তেমন ভরশূন্য হয়ে ঠাঁই নিয়েছে অনন্ত এক কালো গহ্বরে...

রোগান যে বেঁচে গেল, এই ব্যাপারটাকে অলৌকিক না বলে উপায় নেই। মাথার পেছনে গুলি করা হয়েছে ওকে, দেহটা ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে লাশের স্তূপে। ওই দেহগুলো অন্য বন্দিদের, মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের প্রাঙ্গণে দাঁড় করিয়ে যাদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

এরও প্রায় ঘণ্টা ছয়েক পর, আমেরিকার থার্ড আর্মি কোরের অগ্রসৈনিকরা পা রাখে মিউনিখে। তাদের মেডিকেল বিভাগ খুঁজে পায় লাশের সেই প্রকাণ্ড স্তূপ। রোগানকে জ্যান্ত অবস্থায় আবিষ্কার করে ওরা। বুলেট নাকি মাথার হাড়ে বাড়ি খেয়ে দিক পরিবর্তন করেছিল, তাই ছোট্ট একটা ফুটো করতে পারলেও ভেতরে খুব একটা প্রবেশ করতে পারেনি; মগজ বলতে গেলে রয়েছে অক্ষতই। এ ধরনের ক্ষত খুব কম ক্ষমতার অস্ত্রের হিসেবে খুব একটা অস্বাভাবিক না, যদিও বিরল।

ওখানেই, মানে মাঠ পর্যায়ের হাসপাতালে প্রথম অপারেশন হয় রোগানের। তারপর ওকে পাঠিয়ে দেয়া হয় যুক্তরাষ্ট্রে। পরের দুটো বছর কেটে যায় এই আর্মি হাসপাতাল থেকে ওই আর্মি হাসপাতালে। বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় ওর জন্য।

বুলেটটা একেবারে অক্ষত অবস্থায় ছাড়েনি ওকে। দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে অনেকটাই, এখন কেবল সোজা দেখতে পায় রোগান। পার্শ্বদৃষ্টি বলতে গেলে একদমই নেই। তবে যথেষ্ট প্রশিক্ষণের পর, এক ড্রাইভিং লাইসেন্স জোগাড় করতে পারার মতো দৃষ্টিশক্তি অর্জন করতে পারল ও, ফিরে যেতে সক্ষম হলো স্বাভাবিক জীবনে। যদিও এখন চোখের ক্ষমতার চাইতে কানের ক্ষমতার ওপর নির্ভর করে বেশি।

দ্বিতীয় বছরের অন্তে এসে মনে হলো, মাথার হাড়ের টুকরোগুলোকে এক করে রাখার জন্য ব্যবহৃত রুপালি প্লেটটা বুঝি জন্ম থেকেই ছিল ওখানে। তবে চাপের মুহূর্তগুলোয় কষ্ট হতো খুব। টের পেত, মগজের সব রক্ত গিয়ে আছড়ে পড়ছে ওই প্লেটের ওপর।

ছেড়ে দেবার সময় ডাক্তাররা কড়া নির্দেশ দেন ওকে—মদ্যপান করা একেবারেই নিষেধ ওর জন্য। মাত্রাতিরিক্ত যৌন-সম্ভোগ ডেকে নিয়ে আসতে পারে মরণ, এমনকি ধূমপান না করলেই ভালো হয়। তবে ওর

BanglaBook.org

মানসিক দক্ষতা আর ক্ষমতার কোনো ক্ষতি হয়নি–যদিও স্বাভাবিকভাবে যতক্ষণ বিশ্রাম নিলেই হতো আগে, এখন বিশ্রাম নিতে হবে তার চাইতে বেশি।

থেকে থেকে মাথাব্যথা শুরু হতো বলে, সেটার জন্যও দেয়া হলো ওষুধ। করোটির হাড়ের ভগ্নাবস্থা এবং রুপার ওই প্লেটের জন্য মাঝেমধ্যেই বাড়বে ওর মস্তিষ্কের অভ্যন্তরীণ চাপ–এ ব্যাপারেও সাবধান করে দেয়া হলো।

এক কথায় বলতে গেলে–মস্তিষ্কের অস্ত্রোপচারের পর, সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক চাপ নিতে অক্ষম হয়ে পড়ল ওর মগজ। সতর্কতার সঙ্গে জীবনযাপন করলে হয়তো পঞ্চাশ...কিংবা ষাট বছর বয়েস পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে ও! তবে তার জন্য সবধরনের নির্দেশনা মানতে হবে, ওষুধ খেতে হবে সময়মতো–যেগুলোর মাঝে ট্রাঙ্কুলাইজারও আছে–এবং প্রতি মাসে একবার করে দেখাতে হবে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের হাসপাতালে। ওষুধ পাল্টাবার দরকার হলে ওখান থেকে করা হবে কাজটা। অসাধারণ স্মৃতিশক্তিটার যে কোনো ক্ষতি হয়নি, সেটা বারবার জানানো হলো রোগানকে।

মগজে গুলি খাবার পর, একমাত্র মগজেরই কিছু হয়নি–এর চাইতে হাস্যকর আর কী হতে পারে?

পরের দশটা বছর নির্দেশ মেনে চলল মাইকেল রোগান। ওষুধ খেতে ভুল করল না, সবধরনের উত্তেজনা থেকে সরিয়ে রাখতে চাইল নিজেকে, প্রতিমাসে একবার করে হাসপাতালে দিল হাজিরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা

সিদ্ধান্ত নেয় রোগান। ওকে 'কর্মক্ষেত্রে নিরুদ্দেশ' ঘোষণা করার কিছু দিন পরই মারা যান অ্যালিস রোগান। তাই নিজের শহরে ফেরার কোনো টান অনুভব করেনি সে। সেই সঙ্গে মনে হলো, ওর ক্ষমতার মূল্য যদি কোনো শহর দিতে পারে তো সেটা একমাত্র নিউ ইয়র্ক।

বিশাল বড় একটা বিমা কোম্পানিতে কাজ নিল রোগান। কাজ বলতে কিছু গাণিতিক বিশ্লেষণ, যা ওর মতো একজনের চোখ বন্ধ করেই করতে পারার কথা। কিন্তু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, পারছে না! একদমই মন বসাতে পারছে না হিসেবে। অদক্ষতার কারণে একদিন চাকরিটাই খুইয়ে বসল। এহেন অপমান সহ্য করতে না পারে শারীরিক ও মানসিক–দুদিক থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল বেচারা।

সেই সঙ্গে আরেকটা অনুভূতি জন্ম নিল রোগানের মাঝে–মানুষের ওপর অবিশ্বাস। যাদের চামড়া বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে গিয়ে সবকিছু খুইয়ে এসেছে, এমনকি মাথাটাকেও আস্ত রাখতে পারেনি...তারা কীভাবে ওকে অযোগ্যতার অভিযোগ তুলে অপমান করে?

এবার নিউ ইয়র্কেই সরকার কর্তৃক স্থাপিত, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কল্যাণের জন্য কাজ করে যাওয়া প্রতিষ্ঠানে কেরানি হিসেবে যোগ দিল মাইকেল রোগান। ওর পদ হলো জিএস-৩ ধাপের, যে ধাপে কর্মচারীরা হপ্তায় ষাট ডলার করে পায়। একেবারে নগণ্য কাজের দায়িত্ব দেয়া হয় ওদের ওপর–ফাইলপত্র দেখে রাখা এবং গোছানো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, অবসরপ্রাপ্ত এবং আহত সৈনিকদের অভাব নেই কোনো। তাই অভাব নেই তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ফাইলেরও।

এই ব্যাপারটাই প্রথম কম্পিউটারের চিন্তা ঢোকায় রোগানের মাথায়। তবে ফাইলপত্রের কাজটাকে সহজ করার জন্য কম্পিউটার সিস্টেম বানাবার ফর্মুলাটা ওর মগজ আবিষ্কার করতে পারে আরো দুই বছর পর!

বিশাল শহরটায় একেবারে দিন-আনি-দিন-খাই ধরনের জীবনযাপন করত তখন রোগান। সপ্তাহে যে ষাট ডলার পেত পারিশ্রমিক হিসেবে, তাতে ওর দরকারি জিনিসপত্রই হতো না পুরোপুরি। দরকারি জিনিসপত্র বলতে শহরের বাইরের দিকে, গ্রিনউইচ ভিলেজে একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট, শুকনো খাবার আর হুইস্কি। অন্তত খানিকটা মাতাল না হলে ঘুমাতে পারে না যে!

দিনগুলো কেটে যেতে লাগল বিরক্তিকর, একঘেয়ে কাজে। ফাইলপত্র গোছানো ছাড়া বলতে গেলে আর কিছুই করতে হয় না। বাড়িতে ফিরে

BanglaBook.org

ঠান্ডা খাবার গরম করা, বিস্বাদ খাবার গেলা প্রতিদিন! এরপর আধবোতল হুইস্কি গিলে আছড়ে পড়ত বিছানায়, কোনো কোনো দিন হয়তো পোশাকটাও খোলার ফুরসত পেত না।

তারপরও পালাতে পারত না দুঃস্বপ্নের হাত থেকে!

তবে বাস্তবতার তুলনায় সেসব দুঃস্বপ্ন যেন কিছুই না।

মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিস ওর কাছ থেকে সম্মান কেড়ে নিয়েছে। তেরো বছর বয়সে বাচ্চারা যেভাবে অপমান করত ওকে, অনেকটা তেমনি...তবে অপমানটা প্রাপ্তবয়স্কদের মতো করেই। মিউনিখে খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেয়া হতো ল্যাক্সেটিভ। সঙ্গে যোগ হয়েছিল ভয়। সকালে নাস্তা হিসেবে মিলত ওটমিল নামধারী কিছু একটা, রাতে স্ট্যু। সব মিলিয়ে নিজের পরিপাকতন্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত রোগান। খাবার ঢুকত আর বেরোত শুধু।

প্রতিদিন সকালে জিজ্ঞাসাবাদের খাতিরে টেনে-হিঁচড়ে ওকে বের করা হতো সেল থেকে। বিশাল টেবিলের এক মাথায় চেয়ারে বসে থাকত রোগান, টের পেত প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে মলে। নাকে ঠেকত প্রবল বাজে গন্ধ। তারচাইতে বাজে কথা, জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মুখে দেখা যেত তাচ্ছিল্যের হাসি। ছোট বাচ্চা ধরা পড়ে গেলে যেমন লজ্জায় মাথা নিচু করে থাকে, তেমনি লজ্জায় মাথা নুয়ে যেত ওর।

এখন, এতগুলো বছর পর, অ্যাপার্টমেন্টে একাকী বসে, সেই শারীরিক অপমানগুলোর স্মৃতি মনে পড়ে গেল ওর। আজও লজ্জা কাটেনি তার, তাই অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে পা ফেলতেও দ্বিধা বোধ করত; কারো সঙ্গে মিশতে চায় না, পার্টিতে দাওয়াত পেলেও প্রত্যাখ্যান করে দেয়। যেখানে ও কেরানি হিসেবে কাজ করত, সেখানেই এক মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হলো। প্রচণ্ড মানসিক শক্তি খাটিয়ে মেয়েটির সঙ্গে কথোপকথন শুরু করল রোগান। এক রাতে খাবারের দাওয়াত নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টেও এল সে, বুঝিয়ে দিল যে রাতে থাকতেও আপত্তি নেই কোনো।

রাতে একত্রে শুলো ওরা–কিন্তু মোক্ষম সময়ে দেখা গেল, রোগান তার পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলেছে!

BanglaBook.org

কয়েক সপ্তাহ পর, সুপারভাইজারের ডাক পেয়ে তার অফিসে গেল রোগান। সুপারভাইজারও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সৈনিক। তবে তার ধারণা–দায়িত্বে আছে

মানে, ওই ত্রিশজন কেরানির প্রত্যেকের চাইতে সে মানসিকভাবে অধিক সক্ষম। রোগানের প্রতি দয়া দেখাতে বলল, 'কাজটা হয়তো এই মুহূর্তে তোমার কাছে খুব বেশি কঠিন মনে হচ্ছে...আচ্ছা, কায়িক শ্রম হয়, এমন কোনো কাজ করবে নাকি? এই যেমন এলিভেটরে করে উপরে-নিচে আসা-যাওয়া করা। আপত্তি আছে?'

প্রস্তাবটা ওর ভালোর জন্য করা হয়েছে বলেই কিনা, আরো খেপে গেল রোগান! পঙ্গু সৈনিক হিসেবে ইচ্ছে হলেই ও অবব্যাহতি চাইতে পারে। সে কথা দায়িত্বপ্রাপ্ত পার্সোনেল অফিসারকে বলতেই তিনি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। 'আমরা প্রমাণ করতে পারি যে তুমি এই কাজের জন্য প্রস্তুত কিংবা বুদ্ধিমান নও,' রোগানকে বললেন তিনি। 'সরকারি চাকরিতে ঢোকার সময় দেয়া পরীক্ষার ফলাফল আছে আমাদের কাছে, কোনোক্রমে সুযোগ পেয়েছ। তাই মেডিকেল ডিসচার্জ নাও সরকারি সেবা থেকে। তারপর দেখ, সন্ধ্যাকালীন কোনো কোর্সে ভর্তি হয়ে কিছু করতে পারো কি না।'

হতবাক রোগানের কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল নিজেকে সামলাতে, তারপর হাসিতে ফেটে পড়ল সে। ধরে নিল যে ওর ফাইলের কিয়দংশ হারিয়ে গেছে, যেখানে পরীক্ষার মার্ক লেখা ছিল। আর নয়তো কর্তৃপক্ষ ধরে নিয়েছে যে ফর্ম পুরো করার সময় মিথ্যে তথ্য দিয়েছে সে।

হেসে কর্মকর্তার অফিস থেকে বেরিয়ে গেল রোগান। ফেলে গেল দালান, এবং একঘেয়ে চাকরি। আর কখনো ফিরে যায়নি ওখানে। এক মাস পর হাতে পেল ওর চাকরিচ্যুতির কাগজপত্র।

সেদিন থেকে বাধ্য হয়ে পঙ্গুদের জন্য নির্ধারিত ভাতায় হাত লাগাতে হলো ওকে...অথচ আগে ওটার দিকে ফিরেও তাকায়নি!

হাতে অফুরন্ত সময়, তাই বেড়ে গেল পানের মাত্রা। মদ্যশালার কাছেই বাসা নিল রোগান, মদ গিলে বেহেড মাতাল হয়ে রাস্তার পাশে পড়ে থাকা অগণিত মানুষের একজনে পরিণত হলো।

মাস দুয়েক পর আবার ফিরতে হলো প্রাক্তন সৈনিকদের কল্যাণ সংস্থায়, তবে এবার রোগী হয়ে। নাহ, মাথার ক্ষতে কোনো সমস্যা হয়নি। অপুষ্টিতে পেয়ে বসেছে ওকে। এতটাই খারাপ অবস্থা যে, সাধারণ সর্দি-কাশিতেও মৃত্যু হতে পারে ওর!

হাসপাতালে থাকার সময় দেখা হলো ছেলেবেলার এক বন্ধুর সঙ্গে। ফিলিপ হাউক নাম তার, সে-ও রোগী। তবে আলসারের চিকিৎসা চলছে

BanglaBook.org

তার। রোগানের কম্পিউটার সংক্রান্ত প্রথম চাকরিটা জুটিয়ে দিল এই হাউকই। সে নিজে একজন উকিল।

তবে তার আগে অনেক কষ্টের মাঝ দিয়ে যেতে হয়েছে রোগানকে। ছয়-ছয়টা মাস হাসপাতালে কাটিয়েছে বেচারা, প্রথম তিন মাস গেছে শরীর থেকে মদের প্রভাব বের করে দিতে। পরের তিন মাস এই-সেই টেস্ট করে ওর শারীরিক, পাশাপাশি মানসিক অবস্থা নির্ধারণ করেছে চিকিৎসকরা।

সেবারই প্রথম ওর রোগের মূল এবং আসল কারণটা ধরা পড়ে: মাইকেল রোগানের মস্তিষ্ক তার প্রায় অমানবিক স্মৃতিশক্তির পুরোটাই ফিরে পেয়েছে, সেই সঙ্গে অবশিষ্ট আছে সৃজনশীল কাজের ক্ষমতার খানিকটা। কিন্তু সমস্যা হলো, লম্বা সময় ধরে কাজ করা এখন আর সেটার পক্ষে সম্ভব না। যেকোনো বড় সৃজনশীল কাজ করার জন্য যে লম্বা সময় ধরে গবেষণা করা দরকার, সেটা আর কখনো করতে পারবে না মাইক। শুধু তাই নয়, একদম স্বাভাবিক কাজ–যদি তাতে একটানা লম্বা সময় দিতে হয়–করা ওর জন্য নিষেধ!

খবরটা যে কাউকে হতাশায় ফেলে দেবে। কিন্তু মাইকেল রোগানের বেলায় হলো উল্টো! নিজের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা জানার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে। সেই সঙ্গে হলো ভারমুক্তি–এখন আর মানব সমাজের জন্য বিশেষ আশীর্বাদ নয় সে।

ফিলিপ হাউকের সাহায্যে একটা নতুন কম্পিউটার ফার্মে যোগ দেবার পর আবিষ্কার করল, ওর অবচেতন মন অনেক আগে থেকেই কম্পিউটার সংক্রান্ত কিছু জটিলতা সমাধানে ব্যস্ত ছিল, প্রাক্তন-সেনা কল্যাণ সংস্থার কেরানি হিসেবে কাজ করার সময় থেকে! তাই মাত্র এক বছরেরও কম সময়ের মাঝে অঙ্কের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে অনেকগুলো সমস্যার সমাধান করে ফেলল সে।

এবার নিজের খেল দেখাল ফিলিপ। ফার্মটার পার্টনার বানিয়ে ছাড়ল বন্ধুকে, সেই সঙ্গে তার অর্থনৈতিক উপদেষ্টাও। কয়েক বছরের মাঝে রোগানের কম্পিউটার ফার্ম পরিণত হলো দেশের সেরা দশটার একটায়। রোগানকে আবার সবাই চিনতে শুরু করল 'জিনিয়াস' হিসেবে। প্রতিরক্ষার জন্য নির্ধারিত ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যখন বিভিন্ন সেবামূলক ডিপার্টমেন্ট এক হয়ে যেতে লাগল, তখন ওর পরামর্শ নিতে শুরু করল কর্তৃপক্ষ। কোটিপতি বনে গেল মাইকেল রোগান। যুদ্ধের বছর দশেক পর, সফলতার প্রতীক হিসেবে দেখা হতে লাগল ওকে...

BanglaBook.org

...অথচ তখনও দিনে এক ঘণ্টার বেশি কাজ করতে পারে না বেচারা!

ব্যবসা সংক্রান্ত সব ঝামেলা নিজের কাঁধে তুলে নিল ফিলিপ হাউক, পরিণত হলো রোগানের সবচাইতে কাছের বন্ধুতে। ফিলিপের স্ত্রীও পণ করল–তার অবিবাহিতা বান্ধবীদের সঙ্গে রোগানের গাঁটছড়া বাঁধবে। কিন্তু কাউকেই তেমন মনে ধরল না রোগানের।

আসলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তিই হলো ওর কাল। কোনো কোনো রাতে শুনতে পেত ক্রিস্টিনের চিৎকার...যেমনটা শুনেছিল মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে। নিতম্বে মলের ঠান্ডা, আঠালো স্পর্শ ভুলতে বেগ পেতে হয় ওকে...

...জীবনটাকে আর নতুন করে গড়ে তোলা হবে না, ভাবত রোগান। নতুন করে প্রেমে পড়ার প্রশ্নই ওঠে না!

ওই দশটা বছর কিন্তু রোগানের ক্ষতে বিন্দুমাত্র প্রলেপ ফেলতে পারেনি। যুদ্ধের পর, জার্মানিতে যুদ্ধাপরাধের দায়ে অভিযুক্ত প্রত্যেকটা মানুষের বিচারকার্যের ওপর নজর রাখত রোগান। একটা বিশেষ এজেন্সিকে ভাড়া করেছিল ও–যেন এই সংক্রান্ত সব খবরের কাটিং ওকে সরবরাহ করা হয়। প্যাটেন্ট থেকে যখন সম্মানী আসতে শুরু করল, তখন চুক্তি করল এক জার্মান ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে। বার্লিনের ওই এজেন্সি ওকে পাঠাত যুদ্ধাপরাধীদের চেহারার ছবি, তা তাদের অপরাধ যা-ই হোক না কেন।

হতাশ হয়ে আবিষ্কার করল রোগান–নাম জানে না, এমন সাতজন মানুষকে খুঁজে পাওয়া আর খড়ের গাদায় সূচ পাওয়া একই কথা। বিশেষ করে যখন সেই সাতজন আপ্রাণ চেষ্টা করছে ইউরোপের কোটি কোটি মানুষের মাঝে হারিয়ে যাবার!

অবশেষে এল সেই বহু প্রতীক্ষিত দিবস। বার্লিনের সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি ওকে পাঠাল অস্ট্রিয়ান এক অভিজাত চেহারার নগর-কর্মকর্তার ছবি। তার নিচে লেখা: 'অ্যালবার্ট মেটকে খালাস পেলেন। অতীতে নাজিদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগ সত্ত্বেও, বহাল রইলেন স্বীয় পদে।'

যে সাতজনের খোঁজে এক দশকের বেশি সময় কাটিয়ে দিয়েছে রোগান, তাদের একজনের খোঁজ পেয়েছে অবশেষে!

BanglaBook.org

নির্দিষ্ট দিনে রেডিয়োতে বার্তা পাঠাবার সময় অসতর্ক ছিল রোগান, সেজন্য আজও নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনি। ওরই দোষে ধরা পড়ে যায় সবাই, মায় আন্ডারগ্রাউন্ডের দলটা পর্যন্ত! তবে ঘটনাটা থেকে শিক্ষাও নিয়েছে। এখন যা করার করে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং নিখুঁত নিশ্চয়তার সঙ্গে! জার্মানির ওই ডিটেকটিভ ফার্মের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়াল সে, নির্দেশ দিল যেন আলফ্রেড মোটকেকে পুরো এক বছরের জন্য নজরবন্দি করে রাখা হয়।

ওই বছর শেষে আরো তিনটি ছবি হস্তগত হলো রোগানের, সেই সঙ্গে নাম আর ঠিকানাও। ওকে অত্যাচার, এবং ওর স্ত্রীকে হত্যা করা সাত খুনির আরো তিনজনের নামে বানানো হলো ডোসিয়ে। ওরা হলো–কার্ল ফ্যান, হামবুর্গে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসা ফেঁদেছে; অন্য দুইন: 'এরিক এবং হান্স ফ্রেইসলিং', পশ্চিম বার্লিনের এক গ্যাস স্টেশন এবং গ্যারেজের মালিক।

রোগান সিদ্ধান্ত নিল–অবশেষে কাজে নামার সময় হয়েছে!

চরম সাবধানতার সঙ্গে সব প্রস্তুতি সেরেছে সে। ইউরোপে কোম্পানির বাণিজ্য বিভাগের প্রতিনিধি বানাল সে নিজেকে। হস্তগত করল জার্মানি এবং অস্ট্রিয়ার কিছু কম্পিউটার ফার্মের কাছে লেখা পরিচিয়পত্র। ধরা পড়ার আশঙ্কা নেই ওর। মাথার ক্ষত, এবং এতগুলো বছরের কষ্ট ওর চেহারাও পাল্টে দিয়েছে। তাছাড়া, ওই সাতজনের কাছে মাইকেল রোগান মৃত...

...নিজ চোখে ওকে মরতে দেখেছে তারা।

বিমানে ভিয়েনা চলে এল রোগান, সেখানে স্থাপন করল ব্যবসার হেডকোয়ার্টার। দ্য স্যাচার হোটেলের একটা কামরা ভাড়া করে উঠল তাতে; রাতের খাবারের তালিকায় রাখল বিখ্যাত স্যাচেরেটোর্ট। হোটেলের বিখ্যাত রেড বারে বসে মদের পাত্রে দিল চুমুক। তারপর নামল পথে। গোধূলির আলোয় হাঁটতে হাঁটতে উপভোগ করতে চাইল আশপাশের ক্যাফেগুলো থেকে ভেসে আসা মিষ্টি সুর। লম্বা সময় হাঁটল মাইক, তারপর স্নায়ু শান্ত হলে কামরায় ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরবর্তী দুটো সপ্তাহ রোগান কাটিয়ে দিল ভিয়েনার প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পার্টিতে আমন্ত্রণ জোগাড় করে। ওই দুটো কম্পিউটার ফার্মের মাধ্যমে বেশ কিছু বন্ধুবৎসল অস্ট্রিয়ানের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল ওর, তাদের কারণেই সম্ভব হলো কাজটা। অবশেষে এক মিউনিসিপাল বল-নাচে, যাতে নগর-প্রশাসনের প্রায় সবাই উপস্থিত হয়েছিল, দেখা পেল অ্যালবার্ট মোটকের।

BanglaBook.org

লোকটার পরিবর্তন দেখে হতবাক হয়ে যায় রোগান। চেহারাটা বিলাসবহুল, আয়েশি জীবনযাপনের কারণে চিকচিক করছে! মাথার চুলে রুপালি ছোঁয়া। আচার-আচরণে রাজনীতিবিদদের গতানুগতিক ভদ্রতার ছাপ।

স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে অ্যালবার্ট। পাতলা, আমুদে চেহারার মহিলার বয়েস অনেক কম, তবে ভালোবাসার কমতি আছে বলে মনে হলো না। রোগানকে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মোটকে আলতো বাউ করল। যেন বলতে চাইছে, 'আমাকে ভোট দেবার জন্য ধন্যবাদ। আপনার কথা আমার ঠিক মনে আছে। যখন ইচ্ছে, অফিসে এসে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারেন।'

একেবারে ঝানু রাজনীতিবিদ যাকে বলে! এমন এক লোক যে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগকে কাঁচকলা দেখাবে, তাতে আর সন্দেহ কী–ভাবল রোগান। মুচকি হাসল এই ভেবে: খালাস পাবার খবর আর ছবি পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল বলেই আজ মরতে হচ্ছে অ্যালবার্ট মোটককে!

বাউ করল বটে অ্যালবার্ট মোটকে, কিন্তু ওর পায়ের অবস্থা খুব একটা ভালো না। নাচের আসরে আসার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না ওর। সম্ভব হলে ঘরে ফিরে যেত, মুখে তুলত স্যাচেরটোর্টে; ফায়ারপ্লেসের পাশে বসে পান করত কালো কফি। এই অনুষ্ঠানগুলোর চাইতে একঘেয়ে আর কিছু হয় না...কিন্তু পার্টিকে নির্বাচনের জন্য টাকাও তো তুলতে হবে!

ওর ঘোর বিপদের সময় পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল সহকর্মীরা, তাদের প্রতি এতটুকু দায় ওর আছে। স্ত্রী উরসুলার হাতের আলতো স্পর্শ নিচের হাতে অনুভব করল মোটকে। অপরিচিত লোকটার দিকে চেয়ে আরেকবার বাউ করল–কেন যেন মনে হচ্ছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু একটা ধরতে পারছে না। মনে হচ্ছে এই লোকটাকে ওর মনে রাখা উচিত ছিল।

ওর বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হলো, তখন পাশে পেয়েছিল প্রিয়তমা উরসুলা এবং পার্টির সবাইকে। খালাস পাবার পর দেখা গেল, ওই মামলাটা ওর জন্য শাপে বর হয়ে এসেছে! স্থানীয় একটা কাউন্সিলের নির্বাচনে জিতে যায় মোটকে। রাজনীতিবিদ হিসেবে ভবিষ্যতে অনেক বড় কিছু করার সম্ভাবনা না থাকলেও, ক্যারিয়ার মোটামুটি নিরাপদ। বেঁচে থাকতে কষ্ট হবে না খুব একটা।

BanglaBook.org

কিন্তু একটা চিন্তা সর্বদা ওকে খোঁচাতে থাকে: পার্টি আর উরসুলা যদি জেনে যায় যে অভিযোগগুলো সব সত্যি, তাহলে কী হবে? স্ত্রীর ভালোবাসা পাবে কি? নাকি ওকে ছেড়ে যাবে মেয়েটা?

আরে নাহ, প্রমাণ যা-ই হোক না কেন, মোটককে কোনোদিন সন্দেহ করবে না উরসুলা। বিশ্বাসই করবে না যে ওইসব জঘন্য কাজ ওর দ্বারা করা সম্ভব! মেয়েটার কথা আর কী বলবে, মোটকের নিজেরই তো এখন সে কথা বিশ্বাস হতে চায় না! তখন যেন পুরো ভিন্ন এক মানুষ ছিল ও–শক্ত, শীতল, রুক্ষ। সময়টাই ছিল এমন যে বেঁচে থাকতে চাইলে ওরকমটা বনে যেতে হতো। কিন্তু তারপর...তারপরও একটা প্রশ্ন জাগে ওর মনে: কীভাবে পেরেছিল কাজগুলো করতে?

ওর দুই সন্তানকে যখন বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আসে, তখন নিজের হাতে ওদেরকে স্পর্শ করতে মন চায় না; দ্বিধাগ্রস্ত লাগে নিজেকে। রক্তমাখা এই হাতগুলো কীভাবে স্পর্শ করতে পারে ওই নিষ্পাপ শিশুদের?

যাক সে কথা, জুরির বিচারে খালাস পেয়েছে মোটকে। সব ধরনের তথ্য-প্রমাণ বিচার করেই নেয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত, আর কখনো বিচারের সম্মুখীন হতে হবে না এই অভিযোগে। সে, আলফ্রেড মোটকে, চিরকালের জন্য আইনের চোখে নিরপরাধ।

কিন্তু তারপরও...তারপরও...

অজ্ঞাতনামা লোকটা এগিয়ে আসছে ওর দিকে। লম্বা, শক্তিশালী দেখতে; তবে মাথার আকৃতি কেমন যেন অদ্ভুত। সুদর্শন বলা যায়, অন্তত একজন জার্মানের হিসাবে। আচমকা দক্ষ হাতে বানানো স্যুটটার ওপর নজর পড়ল মোটকের। উঁহু, ভুল হয়েছে...এই লোক আমেরিকান।

যুদ্ধের পর এমন অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে মোটকের, সবই ব্যবসার খাতিরে। মিষ্টি হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলল লোকটা, ঘুরে স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে চাইল। কিন্তু উরসুলার মনোযোগ আরেক দিকে। স্বামীর কাছ থেকে কয়েক পা সরে এসে কার সঙ্গে যেন গল্প করছে।

আমেরিকান লোকটা ততক্ষণে নিজের পরিচয় দিতে শুরু করে দিয়েছে। রোগান না কী যেন বলল সে নিজের নাম, পরিচিত-পরিচিত ঠেকল মোটকের কাছে। 'আপনার পদোন্নতির জন্য শুভকামনা। সেই সঙ্গে কিছুদিন আগে জঘন্য ওই অভিযোগ থেকে খালাস পাবার জন্যও শুভকামনা।'

BanglaBook.org

ভদ্রতার হাসি হাসল মোটকে। গতানুগতিক যা বলে, সেটাই বলল। 'একদল দেশপ্রেমিক জুরি তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। আমি নিষ্পাপ, তাই আমার কখনোই সন্দেহ ছিল না যে খালাস পাব।'

কিছুক্ষণ কথা বলল ওরা। আমেরিকানটা বুঝিয়ে দিল, কম্পিউটার ব্যবসা শুরু করতে আগ্রহী সে; সেই সংক্রান্ত কিছু ব্যাপারে আইনি সাহায্য চায়। আগ্রহ জন্মাল মোটকের মাঝে। বুঝতে পারছে, আইনি সাহায্য বলতে লোকটা আসলে কিছু কর রেয়াত চায়। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে মোটকে জানে–কাজটা করে দিলে পয়সাকড়ি পাবে ভালোই। তাই লোকটাকে টেনে একপাশে সরিয়ে বলল, 'তাজা বাতাসে হাঁটতে-হাঁটতে এই ব্যাপারে আলোচনা করলে কেমন হয়?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল আমেরিকান, মুখে হাসি। মোটকের স্ত্রী টেরই পেল না যে স্বামী কামরা ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ কিছুদূর এগোবার পর আমেরিকান লোকটি অনেকটা নিস্পৃহ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আসলেই চিনতে পারোনি আমাকে?'

মুখ কুঁচকে জবাব দিল মোটকে। 'প্রিয় স্যার, পরিচিত তো মনে হচ্ছে...কিন্তু কম মানুষের সঙ্গে তো আর পরিচয় হয় না।' খানিকটা অধৈর্য শোনাল ওর কণ্ঠ, ব্যাবসায়িক কথাবার্তা শুরু করার জন্য তর সইছে না।

খানিকটা অস্বস্তির সঙ্গে মোটকে আচমকা আবিষ্কার করল, একটা নির্জন গলি ধরে হাঁটছে ওরা। আমেরিকান লোকটা হঠাৎ ঝুঁকে মোটকের কানে কানে এমন একটা কথা বলল যে মনে হলো যেন তার হৃৎপিণ্ডই বন্ধ হয়ে যাবে: 'রোজেনমটাগের কথা মনে আছে? ১৯৪৫ সালে মিউনিখে যা করেছিলে? প্যালেস অভ জাস্টিসে?'

মোটকে তখন চিনতে পারল রোগানকে। আমেরিকানটি যখন বলল, 'আমার নাম মাইকেল রোগান', বিন্দুমাত্র অবাক হলো না। ভয় তো আছেই, সেই সঙ্গে মনের গভীরে অনুভব করল লজ্জা...

...যেন এই প্রথমবারের মতো কৃত অপরাধের সম্মুখীন হয়েছে।

মোটকের চোখ দেখে বুঝতে পারল রোগান, লোকটা ওকে চিনতে পেরেছে! গলির আরেকটু ভেতরে চলে গেল ওরা, মোটকের দেহটা পাতার মতো কাঁপছে ওর হাতের নিচে। 'আমি তোমাকে ব্যথা দেব না,' বলল রোগান। 'তোমার ছয় সহকর্মীর ব্যাপারে কিছু তথ্য চাই শুধু। কার্ল ফ্যান

BanglaBook.org

আর ফ্রেইসলিং ভাইদের ব্যাপারে জানি। অন্য তিনজন এখন কোন নামে পরিচিত? কোথায় পাব ওদের?'

আতঙ্কে দিশেহারা অবস্থা মোটকের। আচমকা টলতে টলতে দৌড়াতে লাগল সে গলি ধরে। রোগান পিছু নিল, তবে কষ্ট হলো না একদম । দেখে যে কেউ বলবে: দুজনে ব্যায়াম করছে।

অস্ট্রিয়ান লোকটার বাঁ পাশে এসে, কাঁধের হোলস্টার থেকে ওয়ালথার পিস্তলটা বের করল রোগান। দৌড়াতে দৌড়াতেই সাইলেন্সার লাগিয়ে ফেলল নলে। মনের ভেতর বিন্দুমাত্র করুণা অনুভব করছে না, পাচ্ছে না দয়ার দেখা। মোটকের কৃত অপরাধ ওর মনের মাঝে খোদাই হয়ে আছে যেন। ক্রিস্টিনের চিৎকার যখন পাশের কামরা থেকে ভেসে আসছিল, তখন হাসছিল এই লোকটাই! বিড়বিড় করে বলেছিল, 'বেচারিকে কষ্ট দিয়ে নিজে সাহসী সাজছ কেন? বাচ্চা জন্মাক, চাও না?'

যুক্তি দিয়ে কাবু করতে চাইত রোগানকে, ঠান্ডা মাথায় উচ্চারণ করত প্রতিটা শব্দ। অথচ জানত যে ক্রিস্টিন মারা গেছে এরইমাঝে! মোটকে অবশ্য অন্যদের তুলনায় কম অত্যাচার করেছে, কিন্তু যা করেছে তা-ও মন থেকে মুছে ফেলা দরকার রোগানের।

দুটো গুলি সেঁধিয়ে দিল রোগান অস্ট্রিয়ান লোকটার দেহে। সামনে ঝুঁকে, মোটকে আছড়ে পড়ল গলির মাটিতে। রোগান কিন্তু থামল না, দৌড়ে বেরিয়ে এল গলি থেকে; পা রাখল মূল সড়কে। পরদিন বিমানে চড়ে চলে এল হামবুর্গ।

হামবুর্গে কার্ল ফ্যানকে খুঁজে বের করতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়নি। জিজ্ঞাসাবাদকারীদের মাঝে ফ্যানই ছিল সবচাইতে রুক্ষ। লোকটার ভেতরে পাশবিক কিছু একটা ছিল, যে কারণে অন্যদের চাইতে ওকে বেশি ঘৃণা করে রোগান। ফ্যান ছিল বোকা এক লোক, সেই সঙ্গে নৃশংস...আচরণও তেমনটাই করেছে।

মোটকেকে খুন করার সময় যতটা ঘৃণা ভর করেছিল রোগানের মাঝে, ফ্যানকে হত্যা করার সময় ততটা করেনি। একদম নিখুঁতভাবে কাজে লেগেছিল পরিকল্পনা। উঁহু, একটু ভুল হলো। রোজালি নামের জার্মান মেয়েটার দেখা পাওয়া, ওর ফুলের মতো সুগন্ধ, অদ্ভুত অনুভূতিহীনতা এবং নিষ্পাপতার দেখা পাওয়া ছিল না রোগানের পরিকল্পনায়।

BanglaBook.org

হামবুর্গের হোটেলের কামরায় রোজালিকে পাশে নিয়ে শুয়ে আছে রোগান, আলতো করে নরম দেহটায় বুলিয়ে দিল হাত। সবকিছু বলেছে মেয়েটাকে–জানে, কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে না ও। নাকি আশা করছে যে মেয়েটা করবে বিশ্বাসঘাতকতা? হত্যাকারীর চরিত্রে যে নাটকে অভিনয় করছে, তার সমাপ্তি ঘটবে?

'আমাকে এখনো ভালো লাগছে?' জিজ্ঞেস করল মাইকেল রোগান।

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোজালি, নিজের বুকের ওপর স্থাপন করল শক্ত হাত দুটো। 'আমি সাহায্য করতে চাই,' বলল সে। 'কাউকে কেয়ার করি না, কে মারা গেল তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। তবে তোমাকে নিয়ে ভাবি–খানিকটা হলেও ভাবি। আমাকে বার্লিনে নিয়ে চলো, যা বলবে... তা-ই করব।'

রোগান জানে, মেয়েটার বলা প্রতিটা শব্দ একেবারে অন্তর থেকে উৎসারিত। রোজালির চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল একটু, শিশুতোষ সরলতা খেলা করছে ওখানে...সেই সঙ্গে আশ্চর্য অনুভূতিহীনতাও। মনে হলো যেন মানুষ খুন এবং ভালোবাসাবাসি–দুটোই ওর কাছে সমান!

কেন যেন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, সঙ্গে নেবে মেয়েটাকে। রোজালি আশপাশে থাকলে ভালোই লাগে ওর, কাজেও লাগানো যাবে ওকে। তাছাড়া অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে–পিছুটান বলতে কিছু নেই ওর। শুধু খুন করার সময় ওকে সঙ্গে না নিলেই হলো।

পরদিন সকালে তাই রোজালিকে নিয়ে এসপ্লানেডে কেনাকাটা করতে গেল রোগান। একদম নতুন দুটো পোশাক কিনে দিল মেয়েটাকে, যেন গোলাপি ত্বক আর নীলচে চোখের সামনে মানিয়ে যায়। তারপর হোটেলে ফিরে সব গুছিয়ে নিল। রাতের খাবার খেয়ে উঠল বার্লিনগামী বিমানে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

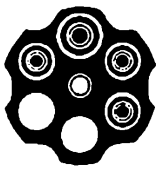

অধ্যায় চার

যুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক মাস পর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন-সেনা কল্যাণ হাসপাতাল থেকে বিমানে করে রোগানকে নিয়ে আসা হয়েছিল বার্লিনে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টারে। সেখানে ওকে বলা হয়, সন্দেহভাজন কিছু যুদ্ধাপরাধীদের ভেতরে, প্যালেস অভ জাস্টিসে ওর ওপর অত্যাচারকারীদের কেউ আছে কি না খুঁজে দেখতে হবে। রোগানের কেসটার ফাইল নম্বর ছিল এ২৩৪৮৬।

জিজ্ঞাসাবাদকারীদের প্রত্যেকের চেহারা তখন জ্বলজ্বল করছিল মাইকেলের মানসপটে। কিন্তু ওর সামনে উপস্থিত করা ব্যক্তিদের মাঝে সেই সাতজনের কেউ ছিল না। শুধু তাই নয়, সন্দেহভাজনদের কাউকেই চিহ্নিত করতে পারেনি সে, তাই ওকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।

ফিরে যাবার আগে কয়েক দিন সময় পেয়েছিল বটে হাতে। কাটিয়েছে ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরটার আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়িয়ে। অস্বীকার করবে না, শহরটার এহেন দশা দেখে অদ্ভুত এক তৃপ্তিতে ভরে উঠেছিল ওর মন।

এরপর কেটে গেছে অনেকগুলো বছর, পরিবর্তন এসেছে শহরেও। যুদ্ধের সময় মিত্রপক্ষের বিমানবাহিনি বোমা ফেলে ধ্বংস করেছিল পশ্চিম বার্লিনের প্রায় পুরোটাই। সত্তর মিলিয়ন টন পরিমাণের জঞ্জাল সাফ করার কাজ হাতে নিলেও, শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিল কর্তৃপক্ষ। ওগুলোকে ছোট ছোট, নকল পাহাড়ে পরিণত করল তারা, রোপণ করল ফুল এবং ঝোপঝাড়। নবনির্মিত অ্যাপার্টমেন্ট হাউজের ফাউন্ডেশন হিসেবে ব্যবহৃত হলো কিছু। বার্লিন এখন পরিণত হয়েছে ইস্পাতের এক ধূসর ঘিঞ্জি এলাকায়। রাতের বেলায় সেই এলাকায় দেখা যায় যুদ্ধের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত ইউরোপের নতুন চেহারা।

BanglaBook.org

রোজালিকে সঙ্গে নিয়ে কেমপিনিস্কি হোটেলে উঠল রোগান। কুরফুরস্টেনডাম আর ফাজানেনস্ট্রাসে-র মাঝে অবস্থিত ওই হোটেলটা সম্ভবত পশ্চিম জার্মানির সর্বসেরা হোটেল। এরপর কয়েক পরিচিত ফার্মে ফোন করল সে, সবগুলোর সঙ্গেই ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে ওর কোম্পানির। এরপর যে প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে গত পাঁচ বছর ধরে কাজে লাগিয়ে আসছে, তাদের সঙ্গে দেখা করার দিন-স্থান-সময় ঠিক করে নিল।

বার্লিনের প্রথম দুপুরের খাবারটা রোজালিকে নিয়ে রিটয রেস্তোরাঁয় খেল রোগান। প্রাচ্যের এমন সুস্বাদু খাবার আর কোথাও মেলে না। আমোদের সঙ্গে দেখল, রোজালি খুব আগ্রহ নিয়ে সব খাচ্ছে। পাখির বাসার স্যুপ দিয়ে শুরু করল ওরা, দেখে মনে হচ্ছিল একগাদা সবজি রান্না করে নিয়ে আসা হয়েছে রক্ত দিয়ে।

তবে রোজালির সবচাইতে পছন্দ হলো লাল লবস্টার, শুয়োরের সাদা মাংস আর জায়ফলের সাথে গরুর মাংসের টুকরো দিয়ে বানানো একটা ডিশ। মটরশুঁটি আর মুরগি মিলিয়ে রান্না করা তরকারিটা খেয়ে তো প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ! সব খেতে কয়েক থালা ফ্রাইড রাইস আর প্রচুর চায়ের দরকার হলো মেয়েটির।

যেকোনো বিচারেই খাবারের পরিমাণ চোখ কপালে তোলার মতো, কিন্তু রোজালি আরামসে শেষ করল সব। রুটি, মাংস আর আলু বাদেও যে দুনিয়াতে অন্য খাবার আছে, সেটা যেন এই প্রথম আবিষ্কার করল ও। পুরো দৃশ্যটা দেখে বেজায় আনন্দ পেল রোগান।

বিকেলে কেনাকাটা করতে পা রাখল কুরফুরস্টেনডামে। উজ্জ্বল আলোকসজ্জায় সজ্জিত ওখানকার দোকানগুলো যতই বার্লিনের দেয়ালের কাছাকাছি হয়েছে, ততই যেন ধূসর বর্ণ ধারণ করেছে। রোজালিকে একটা দামি স্বর্ণের হাতঘড়ি কিনে দিল রোগান। ঘড়িটার ডায়াল দামি পাথরে তৈরি একটা ঢাকনায় ঢাকা, যখন ওটার মালিক সময় জানতে চায় তখন সরে যায় সেই আবরণ। আনন্দে যেন কুঁই কুঁই করে উঠল রোজালি। রোগান মনে মনে মুচকি হেসে ভাবল–পুরুষকে পটাতে যদি তার পেট ভরাতে হয়, তাহলে নারীকে পটাবার জন্য দরকার দামি উপহার! কিন্তু যখন মেয়েটি ঝুঁকে ওকে চুমু খেল, নরম ঠোঁটগুলোর ছোঁয়া পেল ওর নিজের ঠোঁট...তখন যেন ভুলে গেল সব সন্দেহ!

সন্ধ্যাটা ওরা কাটাল এলডোরাডো ক্লাবে, ওখানকার ওয়েটাররা মেয়েদের পোশাক পরে থাকে...আর ওয়েট্রেসরা পুরুষের! এরপর গেল

BanglaBook.org

ওরা চার্চেলে ফেম-এ, সুন্দরী মেয়েরা ওই ক্লাবে নাচে মঞ্চে উঠে; পরনের পোশাক এমনভাবে একটা-একটা করে খোলে যেন নিজের শোবার ঘরে আছে! সঙ্গে থাকে উত্তেজক ইঙ্গিত আর নিজেকেই নিজে ছোঁয়া। শেষ পর্যন্ত দেহে যখন লম্বা কালো মোজা আর মাথায় লাল ক্যাপ ছাড়া আর কিছু থাকে না, তখন তারা শুরু করে নাচ। নার্নবুর্গ স্ট্রাসেও গেল রোগান আর রোজালি। পান করল শ্যাম্পেন, খেল ছোট্ট, পুরু সসেজ। বাকিদের মতো ওরাও তৈলাক্ত হাত মুছল টেবিলক্লথে!

হোটেলে যখন ফিরল ওরা, তখন রোগান কামোত্তেজনায় পাগলপ্রায়। পারলে কামরায় ঢুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে রোজালির ওপর। কিন্তু মুচকি হেসে, ঠেলে ওকে সরিয়ে দিল মেয়েটা; অদৃশ্য হয়ে গেল শোবার ঘরে। হতাশ রোগান জ্যাকেট-টাই খুলে চলে গেল ছোট্ট বারের কাছে, এই হোটেলের প্রতিটা কামরায় আছে একটা করে অমন বার। কয়েক মিনিট পর শুনতে পেল রোজালির ডাক, 'মাইকেল।'

নরম কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যে ঘুরতে বাধ্য হলো রোগান।

সোনালি, একমাথা চুল ঢেকে রেখেছে ওরই কিনে দেয়া হ্যাট। পায়ে লম্বা, জালের মতো মোজা...যেটা প্রায় উরুর পুরোটা ঢেকে রেখেছে। হ্যাট আর মোজার মাঝে আর কিছু নেই...রয়েছে শুরু রোজালি...ওর নরম দেহের পুরোটা নিয়ে। ধীর পায়ে এগিয়ে এল মেয়েটি, তৃপ্তির হাসি খেলা করছে কমনীয় চেহারায়।

ওকে ধরার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল রোগান, কিন্তু বাঁধনে ধরা পড়ল না পাখি। মেয়েটির পিছু পিছু শোবার ঘরে চলে এল মাইক, অবশিষ্ট পোশাক দেহ থেকে সরিয়ে। এবার যখন হাত বাড়াল, তখন আর সরে গেল না রোজালি। পরক্ষণেই কিং-সাইজ বিছানায় নিজেদের আবিষ্কার করল রোগান...

...ডুব দিল গোলাপের গন্ধে, গোলাপের মাঝে।

মিলিয়ে গেল বার্লিনের রাতের কর্কশ আওয়াজ, ওদের জানালার ঠিক নিচে আটকে থাকা পশুদের অনুযোগমাখা চিৎকার...

...রোগানের দুর্বল মস্তিষ্ক থেকে মিলিয়ে গেল সব ধরনের প্রতিশোধের চিন্তা।

BanglaBook.org

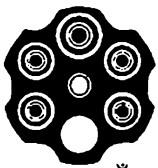

অধ্যায় পাঁচ

ফ্রেইসলিং ভাইদের সঙ্গে প্রথম মোলাকাতের সময় কোনো ঝামেলা চাইছিল না রোগান। পরদিন একটা মার্সিডিজ ভাড়া করে তাই চলে এল ভাইদের গ্যাস স্টেশন কাম গ্যারেজে। গাড়িটা দেখে দিতে অনুরোধ করল।

হানস ফ্রেইসলিং সময় দিল ওকে, দেখে দিল গাড়ি। বিল চুকাবার সময় অফিসে যাবার পর রোগানের দেখা হলো এরিকের সঙ্গে। একটা চামড়া দিয়ে বাঁধানো চেয়ারে বসে আছে তখন লোকটা, তেলের হিসেব মিলাচ্ছে।

বয়স ছাপ ফেলতে পারেনি দুই ভাইয়ের কারো ওপরেই। আসলে শুরু থেকেই দেখতে খুব একটা সুদর্শন ছিল না দুজনের কেউ। বয়স ওদের ঢিলে, পাতলা চেহারাটাকে ভরাট আর টানটান বানিয়ে দিয়েছে, ঠোঁটটাও আগে এত পুরু ছিল না। তবে পোশাক নির্বাচনে অনেক চালু হয়েছে এখন, কথাবার্তাতেও আগের মতো রুক্ষতা নেই। তবে হ্যাঁ, ঠগবাজি ছাড়েনি এখনো। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে এখন আর খুন করে না–করে ডাকাতি।

সেদিন ভাড়া করার আগে রেন্টাল এজেন্সি নিজে থেকেই মার্সিডিজের সব চেক করে দিয়েছে, কোনো সমস্যা পায়নি। কিন্তু হানস ফ্রেইসলিং ওকে ধরিয়ে দিল বিশ মার্কের একটা বিল। সেই সঙ্গে জানাল, ফ্যান বেল্টটা খুব দ্রুতই পাল্টানো দরকার। শুনে হাসল রোগান, বলল পাল্টে দিতে।

কাজটা যখন সারা হচ্ছে, তখন এরিকের সঙ্গে গল্পে মেতে উঠল ও। জানাল যে কম্পিউটার ম্যানুফ্যাকচারিং ব্যবসায় আছে সে, বার্লিনে বেশ কিছুদিন থাকবে। কথাটা শোনামাত্র এরিকের চেহারায় লোভের যে ছায়াটা ফুটে উঠল, সেটা দেখেও না দেখার ভান করল ও। হানস এসে ওকে ফ্যান

BanglaBook.org

বেল্ট পাল্টাবার কাজ শেষ হয়েছে জানালে, বিলের পাশাপাশি দরাজ হাতে বকশিস দিতে ভুল করল না। তারপর চলে এল স্টেশনটা ছেড়ে। হোটেলের সামনে মার্সিডিজ পার্ক করে হুড তুলে ভেতরটা দেখল একবার...

...ফ্যান বেল্টটা সম্ভবত স্পর্শও করেনি হানস!

মার্সিডিজটা নিয়ে কয়েকদিন পরপর গ্যাস স্টেশনে যাওয়া-আসা করাটাকে মোটামুটি রুটিনে পরিণত করল রোগান। ওর পকেট থেকে ইচ্ছেমতো পয়সা খসালেও, বন্ধু-বাৎসল্য দেখাল বটে ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা। রোগান বুঝতে পারছিল, অন্য কোনো মতলব আছে ভাইদের। কিন্তু কী, সেটা বুঝতে পারছে না। সন্দেহ নেই, ওকে 'মুরগি' ভেবেছে দুই ভাই।

তবে কথা হলো, ভাইদের নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা আছে ওর নিজেরও। ওদেরকে খুন করার আগে, অন্য তিন জিজ্ঞাসাবাদকারীর নাম-ঠিকানা জেনে নিতে হবে ওকে; বিশেষ করে দলনেতার। তবে তাড়াহুড়ো করতে চায় না রোগান, পাছে ভয় পেয়ে পালিয়ে যায় ফ্রেইসলিংরা। টোপ হিসেবে তাই টাকাপয়সা ছড়াচ্ছে খোলামকুচির মতো, অপেক্ষা করছে ফ্রেইসলিংদের পদক্ষেপের।

পরবর্তী সপ্তাহান্তে, রবিবার সন্ধের দিকে হোটেল ডেস্ক থেকে ফোন করা হলো ওকে। জানানো হলো, দুজন মানুষ ওর কামরায় আসতে চায়। কথাটা শুনে রোজালির দিকে ফিরে মুচকি হাসল রোগান।

টোপ গিলেছে মাছে...

কিন্তু অবাক হয়ে গেল খোদ রোগানই! যে দুজন এসেছে, তারা ওর পরিচিত। একজনকে অবশ্য কিছুটা হলেও চেনে রোগান। দুজনের মাঝে লম্বা লোকটার নাম আর্থার বেইলি–আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট–রোগানকে বহু বছর আগে ওর 'মৃত্যুদণ্ডে'র ব্যাপারটা নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। বছর নয়েক আগে বার্লিনে এসে সন্দেহভাজনদেরকে দেখার প্রস্তাবটাও ছিল তারই। পরিচয়পত্র দেখাবার ফাঁকে ফাঁকে নিস্পৃহ দৃষ্টিতে রোগানের আগাপাছতলা দেখে নিল বেইলি।

'আপনার ফাইলটা কিছুক্ষণ আগেই পড়ে শেষ করেছি, মি. রোগান,' বেইলি বলল। 'ফাইলে আপনার ছবিটা আছে, সেটার মতো দেখায় না আর আপনাকে। প্রথম দেখায় তো চিনতেই পারিনি!'

'কবে দেখলেন?' জিজ্ঞেস করল রোগান।

'এক হপ্তা আগে, ফ্রেইসলিংদের গ্যাস স্টেশনে,' বেইলি বলল। আপাদমস্তক আমেরিকানায় ভর্তি লোকটার–পোশাক, কথার টান ও আচরণে। লোকটা কেন ওর নজরে পড়েনি, সে কথা ভাবল রোগান।

BanglaBook.org

নম্র হাসি খেলে গেল বেইলির মুখে। 'আমাদের ধারণা, ফ্রেইসলিংরা পূর্ব জার্মানির এজেন্ট। প্রতারক তো বটেই। তাই যখন আপনাকে দৃশ্যপটে দেখলাম, তখন খোঁজখবর নিতেই হলো। ওয়াশিংটনে ফোন দিয়ে আপনার ভিসা-টিসা দেখলাম আরকি। আপনার ফাইল পড়তে পড়তে মনে হলো, খুব পরিচিত লাগছে। এরপর পেছনে ফিরে গিয়ে খুঁজে বের করলাম মাইকেল রোগানকে। দুইয়ে দুইয়ে চার মেলাতে অসুবিধে হলো না–মিউনিখের ওই সাতজনকে খুঁজে পেয়েছেন আপনি, এখন একে একে সবাইকে হত্যা করছেন। প্রথম শিকার ছিল মোটকে, ভিয়েনায়; এরপর হামবুর্গে ফ্যানকে। ফ্রেইসলিং ভাইরা আপনার তালিকার পরবর্তী নাম, তাই না?'

'কম্পিউটার বিক্রি করতে এসেছি এখানে,' ক্লান্ত স্বরে বলল রোগান। 'এছাড়া আর কিছু না।'

জবাবে শ্রাগ করল বেইলি। 'আপনার পেশা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই, কী করতে চান তা নিয়েও নেই; আমার দায়িত্ব এই দেশে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করা। তবে একটা কথা বলি আপনাকে–ফ্রেইসলিং ভাইদের থেকে দূরে থাকুন। ওদেরকে পাকড়াও করার জন্য অনেক সময় ব্যয় করেছি। সময় হলে ওদেরকে ব্যবহার করে পুরো পূর্ব জার্মানির স্পাই-সেটাপকে ধ্বংস করে দেব। চাই না ওদেরকে হত্যা করে আপনি আমার হাতে ভাঙা থালা ধরিয়ে দিন!'

আচমকা রোগান বুঝতে পারল, ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা কেন ওর সঙ্গে এমন বন্ধুবৎসল আচরণ করছে। 'ওরা কি আমার নতুন ব্যাচের কম্পিউটার-সংক্রান্ত তথ্যের পেছনে লেগেছে?' বেইলির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ও।

'হতে পারে, অন্তত আমি তাতে অবাক হবো না,' বলল লোকটা। 'কম্পিউটার–বিশেষ করে নতুনগুলো–অনেক দেশেই পাঠানো হয় না। তবে আমার চিন্তা তা নিয়ে নয়। আমি জানি, আপনি ওদেরকে কী দিতে চান। তাই সাবধান করে দিচ্ছি আবার: কাজটা করলে আমাকে শত্রুতে পরিণত করবেন।'

রোগান ঠান্ডা দৃষ্টিতে তাকাল বেইলির দিকে। 'আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, তা আমি ধরতে পারছি না। তবে একটা পরামর্শ দেব–আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবেন না, নইলে ধাক্কায় উড়ে যাবেন। অথচ আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেন না আপনি। নিশ্চয়ই জানেন: সরাসরি পেন্টাগনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে আমার? ওদের কাছে আমার কম্পিউটারগুলো

BanglaBook.org

অনেক বেশি দামি। তার সামনে আপনার দুই-চারটা গুপ্তচর কোনো মূল্যই রাখে না।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল বেইলি, তারপর বলল, 'বেশ। বুঝলাম যে আমরা আপনাকে স্পর্শও করতে পারব না। কিন্তু আপনার প্রেমিকাও কি আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে?' মাথা দিয়ে সোফায় বসে থাকা রোজালিকে দেখাল সে। 'চাইলেই কিন্তু ওর জীবনটাকে নরকে পরিণত করতে পারি। একটা ফোনকলই যথেষ্ট...তারপর আর মেয়েটাকে জীবনে কখনো দেখবেন না।'

'মানে কী? কী বোঝাতে চাইছেন?'

বেইলির চেহারায় দেখা দিল নকল বিস্ময়। 'কেন, সে বলেনি আপনাকে? মাস ছয়েক আগে মেয়েটা নর্ডসি-র এক মানসিক হাসপাতাল থেকে পালিয়েছে! স্কিজোফ্রেনিয়ার জন্য ১৯৫০ সালে ভর্তি হয়েছিল। কর্তৃপক্ষর এখনো খুঁজছে ওকে—একেবারে চিরুনি তল্লাশি করছে না, তবে খুঁজছে বটে। পুলিশকে একটা ফোন করলেই এসে ধরে নিয়ে যাবে...কথাটা মনে রাখবেন।' একটু থেমে যোগ করল আবার। 'যখন ওই দুইজনকে আমাদের আর দরকার হবে না, তখন নিজে আপনাকে জানাব। তাই আপাতত ওদেরকে ছেড়ে দিন, তালিকার পরের নামের দিকে নজর দিন। পরে নাহয় ফিরে আসবেন। সম্ভব?'

'নাহ...কারণ আমি অন্য তিনজনের নাম-ঠিকানা জানি না। ফ্রেইসলিংদের কাছ থেকে জানতে হবে আমাকে।'

মাথা নাড়ল বেইলি। 'মনে হয় না আপনি ওদের মুখ খোলাতে পারবেন। কঠিন লোক ওরা, ওদেরকে গান গাওয়াতে হলে ভুলিয়ে-ভালিয়েই গাওয়াতে হবে। তাই কাজটা নাহয় আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

'উঁহু,' রোগান বলল। 'ওদেরকে কীভাবে কথা বলাতে হবে, তা আমি জানি। আগে ওদেরকে কথা বলাই, তারপর আপনার হাতে তুলে দেব।'

'মিথ্যে বলবেন না, মি. রোগান। ওদের কী হাল করবেন আপনি, তা আমি জানি।' রোগানের সঙ্গে করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে। 'আমার আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করলাম। তবে আপনার ফাইল পড়েছি, তাই শুভকামনা জানাতেই হয়। সাবধানে থাকবেন, ফ্রেইসলিং ভাইরা মানুষ ভালো না...দারুণ ধূর্তও!'

বেইলি আর ওর পার্টনার বেরিয়ে গেলে রোগান ফিরে তাকাল রোজালির দিকে। 'তোমার ব্যাপারে যা-যা বলে গেল, সব সত্যি?'

BanglaBook.org

সোজা হয়ে বসল মেয়েটা, কোলের ওপর হাত ভাঁজ করে রেখেছে। রোগানের চোখে নিষ্কম্প দৃষ্টি ফেলে বলল, 'হ্যাঁ।'

সেদিন সন্ধ্যায় আর বাইরে বেরোল না ওরা। রোগান রাতে খাওয়ার জন্য খাবার আর শ্যাম্পেন পাঠাতে বলল ওদের কামরায়। খাওয়া-দাওয়া শেষে শুয়ে পড়ল ওরা। সোনালি চুলে ভর্তি মাথাটা ওর রুক্ষ হাতে রাখল রোজালি, সিগারেটে একটা টান দিয়ে জানতে চাইল, 'সব বলতে হবে তোমাকে?'

'যদি চাও তো বলতে পারো,' রোগান বলল। 'তবে তোমার অসুস্থতায় আমার কিছু যায়-আসে না।'

'অসুস্থ ছিলাম, এখন সুস্থ।' বলল মেয়েটি।

আলতো করে ওকে চুমু খেল রোগান। 'আমি জানি।'

'বলতে চাই তোমাকে,' রোজালি হাল ছাড়ল না। 'হয়তো সব শোনার পর আর আমাকে ভালোবাসবে না, তবে না বলা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।'

'আসলেই আমার কিছু যায়-আসে না,' রোগান জোর দিয়ে বলল। 'একদমই না।'

পাত্তা না দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল রোজালি, বিছানার পাশে থাকা ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল।

যা বলতে চায়, তার জন্য আলোর চাইতে অন্ধকারই বেশি মানানসই...

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

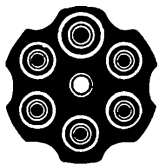

অধ্যায় ছয়

১৯৪৫ সনের সেই ভয়াবহ বসন্তের কথা মনে পড়লে আজও অশ্রু বইতে শুরু করে রোজালির চোখ থেকে। চৌদ্দ বছর বয়সি মেয়েটির দিবাস্বপ্ন দেখার সেই শেষ। যুদ্ধরূপী, দুনিয়া ধ্বংসকারী এক বিশাল ড্রাগন এসে তছনছ করে দিয়েছে সব।

সেদিন ভোরের দিকেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল রোজালি, কথা ছিল পারিবারিকভাবে ভাড়া নেয়া বাগানটায় কাজ করবে। জায়গাটা ওর শহরের বাইরের দিকে, মানে বাবলিংসহাউজেনের ঠিক ধারে। কালো মাটি খোঁড়ায় যখন ব্যস্ত মেয়েটি, ঠিক তখন আসমান থেকে কিছু একটা কালো ছায়া ফেলল ওর ওপর। মুখ তুলে আকাশপানে চাইতেই নজরে পড়ল এক ঝাঁক প্লেন, যেন পুরো সূর্যটাকে গিলে খেতে চাইছে। এক মুহূর্ত পর কানে এল ওগুলোর পেট থেকে খসে পড়তে থাকা বোমার কান ফাটানো শব্দ।

ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেল না রোজালির ছোট্ট, সুন্দর, নিরীহ গ্রামটাও!

অনেকক্ষণ পর...যখন থেমে গেছে বজ্রের মতো তীব্র আওয়াজ, ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে সূর্য...তখন ফিরে এল বাবলিংশাওসেনের কেন্দ্রে।

চারপাশে তখন আগুনের রাজত্ব। আদারঙা দালানগুলো জ্বলছে লণ্ঠনের মতো, পুতুল খেলার বাড়ির মতো দেখতে দালানগুলো গলে গলে পড়ছে প্রচণ্ড উত্তাপে। দুধারে ফুলের সৌরভ নিয়ে ছুটে চলা যে রাস্তাকে এতদিন ধরে চিনত মেয়েটা, সেটা এখন পাথরখণ্ডের লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়া বাগান! স্বপ্ন দেখছি, ভাবল সে; তা না হলে, ছোটবেলা থেকে যেসব বাড়ি দেখে বড় হয়েছি, সেগুলো এত সহজে কীভাবে উধাও হয়ে গেল?

BanglaBook.org

হিন্টারগাসে, মানে ছোট্ট যে গলির শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে ছিল ওর নিজের বাড়ি, সেটার দিকে এগিয়ে গেল দুরু দুরু বুকে। দেখল. গলি ধারে কেবল নগ্ন কামরার সারি দাঁড়িয়ে আছে! প্রতিবেশী আর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ির ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে পরিষ্কার, দেয়ালের বালাই নেই কোনো। শোবার ঘর, খাবার কামরা, বসার ঘর–সবই যেন উন্মোচিত ওর সামনে।

ওই যে...ওর মায়ের শোবার ঘর। রান্নাঘরটাও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, চৌদ্দ বছরের ছোট্ট জীবনের প্রায় প্রতিটা দিন দেখেছে ওই কামরাটাকে।

সদর দরজার দিকে এগোল রোজালি, কিন্তু পথটাকে যে অবরুদ্ধ করে রেখেছে খণ্ড খণ্ড ইট-পাথরের একটা পাহাড়। সেই পাহাড়ের নিচে চাপা পড়ে আছে একটা দেহ। বাদামি বুট আর চেকের ট্রাউজার্স দেখে চিনতে পারল রোজালি, দেহটা ওর বাবার। লাল-সাদা ধূলিকণায় ঢেকে আছে আরো কিছু দেহ।

আচমকা একটা মাত্র হাত নজরে পড়ল মেয়েটির, আকাশের দিকে অনুযোগ জানাতে উঁচু হয়ে আছে যেন। একটা ধূসর আঙুলে সোনার গিল্টি করা আঙটি...অলঙ্কারটা চেনে রোজালি...

...ওর মায়ের বিয়ের আঙটি!

যেখানে ছিল, আচ্ছন্নের মতো বসে ওখানেই বসে পড়ল রোজালি। অদ্ভুত এক শূন্যতায় ভরে উঠেছে ওর মন। তাতে না আছে কোনো ব্যথা, আর না আছে দুঃখ। একটা একটা করে সেকেন্ড বয়ে যেতে লাগল... তারপর মিনিট...অতঃপর ঘণ্টা...

গোধূলি বেলায় প্রথম কানে এল পাথরখণ্ডের সঙ্গে ইস্পাতের মোলাকাত হবার আওয়াজ। মুখ তুলে চাইল রোজালি। দেখতে পেল–যে জায়গাটা একদা বাবলিংশাওসেন নামে পরিচিত ছিল, সেখানে এখন সাপের মতো একেবেঁকে এগোচ্ছে সারিবদ্ধ আমেরিকান ট্যাঙ্ক।

শহরের একদা-সুদৃশ্য মূল সড়ক ধরে এগোচ্ছে দলটা। অথচ চারপাশে কবরস্থানের নীরবতা। আচমকা সেনাবাহিনির ছোট্ট একটা ট্রাক দেখা গেল সামনে, ক্যানভাসের ক্যানোপি সংবলিত ট্রাকটা থেমে গেল রোজালির সামনে। যুবকদর্শন এক আমেরিকান সৈন্য বেরিয়ে এল চালকের আসন থেকে, মাথার চুল সোনালি। ওর সামনে এসে দাঁড়িয়ে রুক্ষ জার্মান ভাষায় বলল, 'হেই, লিবচেন, আমাদের সঙ্গে যাবে?'

আর কোনো উপায় নেই সামনে, পরিচিত কেউ বেঁচে নেই...সেই সঙ্গে সকাল থেকে যে বাগানে কাজ করছিল সেটাও ধ্বংস হয়েছে, তাই চুপচাপ ক্যানোপি দিয়ে ঘেরা ট্রাকটায় উঠে বসল রোজালি।

BanglaBook.org

রাত খানিকটা গভীর হওয়া পর্যন্ত চলল ওরা। তারপর গাড়ি থামিয়ে সোনালিচুলো সৈন্য ওকে নিয়ে গেল ট্রাকের একেবারে পেছন দিয়ে। একগাদা কম্বলের ওপরে শোয়ানো হলো রোজালিকে, তারপর যুবক হাঁটু গেড়ে বসে একটা উজ্জ্বল সবুজ বাক্সের ভেতর থেকে বের করে আনল কিছু পনির আর চকলেট। রোজালিকে ওগুলো দিয়ে, শুয়ে পড়ল পাশে।

উষ্ণ ঠেকল যুবকের দেহ। রোজালি টের পেল, যতদিন এই উষ্ণতা থাকবে, ততদিন নিজেকে জীবিত ভাবতে পারবে সে। যে জঞ্জালের তলে এখন পড়ে আছে ওর বাবা-মায়ের লাশ, সেখানে যেতে হবে না ওকে। যুবক যখন নিজের দেহের ওজন চাপিয়ে দিল রোজালির ওপর, তখন শক্ত একটা মাংসপিণ্ডের স্পর্শ নিজদেহে অনুভব করল মেয়েটি। বাধা দিল না, পূরণ করতে দিল যুবকের কামনা।

কাজ সেরে ওভাবেই রোজালিকে ফেলে রাখল সৈন্য, নিজে ড্রাইভিং সিটে গিয়ে মন দিল ট্রাক চালনায়। তারপর রাতে আরো কতবার ট্রাক থামল আর অন্য সৈন্যরা এসে শুলো রোজালির পাশে, সেই হিসেব জানা নেই ওর। চুপচাপ শুয়ে রইল ও, ভান ধরল যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। বাধা দিল না কোনো, যার যা করতে মনে চাইল করতে দিল।

ভোরের আলো ফোটার আগ পর্যন্ত চলল ট্রাক, তারপর থামল একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত শহরের বুকে। বাতাস এখন তীক্ষ্ণ, সেই সঙ্গে শীতলও। রোজালি টের পেল, দক্ষিণে চলে এসেছে...এমন স্যাঁতসেঁতে বাতাসই তার প্রমাণ। স্কুলে বহুবার পড়েছে ব্রেমেনের কথা। কিন্তু এই ধ্বংসস্তূপই যে সেই বিখ্যাত ব্যবসা-নগরী, তা বোঝার কোনো উপায় নেই।

সোনালিচুলো সৈন্য ওকে নামতে সাহায্য করল, তারপর নিয়ে এল একটা দালানে। ওটার একদম নিচের তলাটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। বিশাল খাবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো রোজালিকে, সেনাবাহিনির জিনিসপত্র দিয়ে ভর্তি জায়গাটা। একপাশে রয়েছে কালো একটা স্টোভ, তাতে জ্বলছে আগুন। কামরার আরেক পাশে বাদামি কম্বল বিছিয়ে খাট বানানো হয়েছে। বিছানায় ওকে শুইয়ে দিল সৈন্য। বলল, 'আমার নাম রয়।' তারপর নিজেও শুয়ে পড়ল ওতে।

পরবর্তী তিন হপ্তা ওই বিছানাতেই কাটিয়ে দিল রোজালি। রয় আরো কয়েকটা কম্বল ব্যবহার করে পর্দার ব্যবস্থা করেছে, ফলে জায়গাটা এক

BanglaBook.org

পরিণত প্রকোষ্ঠে হয়েছে। সেখানে শুয়ে একগাদা নামহীন, চেহারাহীন সৈন্যের মিছিলকে নিজের ভেতরে নিল রোজালি। কে এল, কে গেল–সেসব নিয়ে মাথা ঘামাল না। বেঁচে আছে ও, আছে উষ্ণ...জঞ্জালের নিচে চাপা পড়ে বরফে পরিণত হয়নি ওর লাশ–এটুকুই যথেষ্ট।

কম্বলের পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে আসত হাসি-ঠাট্টা-আড্ডার আওয়াজ। রোজালি শুনতে পেত: তাস বাঁটা হচ্ছে, সেই সঙ্গে কাঁচের বোতলের সঙ্গে টোকা খাচ্ছে কাঁচের গ্লাস। এক সৈন্য কাজ সেরে বেরিয়ে গেলে যখন আরেক সৈন্য প্রবেশ করত প্রকোষ্ঠে, তখন হেসে আর হাত বাড়িয়ে তাকে বরণ করত রোজালি। একবার এক সৈন্য কৌতূহল মেটাতে কেবল উঁকি দিয়েছিল পর্দার ওপাশ থেকে। মেয়েটিকে দেখেই শিস বাজিয়ে ওঠে সে। বয়েস চৌদ্দ হলে কী হবে, গায়ে-গতরে তখন রোজালি পরিপূর্ণ নারী।

রানির মতো ওকে খাতির করত সৈন্যরা। খাবারের কোনো অভাব হতো না ওর, এমনকি যুদ্ধের আগেও এত পদের খাবার খায়নি সে। খাবারটা যেন নতুন করে প্রাণ ঢেলে দিত ওর মাঝে, সেই প্রাণের ছোঁয়া বিলিয়ে দিত ওকে আদর করতে আসা সৈন্যদের মাঝে।

একবার রয় চিন্তিত স্বরে বলেছিল, 'দেখো, সোনা, তোমার ঘুমানো দরকার! বলো তো সবাইকে তাড়িয়ে দেই?'

জবাবে মাথা নেড়ে মানা করেছিল রোজালি। প্রেমিকের দল যতদিন আসতে থাকবে পর্দার ওপাশ থেকে, ততদিন এসব ও উড়িয়ে দিতে পারবে স্বপ্ন বলে। মায়ের অনাথ হাত, বাবার চেকের ট্রাউজার্সের বাস্তবতা মেনে নিতে হবে না ওকে...

...ওসব মিথ্যে, অলীক আর স্বপ্ন হয়ে রইবে।

কিন্তু একদিন এল নতুন একদল সৈন্য। তাদের কোমরে অস্ত্র, মাথায় হেলমেট। ওকে পোশাক পরতে বাধ্য করল এরা, নিয়ে গেল ট্রাক ভর্তি একদল যুবতী-তরুণীর কাছে। মেয়েদের কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ কেউ করছে হাসি-ঠাট্টা।

ট্রাকে ওঠার পর সম্ভবত জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল রোজালি। কারণ চোখ খুলে নিজেকে ও আবিষ্কার করল একটা হাসপাতালের বিছানায়। অনেক দূর থেকে যেন ভেসে আসছে আলো, পাশে দাঁড়িয়েও যেন খুব আস্তে কথা

BanglaBook.org

বলছে এক ডাক্তার। পরনে তার সাদা জ্যাকেট, তবে তার নিচে আমেরিকান ইউনিফর্ম। পরখ করে দেখছে ওকে।

শীতল, সাদা বিছানায় শুয়ে শুনতে পেল চিকিৎসকের কথা, 'সবধরনের রোগ বাধিয়েছিল এই মেয়েটা। এমনকি গর্ভবতীও ছিল। পেনিসিলিন আর রোগের কারণে বাচ্চাটা মারা গেছে, বেশ সুন্দর ছিল দেখতে। বাধ্য হয়ে গর্ভপাত করাতে হয়েছে আমাদের।'

হেসে ফেলল রোজালি। জানে, এই মুহূর্তে ও ঘুমাচ্ছে বাবলিংশাওসেনের বাগানে শুয়ে, অচিরেই ফিরে যাবে বাবা-মায়ের কাছে। কে জানে হয়তো ওদের বড় ভাইয়ের চিঠি পাবে অচিরেই, ছেলেটা রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নাম লিখিয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে ভয়ও পেয়ে বসল ওকে—দুঃস্বপ্ন তো এত দীর্ঘ হয় না! এতক্ষণে তো তা ভেঙে যাবার কথা ছিল। কাঁদতে শুরু করল বেচারি...

...আর তখনই যেন জেগে উঠল পুরোপুরিভাবে।

ওর বিছানার পাশে আসলে একজন না, দুজন ডাক্তার দাঁড়িয়ে ছিল। একজন জাতিতে আমেরিকান, একজন জার্মান। আমেরিকান ডাক্তার হেসে বলল, 'জীবিতদের দুনিয়ায় ফিরে এসেছ তাহলে, বাছা। আমরা তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! এখন কথা বলতে পারবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোজালি।

আমেরিকান ডাক্তার জানতে চাইল, 'পঞ্চাশ আমেরিকান সৈন্য তোমার কাছ থেকে যৌনরোগ পেয়ে এখন হাসপাতালে ভর্তি, সেটা জানো? জার্মান রেজিমেন্ট যা করতে পারেনি, সেটা তুমি করতে পেরেছ! যাই হোক, যেখান থেকে তোমাকে আনা হয়েছে, সেখানে ছাড়া আর কোথাও সৈন্যদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলে?'

অনুবাদ করার জন্য ঝুঁকল জার্মান ডাক্তার। এক হাতে ভর দিয়ে উঠল খানিকটা রোজালি, চাদরে ঢেকে রেখেছে নিজেকে। প্রশ্ন করল, 'আমি স্বপ্ন দেখছি না?'

জার্মান ডাক্তারের হতবিহ্বল চেহারা দেখে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটা। 'আমি বাড়ি যেতে চাই...মায়ের কাছে যেতে চাই। আমি বাবলিংশাওসেন যেতে চাই।'

দিন চারেক পর, মানসিক ভারসাম্য হারাবার কারণে ওকে ভর্তি করা হলো নর্ডসির পাগলাগারদে।

BanglaBook.org

বার্লিনের অন্ধকার কামরায় শুয়ে, রোগান মেয়েটিকে বুকের সঙ্গে যেন মিশিয়ে ফেলতে চাইল। রোজালির অনুভূতিশূন্যতার কারণ এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে, নৈতিকতা নিয়ে কেন মাথা ঘামায় না মেয়েটা। 'এখন ঠিক আছ তো?' জানতে চাইল ও।

'আছি,' জবাব দিল মেয়েটা। 'এখন ঠিক আছি!'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

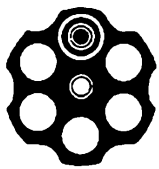

অধ্যায় সাত

পরদিনই মার্সিডিজটা নিয়ে ফ্রেইসলিংদের গ্যারেজে চলে গেল রোগান। এবার গাড়ির বডির কাজ করাতে চায় বলে জানাল। প্রথমত ওর চাই বড় একটা ট্রাঙ্ক, সেই সঙ্গে ওটাকে হতে হবে বায়ুরোধী।

কাজ হতে হতে চলল দুই ভাইয়ের সঙ্গে আড্ডা। নিজের ব্যবসার ব্যাপারে সব শোনাল রোগান, ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল যে নতুন বাজার হিসেবে লৌহ-পর্দার ওপাশের দেশগুলোকে লক্ষ্য বানাতে চায় ওর কোম্পানি। 'তবে অবশ্যই আইন মেনে...পুরোপুরিভাবে মেনে।' শেষের দিকে খাদে নেমে গেল ওর কণ্ঠ, বোঝাতে চাইল যে আইন না মেনে হলেও ওর আপত্তি নেই। লাভ দিয়ে কথা!

ধূর্ত হাসি হাসল দুই ভাই, বুঝতে পেরেছে প্রস্তাবের আদ্যোপান্ত। প্রশ্নের বাণ চালানো শুরু করল এরপর। সবকিছু বুঝে নিয়ে জানতে চাইল, পর্যটক হিসেবে পূর্ব বার্লিনে যেতে চায় কি না...অবশ্যই ওদের সঙ্গে।

আনন্দে ফেটে পড়ল রোগান, ভেতরে এবং বাইরেও। 'অবশ্যই,' আগ্রহের সঙ্গে বলল ও। দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলার জন্য চাপও দিল। কিন্তু হেসে ভাইরা জানাল, 'ল্যাংসাম, ল্যাংসাম। ধীরে, বৎস, ধীরে।'

বেশ কয়েকবার রোজালিকে সঙ্গে নিয়েছিল রোগান। লোলুপ দৃষ্টিতে মেয়েটির দিকে ফ্রেইসলিং ভাইদের তাকিয়ে থাকা ওর নজর এড়ায়নি। একবার তো ইচ্ছে করে মেয়েটাকে একা ফেলে বিল চুকাতে অফিসে গিয়েছিল ও। ফিরে এসে দেখে, এরিক ফ্রেইসলিং মার্সিডিজের জানালার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে কী যেন বলছে মেয়েটিকে। গাড়ি চালিয়ে ফিরে যাবার সময় জানতে চাইল রোগান, 'তোমাকে কী বলল?'

BanglaBook.org

নিস্পৃহভাবে জবাব দিল মেয়েটা, 'বলল, যেন তোমার ওপর নজর রাখি...আর ওর সঙ্গে শুই।'

জবাবে কিছু বলল না রোগান। কিন্তু হোটেলের সামনে গাড়ি পার্ক করার সময় রোজালি জিজ্ঞেস করল, 'কোন ভাই আমার সঙ্গে কথা বলেছে? নাম কী তার?'

'এরিক,' রোগান জানাল।

মিষ্টি হাসি হাসল রোজালি। 'এরিককে খুন করার সময়, আমি সাহায্য করতে চাই।'

পরেরদিন সকালে মার্সিডিজ নিয়ে নিজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রোগান। সপ্তাহের বাকি সময়টা বার্লিন ঘুরে দেখল ও, মনে মনে সাজাল পরিকল্পনা। ফ্রেইসলিংদের মুখ খোলাতে হবে, ওদের পেট থেকে বের করে আনতে হবে বাকি তিনজনের নাম-ঠিকানা। কিন্তু কীভাবে পারবে?

একদিন বার্লিনের মূল রেলওয়ে স্টেশনের পার্কিং এরিয়ার পাশ দিয়ে পেরোচ্ছে রোগান, পার্কিং লটটার আকার দেখে হাঁ হয়ে গেল। হাজারো গাড়ি রাখা আছে ওখানে। হাসল রোগান। নিখুঁত স্থান...নিখুঁত কবরস্থান!

শুরু হলো পরিকল্পনা মোতাবেক কাজ। নিজেকে ও বদরুচির, কিন্তু গভীর পকেটঅলা মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইল। ভাইদের বোঝাতে চায়, নৈতিক দিক দিয়েও অনেকটাই দুর্বল সে। রোজালিকে সবচেয়ে দামি এবং অশ্লীল নাইটক্লাবগুলোয় নিয়ে গেল রোগান...বলতে গেলে প্রায় প্রতি রাতেই। ও জানত, ফ্রেইসলিং ভাইরা–এবং সম্ভবত পূর্ব জার্মানির গুপ্তচর–লেগেছে ওর পেছনে।

রোজালি আর রোগানের জন্য পূর্ব বার্লিনে যাবার টুরিস্ট ভিসার ব্যবস্থা করে দিল দুই ভাই। আশান্বিত হয়ে উঠল রোগান। ভাবল, এখন হয়তো যোগাযোগ হবে। ইচ্ছে করেই পকেট ভর্তি নক্সা নিয়ে ঘুরতে গেল সে, দরকার হলে ওগুলো দেখিয়ে বেচার কথা বলবে।

কিন্তু আফসোস, কেউ এল না ওগুলো চাইতে।

তবে ভ্রমণ হলো বটে। হিটলার যে বাঙ্কারে মারা গেছে, সেটা দেখল ওরা। রাশিয়ানরা চেয়েছিল ওটাকে উড়িয়ে দিতে, কিন্তু কংক্রিটের দেয়াল এত পুরু যে তা আর সম্ভব হলো না। সিমেন্ট আর ইস্পাতও আছে ওতে। তাই ইতিহাসে সবচাইতে ঘৃণিত লোকটা যেখানে মারা গেছে, সেই বাঙ্কার পরিণত হয়েছে এখন আবর্জনা আর ফাঙ্গাসের রাজত্বে!

BanglaBook.org

আরো আছে হানসা কোয়ার্টার–যেখানে প্রকাণ্ড, ধূসর এবং অতি উচ্চমানের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙের সারি। তবে ওগুলোর অবস্থাও এত করুণ যে দেখে মনে হয়, ইস্পাতের সাপের দিকে তাকিয়ে আছে।

কেঁপে উঠল রোজালি। 'চলো, ফিরে যাই।'

জায়গাটা ওর পছন্দ হয়নি।

পশ্চিম বার্লিনে ফিরে, দ্রুত হোটেলে চলে এল ওরা। দরজা খুলে রোজালির জন্য ধরে রাখল রোগান। শেষ মুহূর্তে আলতো করে চাপড় বসাল মেয়েটির ভারি নিতম্বে। এরপর নিজেও ঢুকল ভেতরে...

...ঢুকতেই শুনতে পেল রোজালির আঁতকে ওঠার আওয়াজ। দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল রোগান।

ওর জন্যই অপেক্ষা করছিল মানুষ দুজন।

ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা বসে আছে কফি টেবিলের পেছনে, মুখে সিগারেট। কথা বলল হানস, 'হের রোগান, ভয় পেয়ো না। তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ব্যবসার কথা জানো? তাই সাবধানতা তো অবলম্বন করতেই হয়। আমরা চাই না তোমার সঙ্গে দেখা হবার কথাটা পাঁচকান হোক।'

সামনে এগিয়ে ভাইদের সঙ্গে করমর্দন করল রোগান। মৃদু হেসে বলল, 'তা বুঝতে পারছি।'

আসলেই পারছে। এ-ও বুঝেছে যে আগে আগে আসার আরেকটা কারণ হলো ওর কামরা খুঁজে দেখা। নিশ্চিত হতে চাচ্ছিল ভাইয়েরা, যে, ও নিজে গুপ্তচর না! হাতের কাছে পেলে বোধহয় কম্পিউটারের নক্সাও হাতিয়ে নিত, যেন ওকে টাকা দিতে না হয়–

–তাহলে সেই টাকা নিজেদের পকেটে পুরতে পারবে ওরা।

কপাল মন্দ ভাইদের, খুঁজে পায়নি। তাই বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হয়েছে ওদের। নক্সাগুলো সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল রোগান। কপাল ভালো যে খাম সাতটা, অস্ত্র এবং সাইলেন্সার, একটি ছোট্ট ব্যাগে ভরে হোটেলের স্টোরেজে রেখে এসেছিল আগেই।

হাসল হানস ফ্রেইসলিং। রোগান এর আগেও একবার দেখেছিল এই হাসি, তবে সেবার এরিক ওর পেছনে গিয়ে গুলি করেছিল মাথায়! 'আমরা তোমার কাজ থেকে কম্পিউটারের কিছু নক্সা কিনতে চাই...তবে অবশ্যই গোপনে। রাজি আছ?'

BanglaBook.org

হাসল রোগানও। 'আগামীকাল আমার সঙ্গে রাতের খাবার খাও,' বলল সে। 'বুঝতেই পারছ, আমাকেও কিছু জায়গায় কথা বলতে হবে, কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। কামরায় তো আর সব রাখা যায় না...

ধূর্ত হাসি হাসল এরিক ফ্রেইসলিং। 'তা আর বলতে।' ও চায়, রোগান বুঝতে পারুক, পুরো কামরা খুঁজে দেখেছে। বুঝুক যে ওদেরকে হালকা ভাবে নেবার উপায় নেই।

নিষ্কম্প চোখে রোগান দেখল ওদেরকে। 'আগামীকাল রাত আটটায় এসো,' বলে বের করে দিল কামরা থেকে।

সেদিন রাতে রোজালির আহ্বানে সাড়া দিতে পারল না রোগান। অবশেষে যখন মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল, তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসে রইল অপেক্ষায়। কীসের? দুঃস্বপ্নের।

তৃতীয় সিগারেটটা শেষ করার সময় এল সেই দুঃস্বপ্ন।

মনে হলো যেন ওর মনের গহীনে থাকা কোনো কালো পর্দা সরিয়ে দেয়া হয়েছে। রোগান আবার হাজির হয়েছে উঁচু গম্বুজঅলা মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে। আস্তে আস্তে ওর মানসপটে ফুটে উঠছে সাত জিজ্ঞাসাবাদকারীর অবয়ব। ওদের মাঝে পাঁচজন এখনো ঝাপসা। তবে এরিক আর হানস ফ্রেইসলিংয়ের ছবি পরিষ্কার।

সেই দিন...এরিকের চেহারা যেমন ছিল, তেমনটাই দেখতে পাচ্ছে ও–ভারি চেহারা, ধূর্ত চোখ, মোটা নাক আর পাশবিক দেহভঙ্গি।

হানস ফ্রেইসলিংয়ের চেহারাও অনেকটা এরিকের মতো, তবে তাতে পাশবিকতা কম; ক্রূরতা বেশি। নকল দয়া দেখিয়েছিল এই হানসই, উৎসাহিত করেছিল ওকে মুখ খোলার জন্য। সরাসরি ওর চোখে চোখ রেখে নিশ্চয়তা দিয়েছিল–মুক্তি পেতে চলেছে সে!

'পোশাকগুলো পরে নাও,' ফিসফিসিয়ে বলেছিল হানস। 'তোমাকে মুক্তি দিতে যাচ্ছি আমরা। আমেরিকানরা যুদ্ধে জিততে চলেছে, হয়তো ভবিষ্যতে কখনো আমাদেরকে সাহায্য করে পারবে তুমি। মনে রেখো, আমরাই তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি। এখন পোশাক পাল্টে নাও, জলদি!'

হানসের কথায় ভরসা করে রোগান পোশাক পাল্টাতে শুরু করল। ওর স্ত্রীর সাত খুনির দিকে তাকিয়ে হেসেছিল কৃতজ্ঞতার হাসি। এমনকি হানস

BanglaBook.org

ফ্রেইসলিং যখন করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল, তখন হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল বন্দি যুবক রোগানও। তারপর যখন অন্য পাঁচজন ওর দিকে বারংবার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল, তখন আসল আন্দাজ করতে পেরেছিল কাহিনি! ভাবল–সপ্তম জন কই?

ঠিক সেই মুহূর্তে ওর নতুন হ্যাটটা সরে গেল সামনের দিকে, ঢেকে গেল ওর চোখ। পরক্ষণে মাথার পেছনে অনুভব করল বন্দুকের ঠান্ডা, ধাতব নল। ভয়ের চোটে সড়সড় করে খাড়া হয়ে গেল ওর চুল। গুলির আওয়াজ শোনার আগ মুহূর্তে কানে এল নিজেরই আর্তচিৎকার–'আহহহহহহ।'

এরপর কেবলই মনে আছে হানস ফ্রেইসলিঙের প্রাণখোলা আনন্দের হাসির আওয়াজ!

সম্ভবত শব্দ করে কেঁদে উঠছিল রোগান। আচমকা জেগে উঠল রোজালি, তখন বেচারার দেহ কাঁপছে প্রবলভাবে, নিজের ওপর বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ নেই!

উঠে দাঁড়াল রোজালি, একটা নরম তোয়ালে ব্যবহার করে মুছে দিল রোগানের চেহারা। তারপর মুছল পুরো শরীর। এরপর গরম পানি দিয়ে বাথটাব ভর্তি করে, ধোঁয়ার মাঝে বসিয়ে রাখল তাকে। নিজেও বসল পাশে।

রোগান টের পাচ্ছিল, ওর দেহ কাঁপছে, রক্ত এসে আছড়ে পড়ছে রুপার প্লেটে।

'এতকিছু শিখলে কীভাবে?' জিজ্ঞেস করল সে।

জবাবে হাসল রোজালি। 'তিন বছর ছিলাম হাসপাতালে, সেবিকার সাহায্যকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। তখন প্রায় সুস্থই ছিলাম। তবে পালাবার সাহস জোগাতে লম্বা সময় লেগেছে।'

সিগারেট বের করে টান দিল রোগান। 'তাহলে তোমাকে মুক্তি দেয়নি কেন?'

বিষণ্ন হাসি হাসল মেয়েটি। 'মুক্তি তো দেবে, কিন্তু তুলে দেবে কার হাতে? তেমন কেউ যে নেই! সারা বিশ্বে আমার কেউ নেই,' লম্বা একটা বিরতি দিয়ে যোগ করল, 'তুমি ছাড়া!'

BanglaBook.org

পরের দিনটা চরম ব্যস্ততায় কাটল রোগানের। রোজালিকে পাঁচশো ডলার মূল্যমানের মার্ক দিয়ে পাঠিয়ে দিল কেনাকাটায়। এরপর নিজেও বেরিয়ে প্রয়োজনীয় কিছু কাজ সেরে নিল।

প্রথমেই নিশ্চিত হলো, কেউ ওর পিছু নেয়নি। তারপর বার্লিনের বাইরে গাড়ি পার্ক করল। একটা ফার্মেসিতে গিয়ে ছোট্ট একটা ফানেল আর কিছু রাসায়নিক দ্রব্য কিনল এরপর। একটা হার্ডওয়্যার স্টোর থেকে কিনল তার, ছোট্ট একটা কাঁচের মিক্সার, পেরেক, টেপ আর কিছু যন্ত্রপাতি।

এরপর মার্সিডিজটা নিয়ে একটা নির্জন পার্শ্বগলিতে পার্ক করল। গলিটা জঞ্জালে ভর্তি, সাফ করা হয়নি। নির্জনতায় প্রায় ঘণ্টা তিনেক গাড়িটার এটা-সেটা পাল্টাল রোগান। প্রথমেই পেছনের ব্রেক লাইট নিয়ন্ত্রণকারী সবগুলো তার কেটে ফেলল। তারপর ইঞ্জিন থেকে কিছু তার বের করে ঢুকিয়ে রাখল ট্রাঙ্কে। বায়ুরোধী ট্রাঙ্কটায় ছিদ্র করল কয়েকটা, রবারের ফাঁপা কিছু টিউব ভরল তাতে।

রাসায়নিক দ্রব্যগুলো মিশিয়ে, ফানেলটায় ভরল সে। তারপর ফাঁপা টিউবের আরেক মাথায় রাখল ওটাকে, এই মাথাটা স্টিয়ারিং হুইলের পাশে বেরিয়েছে।

পুরো সেটআপটাই ওর মস্তিষ্কপ্রসূত। এখন কাজ করলেই হয়। কথাটা ভেবে শ্রাগ করল একটা। না করলেই বা কী? পিস্তল আর সাইলেন্সারটা তো আছেই সঙ্গে। তবে সমস্যাও আছে। বুলেটের সঙ্গে মিলিয়ে অন্য খুনগুলোর সাথে এই জোড়া-খুনের সম্পর্ক বের করে ফেলতে পারে পুলিশ...

...তাহলে বিপদ হবে!

আবারো শ্রাগ করল রোগান। করলে করুক, কী আসে-যায়? সূত্র-প্রমাণ জোগাড় করার আগেই শেষ হয়ে যাবে ওর মিশন।

হোটেলে ফিরে এবার মার্সিডিজটা অতিথিদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় পার্ক করল রোগান। কামরায় যাবার আগে হোটেল স্টোরেজ থেকে বের করে নিল ওর স্যুটকেস।

রোজালি ফিরে এসেছে আরো আগেই। টাকা উড়াতে বেশিক্ষণ লাগায়নি মেয়েটা। প্যারিস-গাউন কিনেছে একটা, চরম উত্তেজক। সেটা পরে আছে এখন, উন্নত বক্ষজোড়া ঢাকতে ব্যর্থ হয়েছে পোশাকটা।

BanglaBook.org

'এই জিনিস যদি ওই দুই হারামজাদাকে পটাতে না পারে তো আর কিছুই পারবে না,' চোখ নাচাতে নাচাতে বলল রোগান। 'কিন্তু কথা হলো, আজ রাতে কী করতে হবে তা জানো তো?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোজালি। কিন্তু মানল না রোগান, আবার বলল সব।

'মুখ খুলবে ওরা? কী মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল রোজালি।

'মনে হয় খোলাতে পারব,' ভয়ঙ্কর হাসি হাসল রোগান। 'সোজা আঙুলে যদি ঘি না ওঠে, তাহলে বাঁকা করতেও আপত্তি নাই।' টেলিফোন তুলে চারজনের জন্য রাতের খাবারের অর্ডার দিল সে। বলল, সব যেন রাত আটটা নাগাদ ওর কামরায় পাঠিয়ে দেয়া হয়।

আর যা-ই হোক না কেন, ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা সময়ের মূল্য দিতে জানে। খাবারের ট্রলির সঙ্গী হয়ে এল যেন ওরা। ওয়েটারকে বখশিশ দিয়ে বিদেয় করে দিল রোগান। খেতে খেতে চলল দর কষাকষি।

খাওয়া শেষে চার গ্লাস পেফারমিঞ্জ ঢালল রোগান। বিশেষ ওই পানীয়ের অর্ধেকটা ব্র্যান্ডি, বাকিটা পেপারমিন্ট। 'আহ, আমার সবচেয়ে পছন্দের পানীয়,' হানস ফ্রেইসলিং বলল।

জবাবে হাসল রোগান। জিজ্ঞাসাবাদের কামরাও ভুরভুর করত পেপারমিন্টের গন্ধে, হানস সঙ্গে নিয়ে বেড়াত একটা বোতল।

বোতলের ছিপি খোলার ছলে ভেতরে ওষুধ ফেলে দিল রোগান, এমন দ্রুততার সঙ্গে কাজটা করল যে, দুই ভাই কিছু টেরই পেল না! অথচ সরাসরি ওরই দিকে তাকিয়ে ছিল তারা। তবে সন্দেহবাতিক বলে মুখে লাগাল না গ্লাস। অপেক্ষা করছে, প্রথমে রোগানকেই চুমুক দিতে হবে।

'প্রজিট,' বলে চুমুক দিল রোগান।

পানীয়টার মিষ্টতা যেন এক ধাক্কায় অসুস্থ বানিয়ে দিল ওকে। দুই ভাই আর অপেক্ষা করল না, এক চুমুকে শেষ করে ফেলল সব। লোভীর মতো ঠোঁট চাটতে লাগল হানস। তাই দেখে ওর দিকে বোতলটা এগিয়ে দিল রোগান। 'ইচ্ছেমতো পান করো,' বলল সে। 'আমি সব কাগজপত্র নিয়ে আসছি।'

BanglaBook.org

দুই ভাইয়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকল রোগান। ও কামরার ভেতর অদৃশ্য হবার আগেই দেখতে পেল–হানস বোতল ঠোঁটে ঠেকিয়ে লম্বা চুমুক দিচ্ছে তাতে। এরিকের অবশ্য বোতলের দিকে নজর নেই। ওর সম্পূর্ণ মনোযোগ রোজালির দিকে।

মেয়েটাও কম যায় না। সামনে ঝুঁকল একটু, দেখিয়ে দিল দুধসাদা বুকজোড়ার প্রায় সবটাই। এরিকের গ্লাসে মদ ঢেলে এগিয়ে দিল রোজালি, সেই সঙ্গে হাত রাখল লোকটার হাঁটুতে।

সঙ্গে সঙ্গে গ্লাসটা নিল এরিক, এক চুমুকে শেষ করে ফেলল ভেতরের তরল; তবে মুহূর্তের জন্যও রোজালির বুকের ওপর থেকে নজর হটায়নি।

টোপ গিলেছে মাছ, বুঝতে পেরে শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল রোগান।

স্যুটকেস খুলে ভেতর থেকে ওয়ালথার পিস্তলটা বের করে আনল ও, সঙ্গে সাইলেন্সারও। জোড়া লাগিয়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। অস্ত্রটাকে লুকোবার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও না করে খুলে ফেলল দরজা, পা রাখল বসার ঘরে।

মদে মেশানো ওষুধটা ধীরে ধীরে কাজ করে, খাওয়ামাত্র অজ্ঞান করে দেয় না। ওটাকে বানানোই হয়েছে এমন ভাবে যেন ভিক্টিমের রিফ্লেক্স কমে যায়। এতে করে শিকার সব টের পাবে, বুঝতে পারবে...কিন্তু নড়বে-চড়বে শ্লথ গতিতে। প্রচুর পরিমাণে মদ গিললে মাতালের যে শারীরিক অবস্থা হয়, অনেকটা সেরকম। মাতাল নিজের দেহের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, অথচ ভাবতে থাকে–সবকিছু ঠিকই আছে।

ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা বুঝতেই পারেনি যে ওদেরকে ওষুধ দেয়া হয়েছে। তাই রোগানের হাতে অস্ত্রটা দেখে লাফিয়ে উঠল উভয়ে, অবশ্য মারাত্মক শ্লথ গতিতে।

ওদেরকে ধাক্কা দিয়ে আবার চেয়ারে বসিয়ে দিল রোগান, নিজে বসল ঠিক উল্টো দিকে। জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ভোঁতা বুলেট বের করে আনল ও, সময়ের থাবায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। দুই ভাইয়ের মাঝে থাকা কফি টেবিলের ওপর আছড়ে ফেলল ওটাকে।

'তুমি, এরিক,' রোগান বলল, 'ঠিক দশ বছর আগে ওই গুলিটা সেঁধিয়ে দিয়েছিলে আমার মাথার পেছনে...মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে। মনে

BanglaBook.org

পড়েছে আমার কথা? কাপড় পাল্টাচ্ছিলাম আমি। আমাকে ইঁদুর বানিয়ে বেড়ালের মতো চুপচাপ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিলে তুমি। তোমার ভাই হানস তখন বারবার বলছিল আমায়–মুক্তি পেতে যাচ্ছি। জানি অনেক পাল্টে গিয়েছি। তোমার বুলেট আমার মাথার গড়নই বদলে দিয়েছে। তবে একটু কষ্ট করে মন দাও আমার চেহারায়। চিনতে পারলে?' একটু থেমে গম্ভীর কণ্ঠে যোগ করল। 'আমাদের ইঁদুর-বিড়াল খেলার একটা ইতি টানতে এসেছি।'

ওষুধের প্রভাবে কাজ করছে না দুই ভাইয়ের মস্তিষ্ক, তাই হতবিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রোগানের দিকে। হানসের চেহারায় প্রথম দেখা গেল চেনার আভাস–প্রথমে চমকে ওঠা, তারপর ভয়...সবশেষে নিখাদ বিস্ময়। তারপর উভয়ে শুরু করল পালাবার চেষ্টা। রোগান হাত বাড়িয়ে আলতো ধাক্কায় উভয়কে বসিয়ে দিল আসনে। ওদের দেহ হাতড়ে দেখল, কোনো অস্ত্র আছে কি না।

একটাও নেই...

'ভয় পেয়ো না,' রোগান বলল, নকল করল হানসের কণ্ঠ। 'তোমাদের ক্ষতি করব না আমি।' একটু বিরতি দিল সে। 'অবশ্য কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেব তোমাদের, তার আগে কিছু তথ্য চাই। অনেকদিন আগে আমার কাছে সহযোগিতা চেয়েছিলে, পেয়েছ। এবার আমি চাই, করবে না? জানি, না করার মতো নির্বোধ না তোমরা।'

প্রথমে জবাব দিল হানস। ওষুধের প্রভাবে জড়ানো হলেও, তাতে ধূর্ততার ছাপ স্পষ্ট। 'অবশ্যই করব সাহায্য। যা জানতে চাও, তা-ই বলব।'

'তবে তার আগে দর কষাকষি করা যাক,' গর্জে উঠল এরিক।

বসে থাকতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না ভাইদের। হানস সামনে ঝুঁকে বন্ধুত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'যা জানতে চাও, জানাব। কিন্তু সহযোগিতার বিনিময়ে আমরা কী পাব?'

ধীরে সুস্থে বলল রোগান। 'মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে তোমাদের সঙ্গে অন্য যে লোকগুলো ছিল, তাদের নাম জানতে চাই। আমার স্ত্রীকে যে অত্যাচারকারী মেরেছে, তার নামটাও বোলো।'

সামনে ঝুঁকল এরিক, ধীর-স্থিরভাবেই বলল, 'কেন? যেন মোটকে আর ফ্যানের মতো আমাদের সবাইকে মেরে ফেলতে পারো?'

BanglaBook.org

'ওদেরকে মরতে হয়েছে, কারণ ওরা আমাকে অন্য তিনজনের নাম-ঠিকানা জানায়নি।' রোগান বলল। 'ওদেরকে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, এখন তোমাদেরকেও দিতে চাচ্ছি।'

রোজালির দিকে ইঙ্গিত দিল একটা, সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটা প্যাড আর পেন্সিল এগিয়ে দিল ভাইদের দিকে।

হতবাক দেখাল হানসকে, তারপর হাসল। 'ওদের নাম জানতে চাও তো? বলছি। নামগুলো হলো–'

হানসকে আর কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে না দিয়ে লাফিয়ে উঠল রোগান, জার্মানটার মুখে আঘাত হানল পিস্তলের বাঁট দিয়ে। রক্তে ভরে উঠল হানসের মুখ, বেরিয়ে এল মাড়ির টুকরো; সেই সঙ্গে ভাঙা দাঁত।

ভাইয়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে এল এরিক, কিন্তু ওকে ধাক্কা দিয়ে চেয়ারে ফেলে দিল রোগান। এরিককে আঘাত হানতে চাইছে না, জানে একবার শুরু করলে আর থামতে পারবে না।

'আমি কোনো মিথ্যা কথা শুনতে চাই না,' রোগান বলল। 'সেটা নিশ্চিত করার জন্য তোমরা আলাদাভাবে মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে থাকা বাকি তিনজনের নাম লিখবে। ওরা এই মুহূর্তে কোথায় আছে, সেটাও বাদ দেবে না। বিশেষ করে তোমাদের দলনেতার ব্যাপারে জানতে চাই। আর যে লোকটা আমার স্ত্রীকে নিজ হাতে খুন করেছে, তার নামটাও আলাদাভাবে লিখো। তোমাদের কাজ শেষ হলে আমি তালিকাটা দেখব। যদি মেলে, তাহলে মরবে না। কিন্তু যদি না মেলে...যদি আলাদা নাম দেখি, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মরবে দুজনেই। এই হলো দর, বাকিটা তোমাদের ইচ্ছা।'

শ্বাস নিতে খাবি খাচ্ছে হানস ফ্রেইসলিং, দাঁত আর মাড়ি বের করতে চাচ্ছে মুখ থেকে। কথা বলতে পারছে না বেচারা। তাই দুজনের হয়ে প্রশ্নটা করল এরিক: 'যদি মেলে, তাহলে কী করবে?'

যতটা সম্ভব গাম্ভীর্যের সঙ্গে জবাব দিল রোগান। 'যদি তোমার দুজনে একই নাম আর ঠিকানা লেখ, তাহলে আমি কাউকে খুন করব না। তোমাদেরকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তুলে দেব কর্তৃপক্ষের হাতে। বিচার হবে, তারপর আইন করবে যা করার।'

BanglaBook.org

দুই ভাই একে-অন্যের দিকে আড়চোখে তাকাল, ব্যাপারটা নজর এড়াল না রোগানের। বুঝে ফেলল কী ভাবছে ওরা। গ্রেফতার হলেও অসুবিধে নেই, এমনকি বিচারে সাজা পেলেও ক্ষতি নেই! আপিল করে জামিন জোগাড় করতে পারবে। তারপর কোনোভাবে পূর্ব জার্মানিতে পালিয়ে গেলেই হলো, বুড়ো আঙুল দেখানো যাবে রোগান আর সুবিচারকে!

এমন ভান করল রোগান যেন কিছু দেখতেই পায়নি। হানসকে টেনে তুলে বসিয়ে দিল কফি টেবিলের অন্য প্রান্তে, যেন একে-অন্যের লেখা দেখতে না পায় ওরা। 'কাজে লেগে পড়ো,' বলল ও। 'ভুল যেন না হয়। মনে রেখো, বোলচাল হলেই মেরে ফেলব তোমাদের, ঠিক এখানে... আজ...এই কামরায়।' হানসের ওপর নজর রাখা অবস্থায় ওয়ালথারটাকে ধরে রাখল এরিকের মাথা তাক করে।

সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলের মতো প্রাণপাখি উড়িয়ে দেয়া দৃশ্য আর হয় না!

লিখতে শুরু করল দুই ভাই। ওষুধের প্রভাবে খুব একটা দ্রুতগতিতে করতে পারছে না কাজ। মনে হলো যেন প্রায় এক যুগ পর লেখা শেষ হলো এরিকের, তারপর হানসেরও। রোজালি বসে ছিল কফি টেবিলের ওপরে, যেন চোখাচোখি কোনো ইঙ্গিত দিতে না পারে ওরা। প্যাড দুটো তুলে রোগানের দিকে বাড়িয়ে ধরল মেয়েটা।

ওগুলো হাতে নিল না লোকটা, বরঞ্চ মাথা নাড়ল দুই পাশে। 'পড়ে শোনাও,' নির্দেশ দিল ও রোজালিকে, পিস্তলের নল এখনো তাক করে আছে এরিকের মাথা বরাবর। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে–দুই ভাইয়ের মাঝে প্রথমে ওকেই খুন করবে।

জোরে এরিকের তালিকা পড়তে শুরু করল রোজালি। 'আমাদের দলনেতার নাম ক্লাউস ফন অস্টিন। বর্তমানে তিনি মিউনিখ আদালতের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অন্য দুজন ছিল দর্শক। হাঙ্গেরিয়ান লোকটার নাম ওয়েনটা পায়েরস্কি, সে এখন বুদাপেস্টের রেড পার্টির চিফ। তৃতীয় লোকটা হলো–গেনকো বারি, ইতালিয়ান সেনাবাহিনির। এখন সিসিলিতে থাকে।'

একটু বিরতি দিল রোজালি। এরপর পড়তে শুরু করল হানসের প্যাড থেকে। দম বন্ধ করে শুনল রোগান। 'ক্লাউস ফন অস্টিন আমাদের দলনেতা

BanglaBook.org

ছিল, সে-ই তোমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে।' রোগানের চেহারার ব্যথা দেখে থমকে গেল মেয়েটা, তারপর শুরু করল আবার।

ভাইয়েরা মোটামুটি একই তথ্য দিয়েছে–নাম মিলে গেল, ঠিকানাও। হানস শুধু বাড়তি হিসেবে উল্লেখ করেছে ক্রিস্টিনের হত্যাকারীর নাম।

রোগান দুটো প্যাড হাতে নিয়ে দেখতে লাগল এবার। যতটুকু না হলেই নয়, এরিক কেবল ততটুকুই লিখেছে। তবে হানস দিয়েছে বাড়তি কিছু তথ্য, যেমনঃ গেনকো বারি আসলে মাফিয়ার সদস্য, সম্ভবত দলের হোমরাচোমরা কেউ।

বিজয়ীর দৃষ্টিতে দুই ভাইয়ের একে-অন্যের দিকে তাকানো দেখে মনে হলো রোগানের–সম্ভবত অনেক কিছুই লুকাচ্ছে এরা।

দেখেও না দেখার ভান করল রোগান। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছ। তাই প্রতিজ্ঞা আমিও রাখব। তোমাদেরকে তুলে দেব কর্তৃপক্ষের হাতে। একত্রে এই কামরা ছাড়ব আমরা, সিঁড়ি বেয়ে নিচে যাব। মনে রেখো–দৌড়োবার চেষ্টা কোরো না। আমি ঠিক পেছনেই থাকব তোমাদের। বাইরে বেরোবার পর যদি কাউকে চিনতেও পারো তো কথা বলার চেষ্টা করবে না।'

স্বাভাবিকভাবেই কথাগুলো নিল দুই যুদ্ধাপরাধী, যেন পাত্তা দিচ্ছে না। রোগানের দিকে তাকিয়ে এখন মুচকি হাসছে এরিক, লুকোবার চেষ্টাও করছে না। ওকে বোকা ঠাউরেছে দুই ভাই। আমেরিকানটা বুঝতে পারছে না যে কর্তৃপক্ষ ওদেরকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছেড়ে দেবে!

বোকাটে আচরণ করবে বলেই ঠিক করল রোগান। 'আরেকটা কথা,' বলল ও। 'নিচে গিয়ে আমি তোমাদেরকে আমার গাড়ির ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে রাখব।' ভাইদের চেহারায় ভয়ের ছোঁয়া দেখা গেল এতক্ষণে। 'ভয় পেয়ো না, এবং বিন্দুমাত্র উচ্চবাচ্য কোরো না। গাড়িও চালাবো, আবার তোমাদের ঝামেলাও সইব...তা হবে না।' এমনভাবে বলল যেন কঠিন কোনো যুক্তি শুনিয়েছে। 'তাছাড়া বাইরে নিশ্চয়ই তোমাদের বন্ধুরা অপেক্ষা করছে, ওদের নজর এড়িয়ে তোমাদের বের করব কীভাবে?'

খেঁকিয়ে উঠল এরিক। 'ওই ট্রাঙ্কটা আমরাই বানিয়েছি। জানি যে ওটা বায়ুরোধী, ভেতরে বাতাস ঢোকার পথ নেই। দম বন্ধ হয়েই মরে যাব। আমাদেরকে আসলে খুন করতে চাও তুমি।'

BanglaBook.org

'পরে বাতাসের জন্য ছিদ্র করেছি ট্রাঙ্কে, অসুবিধে হবে না।' নিস্পৃহ কণ্ঠে বলল রোগান।

মেঝেতে থুতু ফেলল এরিক। আচমকা রোজালিকে আঁকড়ে ধরে নিজের সামনে খাড়া করাতে চাইল। কিন্তু ওষুধের প্রভাবে এতটাই শ্লথ হয়ে গেছে ও যে পাশ কাটাতে বেগ পেতে হলো না রোজালির। সুযোগ বুঝে নিজের বড় বড় নখগুলোর একটা বসিয়ে দিল এরিকের চোখে।

চিৎকার করে উঠল লোকটা, হাত চলে গেল বাঁ চোখে। এক পাশে সরে গেল রোজালি, যেন রোগানের তাক করতে অসুবিধে না হয়।

বহু কষ্টে এতক্ষণ পর্যন্ত মেজাজ ধরে রেখেছে রোগান। কিন্তু আর পারল না, চির পরিচিত সেই মাথাব্যথাটা আবার নিজের অস্তিত্ব জানা দিতে শুরু করেছে। 'হারামজাদা কোথাকার,' এরিককে বলল সে। 'যতটুকু তথ্য না দিলেই না, ততটুকু লিখেছিস। এটাও বলিসনি যে ক্লাউস ফন অস্টিন আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছিল। নিশ্চয়ই ওকে সাহায্য করতে চাস? ট্রাঙ্কে ঢুকতে চাস না এই ভয়ে যে তোকে খুন করব? ঠিক আছে, কুত্তার বাচ্চা। তোকে মেরে ফেলব এখুনি। এখানে, এই কামরায়। পিটিয়ে পিটিয়ে মারব তোকে...নইলে হাতের সুখ মেটাবার পর মাথাও উড়িয়ে দিতে পারি!'

হানস ঠান্ডা করল দুই পক্ষকে। রক্তে ভরা মুখ নিয়ে কোনোক্রমে বলল ভাইকে, 'শান্ত হও। আমেরিকানটা যা করতে বলে, করো। বুঝতে পারছ না, ব্যাটা পাগল হয়ে গেছে?'

রোগানের চেহারায় কী যেন খুঁজল এরিক ফ্রেইসলিং। 'হুম,' বলল সে। 'যা বলো, তা-ই করব।'

স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল রোগান। ওর পাশে এসে আলতো করে হাত স্পর্শ করল রোজালি, যেন ফিরিয়ে আনল মর্ত্যে। ধীরে ধীরে শান্ত হলো ওর রাগ। মেয়েটিকে বলল, 'আমরা যাবার পর কী করতে হবে, তা জানো তো?'

'হ্যাঁ।'

ঠেলে-ধাক্কিয়ে দুই ভাইকে কামরা থেকে বের করে আনল রোগান, তারপর সিঁড়ি বেয়ে নামল হোটেল থেকে। অস্ত্রটা রইল পকেটেই। পেছনের দরজা দিয়ে পার্কিং লটে পৌঁছোবার পর, ফিসফিস করে ওদেরকে নির্দেশনা দিল সে; নিয়ে এল মার্সিডিজের কাছে। ট্রাঙ্ক খোলার সময় ওদেরকে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে বাধ্য করল রোগান।

BanglaBook.org

প্রথমে ভেতরে ঢুকল এরিক, ওষুধের প্রভাব তখনো মিলিয়ে যায়নি বলে টলতে টলতে। ঢোকার আগে রোগানের দিকে ঘৃণা নিয়ে তাকাল একবার। পাত্তা দিল না সে, ধাক্কিয়েই ঢুকিয়ে দিল ভেতরে।

ট্রাঙ্কে প্রবেশের সময় হাসির প্রয়াস পেল হানস, দাঁতহীন মুখের হাসি কেমন যেন অদ্ভুত ঠেকল রোগানের কাছে। বিনয়ের সঙ্গে বলল হানস, 'কাজটা করলে দেখে আমি খুশিই হয়েছি। তোমার সঙ্গে করা ওই অপরাধের জন্য এতগুলো বছর ধরে সয়ে আসছি বিবেকের দংশন। শাস্তি পাওয়াটা আমার মানসিক অবস্থার জন্য ভালোই হবে।'

'তাই নাকি?' বিনয়ের সঙ্গে বলল রোগানও।

তারপর ডালা বন্ধ করে দিল শব্দ করে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

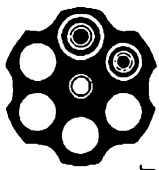

অধ্যায় আট

পরবর্তী কয়েকটা ঘণ্টা বার্লিনের এদিক-সেদিক মার্সিডিজ চালিয়ে খরচ করল রোগান। রবারের টিউবের মাধ্যমে যেন যথেষ্ট পরিমাণ বাতাস পায় ভাইয়েরা, সেটা নিশ্চিত করল প্রথমেই।

সময় নষ্ট করার কারণ হলো রোজালিকে ওর কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ দেয়া। ওকে যেতে হবে হোটেলের বলরুমে। সেখানে গিয়ে নিঃসঙ্গ যুবকদের সঙ্গে ছেনালি করতে হবে। যাতে সবাই মনে রাখে, ওই সময়টায় বলরুমেই ছিল মেয়েটি।

মাঝরাতের দিকে স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে আগেই লাগিয়ে রাখা তার ধরে টান দিল রোগান। কারিকুরি ফলিয়ে রেখেছে আগেই–এখন আর বাতাস প্রবেশ করবে না ট্রাঙ্কে, উল্টো কার্বন মনোঅক্সাইড ঢুকবে। তিরিশ মিনিটও লাগবে না ফ্রেইসলিং ভাইদের মরতে।

এবার ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বার্লিন রেলস্টেশনের দিকে গাড়ি ছোটাল রোগান।

তবে মিনিট পনেরো পর গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো রোগান। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে ওকে মারতে চেয়েছিল ভাইয়েরা...কোনো ধরনের সতর্কতা ছাড়া, মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়ে। ভেবেছিল রোগানও ওদের সঙ্গে তেমনটাই করবে! ভেবেছিল পশুর মতো করে মারবে তাদের...

...কিন্তু পারছে না।

দরজা খুলে বেরোল ও, পেছনে গিয়ে ডালায় টোকা দিল। 'হানস... এরিক,' ডাকল রোগান। বন্ধু না হলে কেউ নামের প্রথমাংশ ধরে ডাকে না, তাই নিজেই হতবাক হয়ে গেল। উত্তর না পেয়ে আবার ডাকল ও, এবার

BanglaBook.org

জরুরি কণ্ঠে। সাবধান করে দিতে চাইছে ভাইদের, বলতে চাইছে যে মৃত্যুরূপী অন্ধকার এগিয়ে আসছে গুটি গুটি পায়ে। ওদেরকে সুযোগ করে দিতে চায় রোগান, করে নিক যা প্রার্থনা করার।

আবার ট্রাঙ্কে থাবড়া বসাল ও, এবার জোরে। কিন্তু জবাব পেল না কেন। আচমকা বুঝে গেল কী হয়েছে। ওষুধের কারণে আগে থেকেই অসুস্থ ভাইয়েরা মারা গেছে আরো আগেই, সম্ভবত রোগান বাতাস বন্ধ করে কার্বন মনো-অক্সাইড চালু করার কিছুক্ষণের মাঝে। অভিনয় করছে না–নিশ্চিত হবার জন্য ট্রাঙ্কের ডালা খুলে উঁচু করে ধরল ও।

ফ্রেইসলিং ভাইদের শয়তান বললেও অত্যুক্তি হবে না। ওদের মৃত্যুতে বিশ্বের উপকারই হয়েছে। তবে একেবারে শেষ মুহূর্তে যেন মনুষ্যত্বের দেখা পেয়েছিল ভাইয়েরা, একে-অন্যকে আলিঙ্গনরত অবস্থায় মারা গেছে। চেহারা থেকে মুছে গেছে সব ধরনের ধূর্ততা, প্রতারণা। লম্বা সময় ওদের দিকে চেয়ে রইল রোগান। ভুল হয়েছে আমার, ভাবল ও, দুইজনকে একসঙ্গে মারা উচিত হয়নি।

না চাইতেও, দয়া দেখিয়ে ফেলেছে দুই শয়তানকে।

ডালা লাগিয়ে এবার পূর্ণগতিতে গাড়ি ছোটাল রেলস্টেশনের দিকে। প্রকাণ্ড পার্কিং লটে প্রবেশ করাল গাড়ি, হাজারো বাহন ওখানে আছে আরো আগে থেকেই। এমন এক অংশে পার্ক করল, যেটা ভর্তি থাকবে বলেই মনে হয়। তারপর গাড়ি থেকে বেরিয়ে হোটেলের দিকে রওনা দিল পায়ে হেঁটে।

হাঁটার সময় কখন যে হাত থেকে মার্সিডিজের চাবি খসে পড়ে হারিয়ে গেল নর্দমায়, তা নিজেও বলতে পারবে না।

পুরোটা পথ হেঁটেই পার হলো রোগান। হোটেলে যখন ঢোকে তখন ভোর তিনটে বাজে। রোজালি অপেক্ষা করছিল ওর জন্য। গ্লাস ভর্তি পানি আর ওষুধ এনে দিল। কিন্তু রোগান টের পাচ্ছিল যে ওর মাথার ভেতর ক্রমেই বেড়ে চলছে রক্তের চাপ।

অসুস্থ একটা মিষ্টি স্বাদে ভরে উঠল ওর মুখ, তারপর ঘুরতে লাগল দুনিয়া...

...অন্ধকার একটা গোলক যেন গিলে খেল ওকে।

BanglaBook.org

অধ্যায় নয়

নিজেকে পুরোপুরি ফিরে পেতে তিন দিন লেগে গেল রোগানের। বুঝতে পারল, এখনো হোটেলের কামরায় আছে, শুয়ে আছে নিজের বিছানায়। তবে পুরো কামরা থেকে আসছে অ্যান্টি-সেপটিকের গন্ধ, যেমনটা হাসপাতালে মেলে। রোজালি ঝুঁকে আছে ওর ওপর, রোগান জ্ঞান ফিরে পাবার সঙ্গে সঙ্গে কাছে চলে এসে এসেছে মেয়েটা।

রোজালির কাঁধের ওপর দিকে উঁকি দিচ্ছে আমুদে চেহারার এক লোক। দাড়ি আছে লোকটার, চলচ্চিত্রে জার্মান ডাক্তারদের যেভাবে উপস্থাপন করা হয় তেমন দেখতে।

'আহ–' খানিকটা কর্কশ শোনাল ডাক্তারের কণ্ঠ। '–অবশেষে ফিরে এলেন আমাদের কাছে। কপাল ভালো আপনার, খুব ভালো। এবার দয়া করে অনুমতি দিন, হাসপাতালে নিয়ে যাই আপনাকে।'

মাথা নেড়ে মানা করল রোগান। 'এখানেই ঠিক আছি। আমার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে, দয়া করে ওগুলোর জন্য একটা প্রেসক্রিপশন লিখে দিন। কোনো হাসপাতালে গিয়েই লাভ হবে না, আমার চিকিৎসা করতে পারবে না তারা।'

চশমা ঠিক করে নিল ডাক্তার, হাত বোলাতে লাগল দাড়িতে। নিজেকে বয়স্ক দেখাবার চেষ্টা করলেও, আসলে যুবক সে। স্বভাবতই, বারবার ফিরে তাকাচ্ছে কামরায় থাকা সুন্দরীর দিকে। এবার সেই দৃষ্টিতে কামনার পাশাপাশি তিরস্কারও দেখা গেল। 'লোকটাকে একটু শান্তি দাও, বিশ্রাম দরকার ওর। অতিরিক্ত স্নায়বিক উত্তেজনার শিকার বেচারা। কমপক্ষে দুই সপ্তা লাগবে সেরে উঠতে। বুঝতে পেরেছ?' রাগত ভঙ্গিতে প্রেসক্রিপশন প্যাড থেকে একটা কাগজ ছিঁড়ে রোজালির হাতে দিল সে।

BanglaBook.org

কামরার দরজায় টোকা দিল কেউ, এগিয়ে গিয়ে খুলল রোজালি। আমেরিকান গুপ্তচর, বেইলি পা রাখল ভেতরে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে যেন কেউ কালি গুলে মাখিয়ে দিয়েছে তাতে। 'তোমার প্রেমিক কই?' জিজ্ঞেস করল সে রোজালিকে।

মাথা নেড়ে শোবার ঘর দেখিয়ে দিল মেয়েটা। সঙ্গী আরো দুই লোককে নিয়ে সেদিকে এগোল বেইলি।

'ও অসুস্থ,' জানাল মেয়েটা; কিন্তু ওকে পাত্তা দিল না লোক তিনজন।

রোগানকে শয্যাশায়ী দেখে অবাক হলো না বেইলি। সমবেদনার ছাপও নেই চেহারায়। ওর দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'কাজটা তাহলে করেই ফেললে?' আগেরবারের ভদ্রতা আর নেই লোকটার মাঝে।

'কোন কাজ?' জিজ্ঞেস করল রোগান। অনেকটাই সুস্থ বোধ করছে এখন, বেইলির দিকে চেয়ে হাসল একটু।

'ফালতু কথা অন্তত আমাকে বোলো না,' খেপে গেল বেইলি। 'ফ্রেইসলিং ভাইদের কোনো হদিস নেই...যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। ওদের গ্যাস স্টেশন বন্ধ, কিন্তু পোশাক-আশাক সব অ্যাপার্টমেন্টে আছে; অ্যাকাউন্টও খালি করেনি। এর অর্থ কেবল একটাই হতে পারে–দুজনের কেউ বেঁচে নেই!'

'দুইয়ে দুইয়ে সবসময় চার হয় না,' রোগান বলল।

অধৈর্য ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বেইলি। 'কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তোমাকে। আমার সঙ্গীরা জার্মান পলিটিকাল পুলিশ বাহিনির কর্মকর্তা। পোশাক পরে নাও। ওদের সদর-দফতরে যেতে হবে তোমাকে।'

দাড়িঅলা যুবক ডাক্তার বাধা দিল, কণ্ঠ রাগে ভারি হয়ে আছে। 'এই লোককে এই অবস্থায় নড়াচড়া করানো যাবে না।'

এক জার্মান গোয়েন্দা বলে উঠল, 'সাবধানে কথা বলো। এতগুলো বছর কষ্ট করে ডাক্তারি শিখেছ...সামনের জীবনটা না পাথর ভেঙে কাটাতে হয়!'

ডাক্তার ভয় তো পেলই না, উল্টো আরো খেপে গেল। 'আমার রোগীকে যদি সরানো হয়, তাহলে সে মারাও যেতে পারে। আর যদি যায়, তাহলে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিশ্চিত করব যে তোমার আর তোমার ডিপার্টমেন্টের নামে যেন মানবহত্যার অভিযোগ দায়ের হয়।'

BanglaBook.org

হতবাক হয়ে গেল জার্মান গোয়েন্দারা, এমনটা তারা আশা করেনি। চুপ হয়ে গেল উভয়ে। ডাক্তারকে কিছুক্ষণ দেখল বেইল, জানতে চাইল, 'আপনার নাম?'

বাউ করল ডাক্তার। জানাল, 'আমার নাম থুলম্যান...আপনার?'

জবাব দেয়ার আগে চোখ পাকিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বেইলি। তারপর নিজেও বাউ করে বলল, 'বেইলি। আমরা এই লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।'

বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে ওকে দেখল ডাক্তার। 'একে সরানো যাবে না, কারণ সে অসুস্থ। আর আসলেই মারা যেতে পারে অন্য কোথাও যেতে বাধ্য করা হলে। আমার মনে হয় না একজন ডাক্তারের সিদ্ধান্তের বরখেলাপ করতে পারেন আপনি।'

লোক তিনজন যে হতভম্ব হয়ে গেছে, তা পরিষ্কার বুঝতে পারছে রোগান। অবাক ও নিজেও। এই ডাক্তার কে? কেন ওর জন্য ঝুঁকি নিচ্ছে?

বিদ্রুপের সঙ্গে বলল বেইলি, 'ওকে যদি এখানে এবং এখন কিছু প্রশ্ন করি, তাহলেও মারা যাবে?'

'না,' জবাব দিল ডাক্তার। 'তবে ক্লান্ত হয়ে পড়বে।'

মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়ল বেইলি, রোগানের দিকে ফেরাল পাতলা দেহটাকে। 'জার্মান কর্তৃপক্ষ তোমার ভিসা বাতিল করেছে,' জানাল সে। 'আমিই করিয়েছি। অন্য কোনো দেশে যাও, যা ইচ্ছে করো...আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু এই এলাকায় তোমাকে আমি চাই না। নকল কাগজপত্র বানিয়ে ফিরে আসার চেষ্টাও কোরো না। ইউরোপে তুমি পা রাখামাত্র আমার নজরদারি শুরু হয়ে যাবে। এই মুহূর্তে পাছা বাঁচাবার জন্য এই ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানাও। নইলে...'

কথা শেষ না করে কামরা ছেড়ে গেল বেইলি, পিছু নিল দুই জার্মান গোয়েন্দা। রোজালি ওদেরকে বের করে দিয়ে দরজা বন্ধ করে তবেই ফিরল।

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে হাসল রোগান। 'কথাটা সত্যি? আসলেই আমি নড়তে পারব না?'

দাড়িতে এখনো হাত বোলাচ্ছে যুবক বয়সী ডাক্তার। 'অবশ্যই সত্যি। তবে নিজে থেকে চাইলে নড়তে পারেন, যেহেতু তাতে আপনার স্নায়ুতন্ত্রের ওপর কোনো মানসিক চাপ পড়বে না।' রোগানের দিকে চেয়ে হাসল সে।

BanglaBook.org

'সুস্থ-সবল মানুষ, বিশেষ করে পুলিশের হাতে অসুস্থ কাউকে হেনস্তা হতে দেখলে আমার রাগ ওঠে। জানি না আপনি কী করে বেড়াচ্ছেন, তবে আমাকে আপনার দলেই পাবেন।'

ডাক্তারকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিল রোজালি, তারপর ফিরে এসে বসল বিছানায়। মেয়েটার হাত নিজের হাতে নিল রোগান। 'এখনো আমার সঙ্গে থাকতে চাও?' জানতে চাইল ও।

ওপর-নিচে মাথা দুলিয়ে সায় জানাল রোজালি।

'তাহলে সব গুছিয়ে নাও,' নির্দেশ দিল রোগান। 'আমরা মিউনিখে যাচ্ছি। অন্যদের সঙ্গে দেখা করার আগে ক্লাউস ফন অস্টিনের মুখোমুখি হতে চাই। সাত জনের মাঝে সে-ই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।'

ওর কপালে কপাল ঠেকাল রোজালি। 'তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে,' নম্র কণ্ঠে বলল ও।

মেয়েটাকে চুমু খেল রোগান। 'সেজন্যই তো আগে ফন অস্টিনের একটা ব্যবস্থা করতে চাই। নিশ্চিত করতে চাই যে লোকটা তার কৃতকর্মের সাজা পেয়েছে। বাকিরা হাত ফসকে গেলেও তত আফসোস হবে না।' আলতো করে ধাক্কা দিল সে রোজালিকে। 'এবার যাও, গোছগাছ শুরু করো।'

সকালের ফ্লাইটে করে মিউনিখে চলে এল ওরা, উঠল একটা ছোট্ট হোটেলে। রোগানের আশা, এখানে কেউ ওদেরকে দেখে সন্দেহ করবে না। বেইলি আর জার্মান পুলিশ যে ওর পিছু ধাওয়া করে মিউনিখ পর্যন্ত ছুটে আসবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে কয়েকদিন সময় লেগে যাবার কথা। এর মাঝেই মিশন সেরে দেশ ছেড়ে পালাবার পরিকল্পনা ওর।

একটা ছোট্ট ওপেল গাড়ি ভাড়া করল রোগান, রোজালিকে পাঠিয়ে দিল লাইব্রেরিতে। ফন অস্টিনের ব্যাপারে যা যা ছাপা হয়েছে খবরের কাগজে, তা পড়ে দেখবে মেয়েটা। সম্ভব হলে বাড়ির ঠিকানাও নিয়ে আসবে।

রাতের খাবারের সময় একত্র হলো ওরা, রোজালি পুরো একটা প্রতিবেদন তৈরি করে এনেছে! ক্লাউস ফন অস্টিন এখন মিউনিখ আদালতের সর্বোচ্চ পদে আসীন বিচারক। বিখ্যাত এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্য ছিল সে, যার সঙ্গে ইংরেজ রাজপরিবারের রক্ত সম্পর্ক আছে। যুদ্ধের

BanglaBook.org

সময় জার্মান অফিসার হিসেবে কাজ করলেও, নাজি পার্টির সঙ্গে তার কোনো রকমের সংযোগ পাওয়া যায়নি।

যুদ্ধ শেষ হবার কিছু সময় আগে মারাত্মকভাবে আহত হয় ফন অস্টিন–এতটাই, যে, তেতাল্লিশ বছর বয়সে যেন নবজন্ম হয় তার। বেসামরিক জীবনে ফিরে এসে আইনের প্রতি টান অনুভব করে ফন অস্টিন, সেই বিষয়ে লেখাপড়া করে অচিরেই হয়ে যায় জার্মানির প্রথম কাতারের আইনবিদদের একজন। এরপর মধ্যপন্থী হিসেবে নাম লেখায় রাজনীতিতে, ইউরোপে আমেরিকার অবস্থানের পক্ষে মনোভাব ব্যক্ত করে। বিশাল কিছু একটা করবে সে–এমনটাই আশা সবার। এমনকি পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হওয়াও বিচিত্র নয়।

জার্মান শিল্পপতিদের পূর্ণ সমর্থন সেই শুরু থেকেই পেয়ে আসছে সে, সেই সঙ্গে আমেরিকান কর্তৃপক্ষেরও। দারুণ বাগ্মী ফন অস্টিন, পেশাজীবী মানুষের মাঝে রয়েছে তুমুল জনপ্রিয়তা।

গম্ভীর ভঙ্গিতে মাথা দোলাল রোগান। 'শুনে তো আমার উদ্দিষ্ট মানুষটা বলেই মনে হচ্ছে। দারুণ কণ্ঠ ছিল তার, কথায় মাদকতা। হারামজাদা দেখি অতীতকে ভালোমতোই কবর দিতে পেরেছে!'

চিন্তিত সুরে বলল রোজালি, 'এই লোকটাই যে সেই লোক...সে ব্যাপারে নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ...মোটামুটি নিশ্চিত,' রোগান বলল। 'কারণ তা না হলে কেন এরিক আর হানস আলাদা আলাদা ভাবে এর নাম লিখবে?' একটু বিরতি দিয়ে যোগ করল। 'খাওয়া শেষে ওর বাড়িতে যাব আমরা। চেহারাটা একবার দেখতে পেলেই নিশ্চিত হতে পারব, তা সে যতটাই পাল্টে যাক না কেন! তবে আমার মনে তেমন কোনো সন্দেহ নেই। তখনো হাবেভাবে বনেদিই ছিল লোকটা।'

গাড়ি চালিয়ে ফন অস্টিনের বাড়িতে গেল ওরা, গাইড হিসেবে কাজে লাগাল শহরের মানচিত্রকে। বাড়িটা বেশ দেখতে, প্রাসাদোপম; শহুরে কোলাহলের বাইরে অবস্থিত।

রোগান গাড়ি পার্ক করলে, বিশালাকৃতির দরজার কাছে হেঁটে গেল ওরা। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে অল্প একটু উঠে দাঁড়াল কড়ার সামনে, বুনো শুকরের মতো দেখতে ওগুলো। দুইবার কড়া নাড়ল রোগান।

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত পর খুলে গেল দরজা। ওপাশ থেকে উঁকি দিল গড়পড়তা চেহারার এক জার্মান পরিচারক। শীতল কণ্ঠে বলল, 'বিটে মাইন হের।'

'আমরা এসেছি ক্লাউস ফন অস্টিনের সঙ্গে দেখা করতে,' রোগান বলল। 'একান্তে কথা বলতে চাই। ওকে বলুন–এরিক ফ্রেইসলিং পাঠিয়েছে আমাদের।'

এরিকের নাম শোনামাত্র হাবভাব পাল্টে গেল পরিচারকের, চিনতে পেরেছে। তুলনামূলক উষ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আফসোসের কথা যে বিচারপতি ফন অস্টিন এই মুহূর্তে ছুটি কাটাতে সুইজারল্যান্ডে আছেন। ওখান থেকে সুইডেন, নরওয়ে এবং সবশেষে ইংল্যান্ডে যাবেন। এক মাসের আগে তার ফেরার কথা না।'

'ধুরো,' বলল রোগান। 'কোথায় উঠেছেন, সেই ঠিকানা বলা যাবে?'

হাসল পরিচারক, ভাঁজ পড়া চেহারা কুঁচকে উঠল যেন। 'না,' বলল সে। 'বিচারপতি ফন অস্টিন কোনো শিডিউল দিয়ে যাননি। তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে আনুষ্ঠানিক উপায়ে করতে হবে। আপনারা কি ওনার জন্য কোনো বার্তা রেখে যেতে চান?'

'না,' রোগান বলল, রোজালিকে নিয়ে ফিরে এল গাড়ির কাছে।

হোটেল কামরায় ঢোকার বেশ খানিকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল রোজালি, 'এখন কী করবে?'

'ঝুঁকি নিতে হবে,' বলল রোগান। 'প্রথমে সিসিলিতে যাব, গেনকো বারির ব্যবস্থা করতে। ওখান থেকে বুদাপেস্টে...ওয়েনটা পায়েরস্কির কাছে। সবশেষে ফিরে আসব মিউনিখে, ফন অস্টিনের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করতে।'

'ভিসা লাগবে না প্রবেশের সময়?' জানতে চাইল রোজালি। 'বেইলি তো সেটা বাতিলের ব্যবস্থা করবে।'

শুষ্ক কণ্ঠে জবাব দিল রোগান, 'গুপ্তচরগিরি আমিও কিছু পারি। নকল পাসপোর্ট কিংবা ভিসা জোগাড় করতে অসুবিধা হবে না। বেইলি যদি বাড়াবাড়ি করে...তাহলে ভুলে যাব যে আমার মতো সেও আমেরিকান।'

'আমার কী হবে?' আকুলতা ঝরে পড়ল মেয়েটির কণ্ঠে।

বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে রইল রোগান। 'ব্যবস্থা করেছি। প্রতি মাসে মোটা অঙ্কের একটা টাকা পাবে। আমার যা-ই হোক না কেন, ট্রাস্ট ফান্ডের তাতে কোনো সমস্যা হবে না।'

BanglaBook.org

'আমাকে নেবে না সঙ্গে?'

'নিতে পারব না,' জানাল রোগান। 'তোমার জন্য তাহলে আলাদা কাগজপত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া যদি সঙ্গে নিই, তাহলে বেইলিকে খসানো সম্ভব হবে না।'

'তাহলে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি, এই মিউনিখেই।' জানাল রোজালি।

'বেশ। তবে আমি যে বেশ কিছুদিন অনুপস্থিত থাকব, সেটা মেনে নিতে হবে তোমার। আমার মিশন সফল হবার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। তাছাড়া যদি হয়ও, ফন অস্টিনের পর আমার কোনো ছাড় নেই কর্তৃপক্ষের হাত থেকে।'

কৃতজ্ঞতার সঙ্গে ওর কাঁধে মাথা রাখল রোজালি। 'আমার তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল ও। 'শুধু অনুমতি দাও অপেক্ষা করার। আমি তোমার অপেক্ষায় থাকতে চাই।'

মসৃণ, সোনালি চুলে হাত বুলিয়ে দিল রোগান। 'অবশ্যই থেকো,' বলল ও। 'আমার আরেকটা কাজ করে দেবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল মেয়েটা।

'মানচিত্র দেখছিলাম,' রোগান বলল। 'বাবলিংশাওসেন যেতে ঘণ্টা চারেকও লাগবে না। আমার মনে হয়, জায়গাটার বর্তমান অবস্থা দেখা তোমার জন্য ভালো হবে। যাবে?'

মেয়েটার দেহের শক্ত হয়ে যাওয়া টের পেল ও, ভয়ে আঁতকে উঠেছে বেচারি। 'না,' বলল রোজালি। 'না, না...পারব না।'

কাঁপতে থাকা দেহটা শক্ত করে আঁকড়ে ধরল রোগান। 'খুব দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাব,' বলল সে। 'অল্প সময়ের জন্য দেখতে পাবে শুধু। হয়তো এত দ্রুত যাব যে সব ঝাপসা মনে হবে। একটা বার চেষ্টা করে দেখ। মনে আছে, ডাক্তারকে প্রথম কী বলেছিলে? বলেছিলে যে, তুমি বাবলিংশাওসেনে ফিরে যেতে চাও?'

ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল রোজালির কাঁপুনি।

'ঠিক আছে,' বলল সে। 'যাব আমি...যদি তুমি সঙ্গে থাকো!'

BanglaBook.org

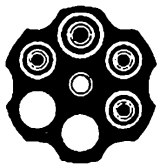

অধ্যায় দশ

পরদিন সকালে ওপেল গাড়িতে নিজের সব জিনিসপত্র ঢোকাল রোগান। সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা–বাবলিংশাওসেন থেকে গাড়ি চালিয়ে ফ্রাঙ্কফুর্টে যাবে; সেখান থেকে প্লেনে করে রোগান যাবে সিসিলিতে, খুঁজে বের করবে গেনকো বারিকে।

রোজালি ট্রেন ধরে ফিরে যাবে মিউনিখে, অপেক্ষা করবে ওর জন্য।

মেয়েটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বলল রোগান, 'সিসিলি আর বুদাপেস্টের কাজ শেষ করে ফিরে আসব ফন অস্টিনের জন্য। তবে প্রথমে অবশ্যই আসব তোমার কাছে।' বললেও জানে ও, কথাটা মিথ্যা।

রোজালির সঙ্গে আবার দেখা করবে তখনই, যখন ফন অস্টিনকে খুন করে সফলভাবে পালাতে পারবে।

জার্মান রাস্তা ধরে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। সামনেই বসেছে রোজালি, তবে রোগানের কাছ থেকে যতটা দূরে সম্ভব। ওর দিকের দরজার হ্যান্ডেলে হাত রেখে দিয়েছে সে, মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে অন্য দিকে।

দুপুরের দিকে রোগান জিজ্ঞেস করল, 'খাবে না? থামব?'

জবাবে দুই পাশে মাথা নাড়ল মেয়েটা।

বাবলিংশাওসেন যত কাছিয়ে আসছে, ততই মাথা আরো নিচু হয়ে যাচ্ছে ওর। মূল সড়কের ওপর থেকে ওপেলটাকে সরাল রোগান। ভেটৎস্লার শহরে প্রবেশ করল গাড়িটা। শহরটার সুন্দর স্থাপনাগুলো আমেরিকানদের আসল লক্ষ্য ছিল, বাবলিংশাওসেন না। রোজালির বাবা-মাকে হত্যার পর, বোমারু বিমান নজর দিয়েছিল এই শহরটার দিকে।

BanglaBook.org

গাড়ির সংখ্যা কম না রাস্তায়, তাই ওপেল তেমন দ্রুত গতিতে চলতে পারছে না। অবশেষে একটা হলদে সাইনবোর্ডের সামনে এসে পৌঁছল ওরা। একদিকে তীর চিহ্ন দিয়ে গ্রাম্য রাস্তা দেখাচ্ছে ওটা–ওপরে লেখা: *বাবলিংশাওসেন*।

হাত দিয়ে চেহারা ঢাকল রোজালি, যেন দেখতে না হয় ওকে।

গতি কমিয়ে দিল রোগান। গ্রামটায় প্রবেশ করার সময় সাবধানে নজর বোলাল চারপাশে। যুদ্ধের কোনো ক্ষত দেখা যাচ্ছে না। পুরোপুরি নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে জায়গাটাকে। তবে দালানগুলো এখন ইস্পাত আর কংক্রিটের তৈরি। বাচ্চারা খেলছে রাস্তায়। 'আমরা পৌঁছে গেছি,' বলল সে। 'একবার তাকিয়ে দেখ।'

জবাব দিল না রোজালি, হাতও সরাল না। গতি আরো কমিয়ে দিল রোগান, নিয়ন্ত্রণ করতে সুবিধে হচ্ছে তাতে। তারপর হাত বাড়িয়ে রোজালির মাথাটা আলতো করে তুলে ধরল ওপরে, বলতে গেলে বাধ্য করল জন্মস্থান দেখতে।

যা ঘটল, তাতে হতবাক হয়ে গেল রোগান। ওর দিকে ফিরে রাগত স্বরে বলল রোজালি, 'এই গ্রাম আমার না। তুমি ভুল করেছ কোথাও, আমি তো এখানকার কিছুই চিনতে পারছি না!'

ঠিক সেই মুহূর্তেই সামনে পড়ল একটা বাঁক। ওটা ঘুরতেই দেখা গেল গ্রামের আসল চেহারা। জমির টুকরো বেড়া দিয়ে ঘেরাও দেয়া; ওগুলো ব্যক্তিগত বাগান। প্রতিটা দরজায় মালিকের নাম টাঙানো, হলদে বোর্ডের ওপর কালো অক্ষরে।

উন্মাদিনীর মতো পিছু ফিরল রোজালি, গ্রামটাকে দেখল আবার। তারপর আবার মন দিল সামনের বাগানগুলোর দিকে। পাশে বসে থাকা ওর প্রেমিক টের পেল, আস্তে আস্তে জন্মস্থানকে চিনতে শুরু করেছে বেচারি।

পরক্ষণেই গাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল রোজালি, দৌড়াচ্ছে বাগানের তাজা ঘাসের ওপর দিয়ে...অদ্ভুত ভঙ্গিমায়। থমকে দাঁড়াল একসময়, তাকাল আকাশের দিকে। তারপর আবার মাথা ঘুরিয়ে তাকাল বাবলিংশাওসেনের দিকে।

রোজালির দেহটাকে কুঁচকে যেতে দেখল রোগান, যখন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ল মাটিতে তখন গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে গেল মেয়েটির দিকে।

অদ্ভুত ভঙ্গিতে উঠে বসল রোজালি, পা ছড়িয়ে রেখেছে। কাঁদতে শুরু করল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। এর আগে এমনভাবে কাঁদতে কাউকে দেখেনি

BanglaBook.org

রোগান। ছোট্ট একটা বাচ্চার মতো চিৎকার করে কাঁদছে বেচারি, রঙিন নখ ঢুকিয়ে দিয়েছে মাটিতে...যেন নিজের ব্যথা দুনিয়ার বুকে কবর দিতে চায়। রোগান চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ওর পাশে, অপেক্ষা করছে। কিন্তু মনে হলো না ওর উপস্থিতি টেরও পেয়েছে মেয়েটা।

বাবলিংশাওসেনের রাস্তা ধরে এগিয়ে আসছে দুটো মেয়ে, বয়েস চৌদ্দ বা তার আশপাশে হবে। ওদের হাতে বাগান করার জিনিসপত্র, কিচির-মিচির করে গল্প করছে। বাগানের দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল ওরা। রোজালি মাথা তুলে চাইল ওদের দিকে, কৌতূহল নিয়ে সেই দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল মেয়েরাও। সেই চাউনিতে কৌতূহলের সঙ্গে মিশে আছে ঈর্ষাও। ঈর্ষা রোজালির দামি পোশাক আর পাশে দাঁড়ানো থাকা ধনী প্রেমিকের জন্য।

কান্না বন্ধ করে দিল রোজালি। পা গুটিয়ে নিয়ে হাত রাখল রোগানের পায়ে, বসাল নিজের পাশে।

আলতো করে ওর মাথাটা পাশে বসা পুরুষের কাঁধে রাখল মেয়েটা। অবশেষে বুঝতে পারল রোগান, এই প্রথমবারের মতো বাবা-মাকে হারাবার দুঃখে শোক করার সুযোগ পেয়েছে রোজালি, কাঁদছে রাশিয়ায় ঠান্ডা কবরে শুয়ে থাকা ভাইয়ের দুঃখে। যেন এক তরুণী সব হারাবার শোক থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে স্কিজোফ্রেনিয়ার মাঝে।

এখন সেরে ওঠার সুযোগ পাবে মেয়েটা—ভাবল রোগান।

অনেকক্ষণ পর মেয়েটার চোখের অশ্রু শুকিয়ে এল। তারপরও লম্বা সময় বাবলিংশাওসেনের দিকে চেয়ে রইল রোজালি, নজর ফেরাল বাগানে কর্মরত দুই মেয়ের দিকেও। মেয়েরাও তাকাচ্ছে রোজালির দিকে, দেখছে ওর পোশাক, সৌন্দর্য—সবকিছু।

রোজালিকে উঠতে সাহায্য করল রোগান। 'মেয়ে দুটোর ঈর্ষার হচ্ছে তোমাকে দেখে,' বলল সে।

মাথা নেড়ে দুঃখের হাসি হাসল মেয়েটা। 'উঁহু...আমি ঈর্ষা করি ওদের।'

BanglaBook.org

ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে এল ওরা, বিমানবন্দরের কাছে অবস্থিত রেন্টাল এজেন্সিকে গাড়ি ফিরিয়ে দিল রোগান। রোজালি অপেক্ষা করল ওর সঙ্গে, বিমান

ছাড়ার আগ পর্যন্ত। চলে যাবার সময় বলল, 'বাকিদের কথা ভুলতে পারো না? ছেড়ে দাও ওদের!'

মাথা নাড়ল রোগান।

রোজালি হাল ছাড়তে রাজি নয়। 'আমি যদি তোমাকে হারাই, তাহলে আর কখনো নিজেকে খুঁজে পাব না। দয়া করে অন্যদের ছেড়ে দাও।'

নম্র কণ্ঠে জানাল রোগান, 'পারবো না...হয়তো চাইলে ভুলে যাব গেনকো বারি আর ওয়েনটা পায়েরস্কির কথা। কিন্তু কোনোভাবেই ক্লাউস ফন অস্টিনকে মাফ করতে পারব না। আর যেহেতু ওকে হত্যা করতেই হবে, তাই বাকিদেরও মারতে হবে। এছাড়া আর কোনো পথ নেই।'

ওকে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। 'ফন অস্টিনকেও ছেড়ে দাও,' কাতর কণ্ঠে বলল ও। 'কী যায়-আসে? ওকে বাঁচতে দাও, তুমিও বাঁচতে পারবে। আমিও আনন্দে কাটাতে পারব বাকি জীবন।'

'পারব না,' বলল রোগান।

'জানি আমি, লোকটা তোমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে...তোমাকেও খুন করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে এমন এক সময়ের কথা, যখন সবাই সবাইকে খুন করতে চাচ্ছিল!' মাথা নাড়ল মেয়েটি। 'ওদের অপরাধ–তোমাকে খুন করতে চাওয়া। সেই অপরাধে কি দুই পক্ষের সৈন্যদেরকেই অভিযুক্ত করা যায় না? প্রতিশোধ যদি নিতেই চাও, তাহলে তো পুরো বিশ্বকে তোমার খুন করতে হবে!'

ধাক্কা দিয়ে মেয়েটাকে সরিয়ে দিল রোগান। 'আমি জানি সে কথা। যা যা বললে, সবই জানি। বহু বছর এই কথাগুলো ভেবেছি। হ্যাঁ, মাফ করে দিতে পারি ওদের। ক্ষমা করতে পারি ক্রিস্টিনকে অত্যাচার আর খুন করার অপরাধ। এমনকি আমাকে খুনের চেষ্টার কথাও ভুলে যেতে পারি।

'কিন্তু ফন অস্টিন এমন একটা কাজ করেছে, যা ক্ষমার অযোগ্য। আমার প্রতি ওর আচরণ এমন জঘন্য যে...ও যে পৃথিবীতে শ্বাস নেয়, সেই পৃথিবীতে আমার পক্ষে শ্বাস নেয়া সম্ভব না। একটাও বুলেট ব্যবহার না করে আমাকে ধ্বংস করেছে সে, কণ্ঠ না তুলেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে আমার পৃথিবী। বাকিদের তুলনায় অনেক বেশি নৃশংস ছিল তার আচরণ।'

একটু বিরতি দিল রোগান, টের পাচ্ছে, ওর মাথার ভেতরে বেড়ে যাচ্ছে রক্তের চাপ। 'স্বপ্নে দেখি, খুন করছি ওকে। তারপর আবার ফিরিয়ে দেই ওর জীবন...যেন আবার খুন করতে পারি হারামজাদাকে!'

BanglaBook.org

লাউডস্পিকারে উঁচু কণ্ঠে ঘোষণা করা হলো রোগানের ফ্লাইট নম্বর। দ্রুত ওকে চুমু খেল রোজালি। ফিসফিসিয়ে বলল, 'মিউনিখে তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি, ওই হোটেলেই। আমাকে ভুলে যেয়ো না।'

মেয়েটার নাকে-মুখে-চোখে চুমু খেল রোগান। 'এই প্রথমবারের মতো প্রার্থনা করছি যেন বেঁচে ফিরতে পারি,' বলল সে। 'আগে কখনো বেঁচে ফেরাটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। ভেবো না...আমি ভুলব না তোমাকে।'

ঘুরে দাঁড়াল রোগান, হাঁটতে শুরু করল বিমানের দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অধ্যায় এগারো

গোধূলির আলোয় জার্মানির ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময়, রোগান নিজের চোখে দেখল দেশটার পুনর্নির্মাণ। ১৯৪৫ সনের ধসে পড়া শহরটা এখন নানা ধরনের ফ্যাক্টরিতে ভর্তি, সেই সঙ্গে মাথা তুলে চেয়ে আছে ইস্পাতের লম্বা গম্বুজ। তবে আজও এখানে-সেখানে দেখা যাচ্ছে পুড়ে যাওয়া মাটি: যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করে চলছে।

পালেরমোতে পৌঁছে গেল মাঝরাতের আগেই, সবচাইতে ভালো মানের হোটেলগুলোর একটায় উঠল। খোঁজ শুরু হয়ে গেছে দেশটায় পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রথমেই হোটেল ম্যানেজারের কাছে গেল ও, জানতে চাইল গেনকো বারি নামে কাউকে চেনে কি না। জবাবে শ্রাগ করল ম্যানেজার, হাত ছড়িয়ে দিল দুইপাশে। অবশ্য লোকটাকে দোষও দেয়া যায় না, কম করে হলেও চার লাখ মানুষ বাস করে শহরটাতে। সবাইকে কি আর চেনা সম্ভব?

তাই না, সিনর?

পরদিন সকালে, একটা প্রাইভেট ডিটেকটিভ ফার্মের সঙ্গে যোগাযোগ করল রোগান। ওদেরকে ভাড়া করল গেনকো বারিকে খুঁজে বের করার জন্য। অগ্রিম হিসেবে বেশ মোটা অঙ্কের একটা টাকা দিল সে, কথা দিল কাজ সারতে পারলে বকশিস পাবে।

তারপর ঢুঁ মারতে শুরু করল সরকারি দফতরগুলোতে। যেটাতে গেলে কাজ হবে বলে মনে করল, সেখানেই গেল। আমেরিকার কনস্যুলেট, সিসিলির পুলিশ চিফ, পালেরমোর সবচাইতে বড় খবরের কাগজের অফিস– কোনোটাই বাদ গেল না।

BanglaBook.org

কেউ গেনকো বারির ব্যাপারে কোনো তথ্য দিতে পারল না।

রোগানের মনে হতে লাগল, বোধহয় লাভ হবে না এভাবে খুঁজে। গেনকো বারি নিশ্চয়ই এতদিনে প্রচুর পয়সা জমিয়েছে। মাফিয়ার সদস্য যখন, তখন গুরুত্বপূর্ণ সবাইকে ঢুকিয়েছে পকেটে।

আচমকা টের পেল, ভুল পথে এগোচ্ছে ও! কেউ...সে যে দেশেরই হোক না কেন...কোনো মাফিয়া চিফের ব্যাপারে তথ্য দেবে না। সিসিলিতে ওমের্তাই শেষ কথা। ওমের্তা, মানে নীরবতার প্রতিজ্ঞা, এখানকার মানুষদের জন্য খুবই দামি। কর্তৃপক্ষের হাতে এরা কেউ কোনোরকমের তথ্য তুলে দেবে না।

ওমের্তা ভঙ্গের সাজাও মারাত্মক–নিশ্চিত মৃত্যু। তাই শুধু শুধু এই বিদেশির কৌতূহল মেটাতে কে সেই ঝুঁকি নিতে যাবে? এমনকি পুলিশপ্রধান বা ও ভাড়া করা গোয়েন্দারাও কিছু করতে পারবে না...

...অথবা ইচ্ছে করেই করবে না।

এক হপ্তা কেটে গেলে রোগান সিদ্ধান্ত নিল, বুদাপেস্টে ভাগ্যকে পরীক্ষা করে দেখে। কিন্তু সেদিনই হোটেলে ফিরে পেল অবাক করা একজনের দর্শন–আর্থার বেইলি!

বার্লিনে পদস্থ আমেরিকান গুপ্তচর ওর কাছে কী চায়?

কথা শুরু করার আগেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলল বেইলি, মুখে লেগে আছে হাসি। 'আমি সাহায্য করতেই এসেছি,' বলল সে। 'জানতে পেরেছি, ওয়াশিংটনে তোমার দাম কম না। তাই সম্পর্কটা সহজ করতে চাই। অবশ্যই স্বার্থপরতা আছে আমার এই পদক্ষেপের পেছনে। চাই না তুমি ইউরোপে আমাদের গুপ্তচর নেটওয়ার্কের সবটা ধসিয়ে দাও।'

লম্বা একটা সময় ওর দিকে চিন্তিত চোখে তাকিয়ে রইল রোগান। লোকটার কথায় আন্তরিকতা আছে বলেই মনে হচ্ছে। 'ঠিক আছে,' অবশেষে বলল ও। 'করো সাহায্য। জানাও গেনকো বারিকে কোথায় পাওয়া যাবে।' পাতলা আমেরিকানকে স্কচ ভর্তি একটা গ্লাস এগিয়ে দিল সে।

বসল বেইলি, চুমুক দিল গ্লাসে। 'সেটা তো বলতেই পারি,' জানাল সে। 'তবে আগে কথা দাও–পুরোটা সময় আমাকে সাহায্য করতে দেবে। গেনকো বারির পর লাগবে পায়েরস্কির পেছনে, তারপর মিউনিখে ফন অস্টিনের পেছনে। উল্টোটাও করতে পারো। কিন্তু কথা তোমাকে দিতেই

BanglaBook.org

হবে। চাই না তুমি ধরা পড়ো। কেননা তাহলে আমেরিকা এতগুলো বছর আর টাকা খরচ করে যে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, তা ধসে পড়বে।'

হাসল না রোগান, আচরণে বন্ধুত্বও প্রকাশ করতে চাইল না। 'বেশ। বারি কোথায় আছে, সেটা বলো শুধু। বুদাপেস্টে যাবার ভিসা আমি জোগাড় করে নেব।'

গ্লাসে চুমুক দিল বেইলি। 'গেনকো বারি সেন্ট্রাল সিসিলিতে থাকে। ভিলালবা গ্রামের ঠিক বাইরে, নিজের বাড়িতে। বাড়ি না বলে আসলে দুর্গ বলাই ভালো। সে যাই হোক, যখন দরকার হবে তখনই রোমে পেয়ে যাবে বুদাপেস্টের ভিসা। বুদাপেস্টে গিয়েই দেখা করবে আমেরিকার কনস্যুলেটের হাঙ্গেরিয়ান ইন্টারপ্রেটারের সঙ্গে, তার নাম রাকোল। যা সাহায্য দরকার, সে করবে। এমনকি দেশ থেকে নিরাপদে বেরিয়ে যাবার ব্যবস্থাও করবে। চলবে?'

'অবশ্যই,' রোগান বলল। 'মিউনিখে ফিরে যাবার পর, আমি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব, নাকি তুমি আমার সঙ্গে?'

'আমিই করব যোগাযোগ,' বেইলি জানাল। 'ভেবো না, খুঁজে নেব তোমাকে।'

গ্লাসের মদটুকু শেষ করল বেইলি। রোগান এলিভেটর পর্যন্ত এগিয়ে দিল ওকে। শেষ মুহূর্তে বলল লোকটা। 'প্রথম চারজনকে খুন করার পর, আমরা তোমার মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের কেসটা ধরতে পারি। তারপরই জেনে যাই যে তুমি বারি, পায়েরস্কি আর ফন অস্টিনকে লক্ষ্য বানিয়েছ।'

ভদ্র হাসি হাসল রোগান। 'আমিও সেটাই ভেবেছিলাম,' বলল সে। 'কিন্তু যেহেতু ওদেরকে আমিই খুঁজে বের করেছি, তাই তোমার আবিষ্কারে কিছু যায়-আসে না, তাই না?'

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওকে কিছুক্ষণ দেখল বেইলি, তারপর করমর্দন করে এলিভেটরে ওঠার আগে বলল, 'তোমার সৌভাগ্য কামনা করি।'

BanglaBook.org

যেহেতু বেইলি জানে গেনকো বারি কোথায় আছে, তাই বাকি সবারও জানার কথা; রোগান তা বুঝতে পারল। পুলিশ চিফ, গোয়েন্দা এমনকি

হোটেল ম্যানেজারেরও তা অজানা থাকার কথা না। সিসিলির মূল মাফিয়া নেতাদের একজন গেনকো বারি, গোটা দেশের সবার ওর নাম শোনার কথা!

একটা গাড়ি ভাড়া করল রোগান, ভিলালবা প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। আচমকা মনে হলো, হয়তো এই দ্বীপ থেকে আর কখনো বেরোতে পারবে না ও। তাতে আফসোস নেই তেমন, তবে দুজনকে শাস্তি দেয়া হবে না নিজ হাতে।

তা নিয়ে ভাবতে চাইল না এই মুহূর্তে...

রোজালিকে আর কখনো না দেখার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সেটা নিয়েও না। সব ব্যবস্থা করে এসেছে অবশ্য। মেয়েটা ওর অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই হবে। রোগানকে ভুলে নতুন এক জীবন শুরু করতে পারবে রোজালি।

এই মুহূর্তে গেনকো বারিকে হত্যা করা ছাড়া আর কিছুই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মনে মনে ইতালীয় বাহিনির ইউনিফর্ম পরিহিত লোকটার কথা ভাবতে লাগল রোগান। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে যে সাতজন ছিল, তাদের মাঝে একমাত্র এক লোকটাই উষ্ণতার ছিটে-ফোঁটা দেখিয়েছে।

তবে অন্তিম মুহূর্তে ওকে বিদ্রুপ করেছিল এই লোকটাও!

সেই গা শিউরানো সকালটায়, মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে, ক্লাউস ফন অস্টিন নিজের আসনে বসে হাসছিল। হানস এবং এরিক ফ্রেইসলিং তাড়া দিচ্ছিল রোগানকে 'মুক্তির পোশাক' পরতে। গেনকো বারি সেদিন কিছুই বলেনি, চুপচাপ ওর দিকে তাকিয়ে ছিল করুণার দৃষ্টি নিয়ে।

অনেকক্ষণ পর কামরার অন্য পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল রোগানের সামনে। রোগানকে টাই বাঁধায় সাহায্য করেছিল সে, রোগানের জ্যাকেটের ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওর নজর অন্য দিকে সরিয়ে রেখেছিল বারি, যেন এরিকের পেছনে গিয়ে দাঁড়ানোটা টের না পায় সে। সেদিক দিয়ে হিসেব করলে বারি ওর অপমানজনক সেই নাটকের এক কুশীলব বটে। সেদিন ওকে মানবিকতা দেখিয়েছিল বলেই লোকটাকে মাফ করতে পারছে না রোগান। মোটকে ছিল স্বার্থপর, নিজের ভালো ছাড়া কিছু দেখত না। কার্ল ফ্যানকে মানুষ না বলে পশু বলাই শ্রেয়। ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা

BanglaBook.org

শয়তানের প্রতিমূর্তি। ওরা যা করেছে, তা ওদের করারই কথা; ব্যাপারটা ওদের সঙ্গে যায়। কিন্তু গেনকো বারি দেখিয়েছিল তার মানবিক রূপ। ইচ্ছে করে, বিকৃত মানসিকতার পরিচয় দিয়ে ওকে অত্যাচার এবং হত্যার নাটকে অভিনয় করেছিল লোকটা।

যে অপরাধ কোনোভাবেই মাফ করা যায় না...

সিসিলির তারা ভরা আকাশের নিচে গাড়ি চালাতে চালাতে অতীতের কথা ভাবতে শুরু করল রোগান। এতগুলো বছর স্বপ্ন দেখে এসেছে প্রতিশোধ নেবার, কেবল এই একটা তাড়নাই বাঁচিয়ে রেখেছিল ওকে। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ঠিক বাইরে থাকা লাশের স্তূপে যখন ফেলে দেয়া হয়েছিল ওকে, মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে তখনো কেবল ঘৃণা ছিল ওর জীবনের একমাত্র চলনশক্তি!

রোজালি আর নেই সঙ্গে, ওকে আবার দেখতে পাবে বলে মনেও হয় না; তাই মৃতা স্ত্রীর কথা চলে এল ওর মনে। ভাবল–ক্রিস্টিন, ক্রিস্টিন, এই তারা ভরা রাত তোমার খুব পছন্দ হতো। সবাইকে বিশ্বাস করতে তুমি, পছন্দ করতে। আমি কী করছি, তা ধরতে পারোনি কখনো। ধরা পড়লে আমাদের কী হবে, সেটাও জানতে না। তোমার চিৎকার যখন শুনতে পেলাম মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে, তখন কেঁপে উঠেছিলাম সেই চিৎকারে মিশে থাকা বিস্ময় ধরতে পেরে! মরার আগেও বিশ্বাস করতে পারোনি তুমি, একজন মানুষ তার প্রজাতির আরেকজনের ওপর এভাবে অত্যাচার চালাতে পারে।

দারুণ সুন্দরী ছিল মেয়েটা; ফ্রেঞ্চ হলেও লম্বা পায়ের অধিকারী ছিল, উরু ছিল গোলগাল; সরু কোমর আর ছোট্ট স্তন পাগল করে তুলল রোগানকে। নরম, বাদামি চুল যেন সিল্ক; উজ্জ্বল চোখে খেলত মাদকতা। ক্রিস্টিনের ভরাট, মদির ঠোঁটে লেগেই থাকত মৃদু হাসি।

হত্যা করার আগে কে কে অত্যাচার করেছিল ক্রিস্টিনের ওপর? বারি? ফ্যান? মোটকে? ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা? পায়েরস্কি? ফন অস্টিন? নাকি সবাই মিলে? কীভাবে বেচারিকে ওভাবে চিৎকার করতে বাধ্য করেছিল লোকগুলো? হত্যা করেছিল কীভাবে?

এই প্রশ্নগুলো কখনো করেনি রোগান। লাভ কী করে? উত্তর হিসেবে পেত মিথ্যে কিছু কথা। ফ্যান আর মোটকে অনেক কমিয়ে বলত। ফ্রেইসলিং বলত ঠিক ততটাই বাড়িয়ে, যেন রোগান আরো কষ্ট পায়।

BanglaBook.org

একমাত্র গেনকো বারি ওকে সত্যিটা জানাত...জানাবে। এই ব্যাপারে কেন যেন নিশ্চিত মনে হচ্ছে নিজেকে রোগানের। অবশেষে জানতে পারবে সে: ওর গর্ভবতী স্ত্রী মারা গেল কীভাবে। মেয়েটার গা শিউরানো চিৎকারের কারণটাও আর অজানা থাকবে না...

...যে চিৎকার রেকর্ড করে বারবার শোনানো হতো ওকে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

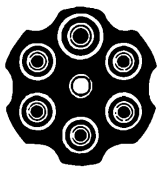

অধ্যায় বারো

রাত সাড়ে এগারোটার দিকে ভিলালবায় পৌঁছল রোগান। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, চারপাশে এখনো আলো জ্বলছে! শত শত রঙিন লণ্ঠন ঝুলছে প্রতিটা রাস্তার পাশে। খোয়া-পাথরের ফুটপাতে হাঁটার জায়গা নেই, কাঠের বুথ দিয়ে ভর্তি ওগুলো। গ্রামবাসীরা বিক্রি করছে মদ, গরম-গরম সসেজ এবং পুরু সিসিলিয়ান পিজ্জা। রাতের বাতাস ভারী হয়ে আছে সুগন্ধে, গাড়ি বন্ধ করে একটা স্যান্ডউইচ কিনল রোগান। খাবারটা মুখে দিতেই মনে হলো যেন গরম, ঝাঁঝাল মশলায় দম বন্ধ হয়ে আসবে! পাশের বুথে গিয়ে রেড ওয়াইন কিনে গলা ঠান্ডা করল সে।

ওই বুথ থেকেই জানতে পারল, বিশেষ এক দিনে গ্রামে উপস্থিত হয়েছে ও। আজ গ্রামের প্যাট্রন সেইন্ট, সেইন্ট সিসিলিয়ার জন্মদিন। প্রথা অনুযায়ী মোট তিনদিন চলবে এই আনন্দ উদযাপন। রোগান উপস্থিত হয়েছে দ্বিতীয় দিনে।

রাতের এই সময়টার মাঝে রেড ওয়াইন পান করে মাতাল হয়ে যায় সবাই, কিছু ছোট্ট বাচ্চাসহ। আনন্দের সঙ্গে রোগানকে বরণ করে নিল ওরা। যখন ওর মুখে শুনল নিখুঁত উচ্চারণে ইতালিয়ান ভাষা এবং জানতে পারল যে সে নিজেও মদের ব্যবসায়ী, তখন টুলিয়ো নামের এক মোটা গোঁফঅলা লোক জড়িয়েই ধরল ওকে!

একত্রে মদের পাত্রে ডুব দিল যেন ওরা। টুলিয়ো ছাড়বে না রোগানকে, আবার মদের জন্য কোনো অর্থও নেবে না। ওদেরকে ঘিরে ধরল আরো কিছু মানুষ। বড় বড় রুটি এনেছে সঙ্গে, সেই সাথে আছে ভাজা গোলমরিচ। কেউ কেউ তো সেদ্ধ করা ঈলও নিয়ে এসেছে! বাচ্চারা নাচছে রাস্তায়।

BanglaBook.org

আচমকা মূল সড়ক ধরে এগিয়ে আসতে লাগল তিনজন সুবেশী মেয়ে, কালো চুলগুলো মাথার ওপরে খোঁপা করা। হাতে হাত রেখে নাচছে ওরা, কামনা-মদির চেহারায় ইঙ্গিত দিচ্ছে পুরুষদের।

ওদের নাম–ফিয়েস্তা পুতেইন; এই উৎসবের জন্য বিশেষ ভাবে বাছাই করা পতিতা। গ্রামের যেসব ছেলেরা প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছে, তাদের কৌমার্য নিজের করে নেবার জন্যই আনানো হয়েছে এদের; যাতে স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে উল্টোপাল্টা কিছু না করে তারা।

ভেঙে গেল পুরুষদের ভিড়; যে যুবকরা পিছু নিল মেয়েদের, তাদের দলে নাম লেখাল।

দারুণ সুযোগ এসেছে সামনে, ভাবল রোগান। আজই কাজ সেরে গ্রাম ছাড়া যেতে পারে। সাত-পাঁচ ভেবে জিজ্ঞেস করল টুলিয়োকে। 'গেনকো বারির বাড়ি কোথায়, জানো নাকি?'

বিশালদেহী সিসিলিয়ানের আচরণ মুহূর্তের মাঝে পাল্টে গেল। জমে গেল যেন সে, চেহারা হয়ে গেল অনুভূতিশূন্য, খানিক আগের বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের কিছুই অবশিষ্ট নেই। 'আমি কোনো গেনকো বারিকে চিনি না,' বলল সে।

হাসল রোগান। 'আমি ওর পুরাতন বন্ধু, যুদ্ধে একসঙ্গে ছিলাম। বারির প্রস্তাব পেয়েই এসেছি ভিলালবায়। যাক, বাদ দাও। আমি খুঁজে নেব।'

মুহূর্তে আবার আগের টুলিয়োতে পরিণত হলো লোকটা। 'আহ, ওর ফিয়েস্তায় দাওয়াত পেয়েছ নাকি? বেশ, বেশ। পুরো গ্রামকেই দাওয়াত দিয়েছে। চলো, দিয়ে আসি।'

কমপক্ষে পাঁচজন খদ্দের বসে ছিল মদের আশায়। কিন্তু হাত নেড়ে ওদেরকে একরকম তাড়িয়ে দিল টুলিয়ো, বন্ধ করে দিল কাঠের বুথ। এরপর রোগানের হাত ধরে বলল, 'আমার হাতে ছেড়ে দাও বিজেকে। আজ রাতের কথা জীবনে কখনো ভুলবে না!'

'আমার সেটাই আশা,' ভদ্রতার সঙ্গে বলল রোগান।

গেনকো বারির ভিলাটা মূল গ্রামের ঠিক বাইরেই, ওটাকে ঘিরে রেখেছে পাথরের উঁচু দেয়াল। দুটো বিশাল, লোহার গ্রিলঅলা দরজা হাঁ করে আছে। যতদূর দেখা যায়, ভিলার দালানটা সাজানো হয়েছে রঙিন কাগজ দিয়ে; বাতাসে উড়ছে ওগুলো। গেনকো বারি গ্রামবাসীদের জন্য খুলে দিয়েছে দরজা, যাদের অধিকাংশ ওরই ক্ষেতে কাজ করে।

BanglaBook.org

টুলিয়োকে অনুসরণ করে ভেতরে পা রাখল রোগান।

লম্বা কিছু টেবিল বিছানো হয়েছে বাগানে; তাতে শোভা পাচ্ছে ম্যাকারোনির বড় বড় পাত্র; আরো আছে ফল এবং আইসক্রিম। প্রাঙ্গণে রাখা পাত্র থেকে গ্লাসে মদ ঢালছে সুন্দরীরা। লালচে-বেগুনি তরল তুলে দিচ্ছে সবার হাতে। মনে হলো রোগানের–আশপাশের সবাই এসে উপস্থিত হয়েছে মাফিয়া নেতার এস্টেটে। একটা মঞ্চে বসে বাদ্যযন্ত্রে সুর তুলছে তিনজন বাদক। সেই মঞ্চেরই ঠিক মাঝখানে, সিংহাসনের মতো দেখতে একটা চেয়ারে বসে আছে...

...রোগানের শিকার!

সবার সঙ্গে করমর্দন করছে মাফিয়া নেতা, হাসছে প্রাণখোলা হাসি। রোগান আরেকটু হলেই ওকে চিনতে ভুল করেছিল। দশ বছর আগের গোলগাল, মাংসল চেহারা পরিণত হয়েছে যেন কংকালে! ফিয়েস্তার আনন্দের মাঝে, মৃত্যুর সাদা মুখোশ পরে বসে আছে গেনকো বারি। কোনো সন্দেহ নেই–যা করার খুব দ্রুতই করতে হবে রোগানকে, নইলে নিরপেক্ষ জল্লাদ এসে নিয়ে যাবে ওর লক্ষ্যকে।

নর-নারী নাচার জন্য চতুর্ভুজাকৃতিতে জড়ো হচ্ছে প্রাঙ্গণে। নাচ শুরু হতেই টুলিয়োর কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল রোগান। নিজেও নাচছে ও, ক্ষণে ক্ষণে পাল্টাচ্ছে পার্টনার। এক পর্যায়ে এসে এক সিসিলিয়ান তরুণীকে পেল ও, টেনে মেয়েটা সরিয়ে নিয়ে এল ওকে। নাচ ছেড়ে জোড়ায় জোড়ায় সটকে পড়তে লাগল সবাই, হারিয়ে যাচ্ছে ঝোপের আড়ালে। রোগানের পার্টনার ওকে নিয়ে এল একটা বিশাল মদের ব্যারেলের পেছনে। ওটার ওপরে থাকা নলে মুখ লাগিয়ে সরাসরি পান করল মেয়েটা, তারপর ইঙ্গিতে রোগানকে বলল সেটাই করতে।

দারুণ সুন্দরী এক মেয়ে। ভরাট মুখটায় লেগে আছে বেগুনি মদ। কালো চোখজোড়া জ্বলজ্বল করছে, জলপাইরঙা ত্বক যেন শুষে নিচ্ছে লণ্ঠনের আলো। ভরাট দুই বুক কোনোভাবেই মানছে না লো-কাট ব্লাউজের বাধা। মেয়েটির শ্বাসের সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্পন্দিত হচ্ছে ওগুলো। সিল্কের স্কার্টের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে গোলাকার উরু। ক্ষুধার্ত মাংসপিণ্ডটা আর অপেক্ষা করতে পারছে না!

রোগানকে মদ পান করতে দেখল ও, নিজের দেহ দিয়ে চাপ দিল ওর দেহে। তারপর ওকে নিয়ে এল ভিড় থেকে দূরে, পাথুরে দালানের পেছন দিকে।

BanglaBook.org

মেয়েটির পিছু পিছু পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগল রোগান। সিঁড়িটা দালানের বাইরে হলেও, ওপরে উঠে শেষ হয়েছে ব্যালকনিতে। কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে শোবার ঘরে পা রাখল ওরা।

ঘুরে দাঁড়িয়ে নিজের ঠোঁটজোড়া রোগানের দিকে বাড়িয়ে দিল মেয়েটা। স্তনজোড়া কাঁপছে উত্তেজনায়, রোগান যেন ওগুলোর নড়াচড়া থামাতেই হাত রাখল শক্ত করে। মেয়েটার দুই হাত জড়িয়ে ধরল ওকে, টেনে নিল নিজের কাছে।

এক মুহূর্তের জন্য রোজালির কথা মনে পড়ে গেল রোগানের। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে যে মেয়েটার সঙ্গে আর দেখা করবে না, ওর মৃত্যুর দর্শক বানাবে না তাকে। এখন যদি এই মেয়েটার সঙ্গে শোয়, তাহলে সিদ্ধান্তটা পোক্ত হবে। তার চাইতে বড় কথা, গেনকো বারির ভিলায় ঢোকার চাবি হচ্ছে এই মেয়ে।

এদিকে অধৈর্য হয়ে গেছে তরুণী, টেনে ওকে ফেলতে চাইছে বিছানায়; খুলে ফেলতে চাইছে রোগানের পোশাক। নিজের স্কার্টটা পেট পর্যন্ত তুলে ফেলেছে, দেখাচ্ছে ওর সব সম্পদ। নিজের মাঝেও উত্তেজনার ছোবল টের পেল রোগান।

কয়েক মিনিটের মাঝেই দেখা গেল, দুটো সাপের মতো একে-অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে ওরা। নগ্ন দেহ দুটো ঘামে পিচ্ছিল হয়ে আছে, গড়াতে গড়াতে শীতল পাথরের ওপর পড়ে গেল ওরা...কিন্তু তাতেও কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

চাহিদা পুরো করে একে-অন্যকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল দুজনে। উঠল একবার, রেড ওয়াইন পান করে গেল বিছানায়। আরো একবার ভালোবাসার খাটাখাটনির পর, ঘুমিয়ে পড়ল।

BanglaBook.org

সকালে ঘুম ভেঙে রোগান আবিষ্কার করল, জীবনে এত প্রকট হ্যাংওভার কখনো হয়নি ওর। মনে হচ্ছে যেন দেহটা হাড়-মাংসের নয়, পচতে বসা মিষ্টি আঙুরের। গুঙিয়ে উঠল একবার, সহানুভূতির আওয়াজ মুখ দিয়ে বের করল পাশে শোয়া মেয়েটি। তারপর বিছানার নিচে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল প্রায় খালি হয়ে যাওয়া মদের পাত্র, আগের রাতে ওটা থেকেই গলায় ঢেলেছে।

'হ্যাংওভারের এটাই সেরা ওষুধ,' বলল মেয়েটি। পাত্রে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে এগিয়ে দিল রোগানের দিকে।

হাত বাড়িয়ে পাত্রটা নিল রোগান, চুমুক দিতেই মনে হলো যেন মাথাব্যথা মুছে যাচ্ছে। মেয়েটার ভারি স্তনে চুমু খেল সে, ওগুলো থেকে যেন আঙুরের ঘ্রাণ আসছে। আসলে শুধু বুক থেকে নয়, মেয়েটির পুরো দেহেই আঙুরের সুবাস; যেন ওকে বানানোই হচ্ছে ফলটার নির্যাস দিয়ে।

হাসল রোগান, ছুঁড়ে দিল প্রশ্ন, 'কে তুমি?'

'আমি মিসেস গেনকো বারি,' জবাব দিল মেয়েটা। 'তবে তুমি চাইলে আমাকে লুসিয়া বলে ডাকতে পারো।' ঠিক সেই মুহূর্তেই দরজায় তিনবার নকের আওয়াজ হলো। রোগানের দিকে চেয়ে হাসল মেয়েটি। 'আমার স্বামী এসেছে, তোমাকে পুরস্কার দেবার জন্য।'

উঠে দরজা খুলে দিল লুসিয়া, রোগান তখন ব্যস্ত জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওয়ালথার পিস্তলটা বের করার কাজে। কিন্তু তাতে সফল হবার আগেই খুলে গেল দরজা, ভেতরে পা রাখল গেনকো বারি। ওর কৃশ, অসুস্থ দেখটার পেছনে দেখা যাচ্ছে আরো দুইজন সিসিলিয়ান কৃষক; হাতে শটগান। তাদের একজন টুলিয়ো, নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রোগানের দিকে।

গেনকো বারি তার স্ত্রীর ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসল, আলতো হাসি হাসল রোগানের দিকে চেয়ে। 'ভয় পেয়ো না। আমি অন্য সব সিসিলিয়ানদের মতো এত অল্পে ঈর্ষান্বিত হই না।' বলল সে। 'বুঝতেই পারছ যে আমি এখন আর আমার স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করতে পারি না। তবে বাস্তবতা বুঝি, তাই স্ত্রীকে ওর স্বাভাবিক চাহিদা মেটাবার অনুমতি দিয়ে রেখেছি। অবশ্য শর্তও আছে একটা–ওর শয্যাসঙ্গী আর যে-ই হোক, এই গ্রামের কেউ হতে পারবে না। নইলে কানাঘুষো ছড়িয়ে পড়বে চারপাশে। গত রাতে মদের নেশায় পড়ে বেচারি লুসিয়া নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। সে যাক...এই হচ্ছে তোমার পুরস্কার।' টাকা ভর্তি একটা থলে ছুঁড়ে দিল সে বিছানার ওপর।

নড়ার কোনো লক্ষণ দেখাল না রোগান।

স্ত্রীর দিকে ফিরল গেনকো বারি। 'পেরেছে ঠিকমতো?'

রোগানের দিকে চেয়ে হাসল লুসিয়া। 'ভালোমতোই পেরেছে।' দুষ্টুমির সুরে বলল সে।

BanglaBook.org

হাসল বারি–অথবা বলা চলে, হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু চেহারায় মাংস না থাকায় দাঁত ছাড়া আর কিছু দেখা গেল না। 'আমার স্ত্রীকে ক্ষমা করে দিয়ো,' রোগানকে বলল সে। 'সাধারণ মেয়ে ও, তবে চাহিদা খুব বেশি। বছর তিনেক আগে যখন শুনলাম মরতে যাচ্ছি, তখন বিয়ে করে ফেললাম। ভেবেছিলাম যে ওর দেহের নেশায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব। তবে সেই ভুল ভাঙতে সময় লাগল না বেশি। যখন লুসিয়ার কষ্ট দেখতে পেলাম, তখন প্রথাবিরোধী সিদ্ধান্ত নিলাম। প্রেমিক বেছে নেবার সুযোগ দিলাম ওকে, তবে শর্ত দিলাম আমার মতো করে...যেন আমার ও আমার পরিবারের সম্মানে কালিমা না লাগে। তাই তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছি: যদি গতরাতে কথা কোনোদিন মুখেও তোল, তাহলে জীবনে আর কখনো যেন নারীসঙ্গ উপভোগ করতে না পারো সেই ব্যবস্থা করব!'

অল্প কথায় জবাব দিল রোগান, 'অর্থের দরকার নেই আমার। এবং যার সঙ্গে শুই, তার কথা বলে বেড়াই না।'

গভীর মনোযোগে ওকে কিছুক্ষণ দেখল গেনকো বারি। 'তোমার চেহারা খুব পরিচিত ঠেকছে,' বলল সে। 'কথা বলো একদম ইতালিয়ানদের মতো। আমরা কি একে-অন্যের পরিচিত?'

'না,' রোগান বলল। করুণার চোখে দেখছে সে বারিকে। লোকটার ওজন এখন টেনে-টুনেও সত্তর পাউন্ড হবে না। চেহারা বলতে হাড়ের ওপর লেগে থাকা চামড়া শুধু!

গেনকো বারি আপনমনে বলল, 'পালেরমোতে থাকাকালীন আমার খোঁজ করেছিলে তুমি। তারপর আমেরিকান গুপ্তচর, বেইলি এসে তোমাকে আমার খবর দেয়। টুলিয়ো–' মাথা নেড়ে বিশালদেহী ইতালিয়ানকে দেখাল ও। '–বলল তুমি নাকি বুথে বসে বলেছিলে যে আমাকে তুমি চেনো। শুধু তাই না, আমি নাকি তোমাকে দাওয়াত দিয়েছি পর্যন্ত! এত কিছু হয়ে গেল যখন, তখন নিশ্চয়ই তোমার সঙ্গে মোলাকাত হয়েছে কখনো না কখনো।' রোগানের দিকে ঝুঁকল ও। 'আমাকে খুন করার জন্য কেউ পাঠিয়েছে নাকি?' মুচকি হাসল নিজের কথাতেই। দুই পাশে হাত ছড়িয়ে আমোদের সুরে বলল, 'দেরি করে ফেলেছ। আমি মারা যাচ্ছি, তাই শুধু শুধু আমাকে খুন করার দরকার নেই কোনো।'

ধীরে-সুস্থে বলল রোগান। 'আমাকে যদি চিনতে পারো, তাহলে তোমার প্রশ্নের জবাব দেব।'

BanglaBook.org

শ্রাগ করল বারি। 'তাতে কিছু যায়-আসে না,' বলল সে। 'তবে তোমাকে কিছুদিন আমার ভিলায় অতিথি হয়ে থাকতে হবে। ধরে নাও ছুটি কাটাতে এসেছ। আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করো, সম্ভব হলে দিনে এক ঘণ্টা করে সময় দাও আমাকে। আমেরিকা নিয়ে আমার কৌতূহল অনেক বেশি। ওই দেশে অনেক বন্ধুই থাকে। হ্যাঁ বলো, আফসোস করতে হবে না।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোগান, তারপর হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্য। বারি তার প্রহরী নিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই লুসিয়াকে জিজ্ঞেস করল ও, 'কতদিন বাঁচবে তোমার স্বামী?'

জবাবে শ্রাগ করল লুসিয়া। 'কে বলতে পারে? এক মাস, এক হপ্তা...অথবা এক ঘণ্টা। ওর জন্য আমার দুঃখ হয়, কিন্তু কী করব বলো? আমি যুবতী, পুরো জীবনটা সামনে পড়ে আছে। হয়তো ও তাড়াতাড়ি মরে গেলেই আমার জন্য ভালো হয়; তবে একটা কথা ঠিক: কাঁদব আমি গেনকোর জন্য। খুব ভালো মানুষ ও। আমার বাবা-মাকে খামার করে দিয়েছে। কথা দিয়েছে, মারা গেলে আমাকে সব দিয়ে যাবে। প্রেমিক ছাড়াও কাটিয়ে দিতে পারতাম কিছু দিন, কিন্তু গেনকোই চাপ দিল। তোমাকে পাবার পর মনে হচ্ছে, ভালোই করেছে।'

এগিয়ে এসে লুসিয়া বসল রোগানের কোলে, আরেক দফার জন্য প্রস্তুত।

পরবর্তী সপ্তাহটা গেনকো বারির ভিলাতেই কাটিয়ে দিল রোগান। পরিষ্কার বুঝে গেল ও–বারিকে খুন করে সিসিলি থেকে পালাতে পারবে না। মাফিয়া ওকে খুব সহজেই তুলে নেবে পালেরমোর বিমানবন্দর থেকে। একটা মাত্র উপায় অবশিষ্ট আছে–এমনভাবে খুন করতে হবে বারিকে যেন ওর লাশ কমপক্ষে ছয় ঘণ্টা অনাবিষ্কৃত থাকে। নইলে বিমানে ওঠা সম্ভব হবে না।

প্রত্যেকটা দিন নতুন নতুন পরিকল্পনা খাড়া করতে লাগল ও, সেই সঙ্গে বারির সঙ্গে কাটাতে লাগল সময়। মাফিয়া ডনকে পছন্দ হলো ওর, লোকটা ভদ্র আর আন্তরিক। এক হপ্তার মাঝেই বন্ধু বনে গেল বলা চায়। লুসিয়ার মতো সুন্দরীর সঙ্গে পিকনিকে যাওয়া কিংবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোই লাগে ওর। কিন্তু গেনকো বারির সঙ্গে প্রতিদিন এক ঘণ্টা কাটাবার অপেক্ষায় থাকে।

BanglaBook.org

লুসিয়ার শারীরিক চাহিদা পূরণ করা মুখের কথা না। সন্ধ্যার দিকে বারির সঙ্গে হালকা খাবার খাওয়ার সময়টাকে তাই দম ফেলার সুযোগ হিসেবে নিল রোগান। দশ বছর আগে যে খুনি ছিল গেনকো বারি, তার সঙ্গে আজকের বারিকে কোনোভাবেই মেলানো যাবে না। রোগানকে সে নিজের ছেলের মতো দেখতে শুরু করেছে। আগ্রহের সঙ্গে শোনে ওর সব কথা, সমান আগ্রহ নিয়ে সিসিলিতে মাফিয়ার নানা কর্মকাণ্ডের গল্পও শোনায়।

'সিসিলির কোনো পাথুরে দেয়াল দুই ফুটের চাইতে বেশি উঁচু না। কেন জানো?' জিজ্ঞেস করল একদিন সে রোগানকে। 'রোমের সরকারের একদিন মনে হলো–সিসিলিয়ানরা উঁচু দেয়ালের ওপাশে লুকিয়ে একে-অন্যকে অ্যামবুশ করে মেরে ফেলছে। তাই ভাবল, দেয়ালের উচ্চতা কমিয়ে দিলে খুনাখুনির সংখ্যাও কমবে! বোকার হদ্দ যাকে বলে। মানুষ কখনো অন্য মানুষকে খুন করা বন্ধ করবে না। কি, ঠিক বলেছি না?' তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে রোগানের দিকে তাকাল ও।

জবাবে কেবল হাসল রোগান। এই মুহূর্তে হত্যা-সংক্রান্ত দর্শনের আলোচনায় জড়াতে চাচ্ছে না।

মাফিয়াদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর ব্যবসার ব্যাপারে কথা বলল বারি। বর্তমান সরকার এবং প্রতিটা ব্যবসায় রয়েছে মাফিয়ার হাত, জোঁকের মতো চুষে নিচ্ছে রক্ত। এমনকি মাফিয়াদের একটা দল নাকি যুবকদের কাছ থেকে চাঁদা নেয়, যেই যুবকরা তাদের প্রেমিকাদের ব্যালকনির নিচে এসে প্রেম নিবেদন করে! পুরো দ্বীপটাই অবিশ্বাস্য রকমের দুর্নীতিগ্রস্ত। তবে মাফিয়ার সদস্য হলে শান্তিতে বেঁচে থাকা সম্ভব।

১৯৪৬ সালে খামারি বনে যায় বারি। যুদ্ধের ঠিক পরপর মাদক ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে, কিন্তু তাতে অংশ নিতে অস্বীকৃতি জানায় সে। 'আমি মানুষ হিসেবে তখন খুব একটা সুবিধের ছিলাম না,' লাজমাখা হাসি উপহার দিয়ে বলল গেনকো। 'হিংস্র ছিলাম বটে। কিন্তু কখনো কোনো নারীর ক্ষতি করিনি, করিনি মাদক ব্যবসাও। আত্মসম্মান বজায় রেখেছি সর্বদা। খুনি আর চোর হলেও, সম্মান তো সম্মানই।'

কাষ্ঠ হাসি হাসল রোগান। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের কথা ভুলে গেছে বারি, মনে নেই ফোনোগ্রাফ থেকে ভেসে আসা ক্রিস্টিনের চিৎকারের কথাও!

BanglaBook.org

তবে হ্যাঁ, মনে করিয়ে দেবার সময় এসেছে বটে।

সপ্তাহ শেষ হবার আগেই একটা পরিকল্পনা করে ফেলল রোগান। সম্ভব, ভাবল ও, বারিকে খুন করাও সম্ভব...আবার পালিয়ে যাওয়াও সম্ভব। প্রস্তাব দিল ও মাফিয়া ডনকে–ওর গাড়িতে করে পিকনিকে যাবার। খাবার আর মদ নিয়ে গ্রামের পথ ধরবে ওরা, বিশ্রাম করবে গাছের ছায়ায়। অসুস্থ লোকটার এতে উপকারই হবে।

বারি হাসল প্রস্তাব শুনে। 'খুব ভালো প্রস্তাব। আমার মতো এক মৃত্যুপথযাত্রী বুড়োর পেছনে সময় নষ্ট করার কথা ভেবেছে দেখেই ভালো লাগছে। তোমার গাড়িতে খাবার আর মদ তুলতে বলছি। লুসিয়া যাবে সঙ্গে?'

ভ্রু কুঁচকে মানা করল রোগান। 'মেয়েটা বড় বেশি প্রাণবন্ত। এমন প্রাণবন্ত মেয়ে আশপাশে থাকতে পুরুষ মানুষ কথা বলতে পারে না প্রাণ খুলে। শুধু শুধু ওকে সঙ্গে নেবার দরকার আছে বলে আমি মনে করি না।'

হেসে ফেলল বারি, রাজি হয়ে গেল যেতে। ঠিক হলো, পরদিন ভোরে বেরিয়ে পড়বে ওরা, ফিরবে রাতের দিকে। পথে কিছু কাজ সারবে গেনকো, কয়েকটা গ্রামে থামতে হবে আরকি।

প্রথমে মন খারাপ করলেও যখন জানতে পারল যে গ্রামগুলো পালেরমো যাবার পথেই পড়ে, তখন খুশি হয়ে গেল রোগান।

যে কথা সেই কাজ, ভোরের দিকে গাড়িতে উঠে বসল ওরা। রোগান চালাচ্ছে, গেনকো বসে আছে পাশে। লোকটার কঙ্কালদর্শন চেহারা প্রায় ঢেকে রেখেছে ক্রিমরঙা পানামা হ্যাট।

পালেরমো যাবার রাস্তা ধরে কয়েক ঘণ্টা এগোল ওরা, তারপর ইঙ্গিতে একটা পার্শ্বরাস্তা দেখালো বারি। জানাল, ওই পথ ধরে পাহাড়ি এলাকায় যাওয়া যায়। রাস্তাটা খানিক এগোতেই পরিণত হলো সরু গলিতে, গাড়ি থামাতে বাধ্য হলো রোগান।

'খাবার আর মদ সঙ্গে নাও,' গেনকো বারি বলল। 'আমরা পাহাড়ের কোলে পিকনিক করব।'

বারি দাঁড়িয়ে রইল পাহাড়ের ছায়ায়। এদিকে গাড়ির ভেতর থেকে খাবার-পানীয় বের করে আনল রোগান। সঙ্গে একটা লাল চেকের টেবিল-ক্লথও আছে, সেটাকে মাটির ওপর বেছাল ও। তার ওপর সাজিয়ে রাখল

BanglaBook.org

বেগুন ভাজা, ঠান্ডা সসেজ, রুটি। মদের জন্য ছোট ছোট গ্লাসও আছে কিছু। সেগুলোতে পাত্রের তরল ঢালল বারি। খাওয়া শেষে রোগানের দিকে একটা লম্বা, পাতলা, কালো সিগার বাড়িয়ে দিল বারি। 'সিসিলিয়ান তামাক, বিরল খুব। তবে বিশ্বে এরচেয়ে ভালো তামাক আর পাবে না।' লাইটার জ্বালিয়ে রোগানের সিগারে আগুন ধরাল, সেই একই কণ্ঠে জানতে চাইল, 'আজকে আমাকে খুন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ?'

হতবাক রোগান চারপাশে তাকাল, সন্দেহ হচ্ছে যে ফাঁদে পা দিয়ে বসেছে।

ওর হাবভাব দেখে হাসল গেনকো বারি। 'নাহ, জীবন রক্ষার্থে কোনো পদক্ষেপ নেইনি আমি। লাভ কী তাতে? তবে কৌতূহল মেটাতে চাই। কে তুমি? কেন চাও আমাকে মারতে?'

ধীরে ধীরে বলল রোগান। 'একবার বলেছিলে, কখনো কোনো নারীর ক্ষতি করোনি। কিন্তু আমার স্ত্রীকে হত্যার কাজে সাহায্য করেছিলে তুমি।' হতবাক দেখাল বারিকে, তাই বলে চলল রোগান। 'রোজেনমনটাগে, ১৯৪৫ সালে, মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে। এরিক ফ্রেইসলিং আমার মাথার পেছনে গুলি করেছিল, তখন তুমি আমার টাই বাঁধছিলে। তবে আমাকে হত্যা করতে পারোনি তোমরা...তুমি। বেঁচে যাই আমি। ফ্রেইসলিং ভাইরা মারা গেছে, মারা গেছে মোটকে আর ফ্যানও। তোমাকে হত্যা করার পর বাকি থাকবে শুধু পায়েরস্কি এবং ফন অস্টিন। এরপর মরতেও আপত্তি থাকবে না।'

সিগারে টান দিল গেনকো বারি, তারপর একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল রোগানের দিকে। 'জানতাম–আমাকে হত্যা করার কোনো-না-কোনো শক্ত কারণ আছে তোমার। দেখেই মনে হয়, তুমি আত্মসম্মানী মানুষ। পুরো সপ্তাহ নজর রেখেছি। বুঝতে পেরেছি যে আমাকে খুন করে নিরাপদে পারেলমোতে যাবার ফন্দি আঁটছ। তোমাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি তাই। আমার লাশটাকে এখানেই ফেলে যেয়ো, অসুবিধে হবে না। কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই পৌঁছে যাবে রোমে। সম্ভব হলে যত দ্রুত পারো, ইতালি ছেড়ো। মাফিয়ার হাত অনেক লম্বা।'

'যদি আমার টাই বেঁধে না দিতে, যদি অন্য দিকে নজর না হটাতে... তাহলে হয়তো আজ তোমাকে আমার হাতে মরতে হতো না।' রোগান বলল।

BanglaBook.org

বারির শুকনো চেহারায় বিস্ময় দেখা গেল। দুঃখের হাসি হাসল ও. 'তোমাকে ধোঁকা দেবার ইচ্ছে ছিল না আমার, ভেবেছিলাম যে বুঝতে পেরেছ–মরতে যাচ্ছ! তাই চাচ্ছিলাম মানবিকতার ছোঁয়া যেন পাও তার আগে। মৃত্যুর আগে কিছুটা স্বস্তি দিতে চাচ্ছিলাম তোমাকে। তবে হ্যাঁ, অপরাধের দায় অস্বীকার করছি না। এতটুকু অন্তত জেনে রাখো: তোমার স্ত্রীর মৃত্যু কিংবা ওর চিৎকারের পেছনে আমার হাত নেই।'

সিসিলিয়ান সূর্য এখন ওদের মাথার ওপরে, পাথরের ছায়া একেবারেই অনুপস্থিত। রোগানের মনে হলো পেটের ভেতরে কিছু একটা জট পাকিয়েছে। 'ফন অস্টিন খুন করেছে ওকে?' জানতে চাইল সে। 'কে অত্যাচার চালিয়েছে ক্রিস্টিনের ওপরে? দয়া করে বলো আমাকে। বিনিময়ে, আমার মৃতা স্ত্রীর নামে কসম খেয়ে বলছি, ছেড়ে দেব তোমায়।'

উঠে দাঁড়াল গেনকো বারি। এই প্রথমবারের মতো ওকে কর্কশ আর রাগান্বিত দেখাল। 'বোকা কোথাকার,' বলল সে। 'বুঝতে পারছ না যে তোমার হাতে আমি খুন হতে চাই? তুমি আমার মুক্তিদাতা, আমার জল্লাদ নও। প্রতিদিন তীব্র ব্যথা সহ্য করতে হয় আমাকে, কোনো ওষুধই মুক্তি দিতে পারে না। আমার দেহের প্রতিটা কোষ দখল করে নিয়েছে ক্যান্সার, কিন্তু মারার কোনো নামই নিচ্ছে না! তোমাকে যেমন আমরা পারিনি মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে হত্যা করতে, ঠিক তেমনি। হয়তো আরো কয়েক বছর এভাবেই বেঁচে থাকব আমি, ঈশ্বরকে গালাগালি করতে করতে। প্রথম দিন থেকেই জানতাম, আমাকে খুন করতে এসেছ তুমি। যতভাবে সম্ভব, সাহায্য করেছি।' হাসল একটু। 'হয়তো হাস্যকর ঠেকবে, কিন্তু আমারও শর্ত আছে একটা–যদি কথা দাও যে খুন করবে, তাহলে সত্যিটা বলব।'

কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল রোগান। 'আত্মহত্যা করছ না কেন?'

জবাবে গেনকোকে বাউ করতে দেখে অবাক হয়ে গেল রোগান। ওর চোখে চোখ রেখে জবাব দিল ফিসফিসিয়ে, 'মহাপাপ হবে যে! আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী।'

লম্বা একটা নীরবতা নেমে এল ওদের মাঝে, উভয়ে দাঁড়িয়ে রইল। অবশেষে বলল রোগান। 'বলো যে ফন অস্টিন আমার স্ত্রীকে খুন করেছে। বিনিময়ে আমি তোমাকে মুক্তি দেব।'

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে বলল গেনকো বারি। 'আমাদের দলনেতা ছিল. ক্লাউস ফন অস্টিন। ওর মাথা থেকেই বেরিয়েছিল বুদ্ধিটা–তোমাকে অত্যাচার করার জন্য চিৎকার রেকর্ড করেছিল সে। অদ্ভুত, কিন্তু ভয়াবহ ছিল লোকটা। আমার মনে হয় না দুনিয়াতে এমন আরেকটা মানুষ পাওয়া যাবে, যার মাথায় এমন নৃশংস বুদ্ধি আসতে পারে! আসলে ব্যাপারটা পূর্বপরিকল্পিত ছিল না। মেয়েটা মারা যাচ্ছিল তখন, এক মুহূর্তের মাঝে ফন্দিটা আঁটে সে।'

কর্কশ শোনাল রোগানের কণ্ঠ। 'কে অত্যাচার চালিয়েছিল ওর ওপরে? কে খুন করেছে?'

গেনকো বারি সরাসরি ওর চোখে চোখ রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'তুমি।'

রোগানের মনে হলো রক্তের চাপ বেড়ে বুঝি প্লেট ভেঙে বেরিয়ে যাবে! পুরু কণ্ঠে বলল, 'হারামজাদা! আমাকে ধোঁকা দিয়েছ! নামটা বলবে না, তাই তো?' জ্যাকেট থেকে ওয়ালথারটা বের করে বারির পেটে তাক করল সে। 'বলো, কে আমার স্ত্রীকে হত্যা করেছে?'

আবার ওর চোখে চোখ রাখল গেনকো বারি। বলল, 'তুমি করেছ ওকে হত্যা। মৃত বাচ্চা প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে মেয়েটা। আমরা কেউ ওকে স্পর্শও করেনি। জানতাম যে মেয়েটা কিচ্ছু জানে না। কিন্তু ফন অস্টিন তোমার স্ত্রীর চিৎকার রেকর্ডের পরিকল্পনা করে, পরবর্তীতে তোমাকে শোনাবার জন্য।'

'মিথ্যে বলছ,' রোগান বলল।

কী করছে বুঝে ওঠার আগেই পিস্তলের ট্রিগার চেপে ধরল ও। বজ্রধ্বনির মতো চারপাশে প্রতিধ্বনিত হলো আওয়াজটা। গেনকোর দুর্বল দেহ প্রায় পাঁচ ফুট দূরে ছিটকে পড়ল। দেহটার দিকে এগিয়ে গেল রোগান, বারির কানের সঙ্গে ঠেকাল পিস্তল।

মরণাপন্ন লোকটা চোখ খুলে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মাথা নাড়ল। রোগানকে ফিসফিস করে বলল, 'নিজেকে দোষারোপ করো না। মৃত্যু যেভাবেই হোক না কেন, সব ধরনের মৃত্যুকষ্ট এবং সব ধরনের মৃত্যুই সমান শোচনীয়।' শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এখন ওর। 'আমাকে ক্ষমা করে দিয়ো, আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।'

BanglaBook.org

লোকটাকে আঁকড়ে ধরল রোগান. দ্বিতীয়বার গুলি করল না। চুপচাপ অপেক্ষা করতে লাগল ওর মারা যাবার।

মাত্র কয়েক মিনিট লাগল গেনকো বারির প্রাণবায়ু উড়ে যেতে। পালেরমোতে গিয়ে বিমান ধরার জন্য যথেষ্ট সময় পেল রোগান। তবে লাশটাকে ছেড়ে যাবার আগে গাড়ি থেকে কম্বল নিয়ে গেনকো বারির দেহটা ঢেকে দিল সে।

মনে মনে প্রার্থনা করল সে–লাশটা যেন অচিরেই আবিষ্কৃত হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

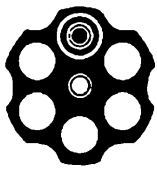

অধ্যায় তেরো

রোম থেকে বুদাপেস্টে যাবার ফ্লাইট ধরল রোগান। কথা রেখেছে আর্থার বেইলি, ওর জন্য ভিসা অপেক্ষাই করছিল। কিছুটা হুইস্কি নিল সঙ্গে, বিমানযাত্রাটা মাতাল অবস্থাতেই কাটিয়ে দিল। গেনকো বারির বলা কথাটা ভুলতে পারছে না ও: ক্রিস্টিন সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে...

...আর ও, মাইকেল রোগান, মেয়েটার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কিন্তু সেই আদ্যিকাল থেকে যে কাজটা মেয়েরা করে আসছে, তার কারণে অমন বীভৎস চিৎকার কি কেউ করতে পারে? মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে যেটা শুনেছিল রোগান? হারামজাদা ফন অস্টিন ইচ্ছে করে রেকর্ড করেছিল তা। একমাত্র শয়তানের বাচ্চা হলে ওই মুহূর্তে এমন কিছু একটা কারো মাথায় আসতে পারে।

মুহূর্তের জন্য নিজের অপরাধবোধ ভুলে গেল রোগান, ফন অস্টিনকে খুন করার পর কতটা আনন্দ পাবে...ভাবতে লাগল সেটাই। একবার তো ভাবল, পায়েরস্কিকে ক্রমে পিছিয়ে দেবে। কিন্তু হাঙ্গেরিগামী বিমানে বসে আছে বলে ভাবনাটাকে সিদ্ধান্তে পাল্টাল না। বেইলি ওকে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়ে রেখেছে বুদাপেস্টে, সব জোগাড়যন্ত্র শেষ।

মুচকি হাসল রোগান। ও এমন একটা কথা জানে, যা বেইলিরও জানা নেই!

বুদাপেস্টে নেমেই, মাতাল রোগান সরাসরি চলে এল আমেরিকার কনস্যুলেটে, দেখা করতে চাইল ইন্টারপ্রেটারের সঙ্গে। আর্থার বেইলি সেটাই করার নির্দেশ দিয়েছিল।

BanglaBook.org

ছোট্ট এক নার্ভাস লোক, যার গোঁফ দেখতে ঝাঁটার মতো, ওকে ভেতরের একটা কামরায় নিয়ে এল। 'আমি ইন্টারপ্রেটার,' বলল সে। 'আপনাকে আমার কাছে কে পাঠিয়েছে?'

'আমাদের উভয়ের বন্ধু, আর্থার বেইলি,' রোগান জানাল ওকে।

আরেকটা কামরায় চলে গেল ছোট্ট মানুষটা। খানিক পর ফিরে এসে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, 'দয়া করে আমাকে অনুসরণ করুন, স্যার। আপনাকে সাহায্য করতে পারবে, এমন একজনের কাছে নিয়ে যেতে চাই।'

এবার যে কামরায় ঢুকল ওরা, সেটায় আগে থেকেই টেকো মাথার এক হোঁতকা লোক অপেক্ষা করছিল। আগ্রহের সঙ্গে রোগানের বাড়িয়ে দেয়া হাত ধরল সে, নিজের পরিচয় দিল স্টেফান ভ্রস্টক বলে। 'আমি আপনাকে সাহায্য করব এই মিশনে,' জানাল সে। 'আমাদের বন্ধু, বেইলি, অনুরোধ করেছে ব্যাপারটা যেন আমি নিজে দেখি।' হাত নাড়িয়ে ইন্টারপ্রেটারকে বিদেয় করে দিল সে।

কামরায় যখন আর কেউ নেই, তখন ভ্রস্টকের মাঝে ফুটে উঠল অহংকার। 'আপনার কেসের ব্যাপারে পড়েছি, কী করেছেন তা-ও জানি। এমনকি সামনে কী করতে চান, তা-ও বলা হয়েছে আমাকে।' এমনভাবে কথা বলল লোকটা যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষ সে...

...বলাই বাহুল্য, আদপে সে না।

চুপচাপ বসে শুধু শুনল রোগান। ভ্রস্টকের থামার কোনো সম্ভাবনাই নেই। 'বুঝতেই পারছেন, লৌহ-পর্দার এপাশের দেশগুলোতে কাজকর্ম হয় অন্যভাবে। আগে যেমন বেপরোয়াভাবে যা ইচ্ছে তা-ই করেছেন, এখন আর তা পারবেন না। রেকর্ড বলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই অসতর্কতা ছিল আপনার আচরণে। কেবলমাত্র গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য দরকারি পদক্ষেপ নেননি বলেই আপনার পুরো নেটওয়ার্ক ধ্বংস হয়ে যায়। কথাটা সত্যি?'

রোগানের দিকে চেয়ে প্রশ্রয়ের হাসি হাসল লোকটা। কিন্তু নিস্পৃহতা বজায় রাখল রোগান।

আস্তে আস্তে নার্ভাস হতে শুরু করেছে ভ্রস্টক। তাই বলে হামবড়া ভাবটা কমেনি এক বিন্দু। 'পায়েরস্কিকে দেখিয়ে দেব আমি। জানাব ও কোথায় কাজ করে, কোথায় থাকে, নিরাপত্তাব্যবস্থা কেমন। তবে হাত নোংরা আপনার নিজেকে করতে হবে। এরপর গোপনে দেশ থেকে আপনাকে বের করে দেব আমি। একটা ব্যাপারে জোর দিতে চাই—আমার

BanglaBook.org

সঙ্গে আলোচনা না করে আপনি কোনো পদক্ষেপ নেবেন না। আমার অনুমতি ছাড়া করবেন না কিছুই। কাজ সেরে দেশ থেকে পালানোর জন্য যে পরিকল্পনা আমি খাড়া করব, সেটা অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে আপনাকে। বুঝতে পারছেন?'

আস্তে আস্তে রাগ দখল করে নিচ্ছে ওকে, বুঝতে পারল রোগান। 'অবশ্যই,' বলল সে। 'আমি বুঝতে পারছি, পুরোপুরি বুঝতে পারছি। তুমি বেইলির অধীনস্থ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' ভ্রস্টক বলল।

হাসল রোগান। 'বেশ, তাহলে তোমার নির্দেশ অনুসরণ করব। যা-ই করি না কেন, আগে জানিয়ে করব।' হাসল আবার। 'এবার পায়েরস্কিকে দেখিয়ে দাও।'

প্রশ্রয়ের হাসি হাসল আবারো ভ্রস্টক। 'আগে আপনাকে নিরাপদ কোনো হোটেলে তুলে দিতে হবে। একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। রাতের খাবারটা ক্যাফে ব্ল্যাক ভায়োলিনে খাব আমরা। ওখানে পায়েরস্কিকে দেখতে পাবেন। রাতের খাবারটা ওখানেই খায় লোকটা–দাবা খেলে, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেয়। আমেরিকায় যেমন বলে–ওর ডেরা জায়গাটা।'

একটা ছোট্ট, রাস্তার পাশের হোটেলে ওকে তুলে দিয়েছে ভ্রস্টক। চেয়ারে বসে পরিকল্পনা সাজাতে লাগল সে। ভাবতে ভাবতে কখন যে মনে ফুটে উঠেছে মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে ওয়েনটা পায়েরস্কির করা অত্যাচারগুলো, নিজেও বলতে পারবে না।

পায়েরস্কির চেহারা ছিল বিশাল, লাল এবং শুয়োরের মতোই আঁচিলঅলা। তবে খুব একটা হিংস্র ছিল না লোকটা, মাঝে মাঝে তো দয়াও দেখিয়েছিল। রোগানকে পানি পান করার কিংবা সিগারেট ফোঁকার সুযোগ দিতে প্রায়ই বন্ধ করে দিত জিজ্ঞাসাবাদ। রোগান জানত পায়েরস্কি ইচ্ছে করেই ভালো সাজছে, যেন বন্দি হয়েও বন্ধু বা রক্ষাকর্তা ভাবে সে লোকটাকে। অনেক সময় প্রবল অত্যাচারের পরও মুখ খোলানো যায় না যেসব বন্দির, তাদের ক্ষেত্রে এই ফন্দি দারুণ কাজ করে। এমনকি এখনো, নকল জেনেও, নিজের ভেতর বড় হতে থাকা কৃতজ্ঞতার ঢেউটাকে রুখতে পারল না ও।

উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, লোকটার ওর হাতে গুঁজে দেয়া মিষ্টি মিন্ট কিংবা চকলেটের টুকরোগুলো তো বাস্তব ছিল। রোগানের কষ্ট অনেকটাই কমিয়ে দিত ওগুলো। সিগারেটের ধোঁয়া কিংবা পানির বিন্দু

BanglaBook.org

নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখাত ওকে। ওগুলো ছিল জীবনের উপহার, ওকে দিয়েছিল জীবনের স্বাদ।

আচ্ছা, পায়েরস্কিকে না মারলে কেমন হয়? বিশালদেহী লোকটার প্রাণচাঞ্চল্য মনে পড়ে গেল ওর, জীবনের ছোটখাটো ব্যাপারগুলোকেও সমান আগ্রহ নিয়ে উপভোগ করত সে। খাওয়া, পানীয় পান, এমনকি জিজ্ঞাসাবাদের সময় অত্যাচার করতেও পেত আনন্দ।

কিন্তু না, এরিক ফ্রেইসলিং যখন পা টিপে টিপে ওর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তখন মুচকি হাসি খেলে গিয়েছিল পায়েরস্কির চেহারায়...

...উপভোগ করেছিল সে ব্যাপারটা!

আরো একটা জিনিস মনে পড়ে গেল রোগানের। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের একদম প্রথম দিনেই ক্রিস্টিনের চিৎকার পাশের রুম থেকে শুনতে পেয়েছিল ও। অক্ষম রাগে মুচড়ে উঠেছিল সে, নিজেও চিৎকার করে কেঁদেছিল। পায়েরস্কি তখন ঠাট্টা করে বলেছিল রোগানকে, 'শান্ত হও; অচিরেই তোমার স্ত্রীর আর্তচিৎকারকে আমি আনন্দের গোঙানিতে পরিণত করব।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোগান। সাতজনের প্রত্যেকেই যার-যার চরিত্রে নিখুঁত অভিনয় করেছে। ওকে ধোঁকা দেবার সুযোগ পাওয়ামাত্র তা লুফে নিয়েছিল ওরা। শুধু একটা মাত্র কাজে ব্যর্থ হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদকারীরা—ওকে খুন করা।

এবার ওর পালা...

...অন্ধকার থেকে এবার আলোতে আসবে সে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে অত্যাচার আর মৃত্যুর স্মৃতি।

আর ভাগ্যে কী লেখা আছে, সেই অনিশ্চয়তার কথা ভেবে ভয়ে কাঁপবে ওর শত্রুরা।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

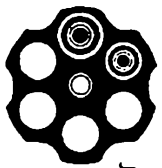

অধ্যায় চৌদ্দ

রাতের বেলা স্টেফান ভ্রস্টকের সঙ্গী হয়ে *দ্য ব্ল্যাক ভায়োলিনে* খেতে গেল রোগান। ওয়েনটা পায়েরস্কির পছন্দের জায়গা এমনই হওয়া উচিত। খাবারের মানও অবশ্য ভালো, পরিমাণও। মদ কড়া হলেও, কমদামি। ওয়েট্রেসেরা সুন্দরী, হাসিখুশি, ভরাট বুকঅলা এবং যেভাবে পারছে দেহ দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। অ্যাকর্ডিয়নের সুরটা দারুণ, ধোঁয়ায় ভরে আছে চারপাশ।

ওয়েনটা পায়েরস্কি এসে পৌঁছল রাত সাতটায়। একদম পরিবর্তন আসেনি তার মাঝে; পশুরা যেমন প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর একদম পাল্টায় না, ঠিক তেমনি। ওয়েনটা পায়েরস্কি সব হিসেবেই পশুর চাইতে বেশি কিছু না। প্রথম ওয়েট্রেসের নিতম্বে সে এত জোরে চিমটি কাটল যে ব্যথায় হালকা চিৎকার করে উঠল বেচারি। এক চুমুক মদের বড় একটা পাত্র খালি করে ফেলল পায়েরস্কি, দম নেবার জন্যও থামল না!

একটা বড়সড়, গোলাকার টেবিলে বসল লোকটা, ওর জন্যই রিজার্ভ করে রাখা। সঙ্গে যোগ দিল একদল সাঙ্গপাঙ্গ। শুরু হয়ে গেল হাসি-ঠাট্টা-আড্ডা, কনিয়াকের বোতল উড়ে যেতে লাগল একটা একটা করে। পোনালি চুলের এক ওয়েট্রেস আচমকা টেবিলে এনে রাখল অবলঙের একটা বাক্স। আনন্দের সাথে ওটা খুলল পায়েরস্কি, ভেতর থেকে বের করে আনল দাবার ঘুঁটি। সাদা ঘুঁটি নিল ও নিজে, যেন প্রথম চালটা দেবার সুযোগ পায়। সাধারণত প্রতিপক্ষকে সুযোগ দেয় খেলোয়াড়রা, রঙ বেছে নেবার। কিন্তু পায়েরস্কি তা করল না।

এই একটা ব্যাপার থেকেই হাঙ্গেরিয়ান লোকটার প্রকৃতি বুঝে ফেলল রোগান, একদম আগের মতোই আছে সে।

BanglaBook.org

যতক্ষণ রেস্তোরাঁয় রইল, একদৃষ্টিতে পায়েরস্কির টেবিলের দিয়ে চেয়ে রইল রোগান আর ভ্রস্টক। নয়টা পর্যন্ত দাবা খেলায় মেতে রইল লোকটা, একবারও কালো ঘুঁটি নিল না। সেই সঙ্গে বোতলের পর বোতল মদ তো আছেই। ঠিক নয়টার দিকে সোনালি চুলের ওয়েট্রেস এগিয়ে এসে সরিয়ে নিল দাবার বোর্ড, পরিবেশন করল খাবার।

এমনভাবে খাবারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পায়েরস্কি যে ওকে মারতে হবে ভেবে খারাপ লাগতে শুরু করল রোগানের। মনে হচ্ছে কোনো মানুষকে না, অবুঝ কোনো পশুকে শিকার করতে এসেছে...যে পশু বোঝেই না যে তার কর্মকাণ্ড অন্যের কত বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে।

স্যুপের বাটি ঠোঁটের সঙ্গে লাগাল পায়েরস্কি, শেষ ফোঁটাটা পর্যন্ত গিলে ফেলল। তরকারিমাখা ভাত খাবার জন্য আশপাশের সবাই কাঁচাচামচ ব্যবহার করলেও, লোকটা তার ধার ধারল না। হাতের কাছে থাকা সবচাইতে বড় চামচটা তুলে গপগপ খেতে লাগল। গ্লাসে ঢেলে মদ খাবার জন্য তর সইল না যেন ওর, সরাসরি বোতল থেকে ঢালতে লাগল গলায়। খাওয়া শেষে এত জোরে ঢেকুর তুলল যে তা শোনা গেল কামরার অন্য প্রান্ত থেকেও।

সবার খাওয়া শেষ হলে, বিল চুকিয়ে দিল পায়েরস্কি। ওয়েট্রেসের নিতম্বে রাম-চিমটি কেটে তার হাতে দরাজ দিলে বকশিস তুলে দিল। আসলে ঠিক হাতে না, মেয়েটির দুই স্তনের মাঝে ঢুকিয়ে দিল কাগজের একতাড়া নোট।

কেউ টুঁ শব্দ পর্যন্ত করল না। বোঝা গেল–সবাই হয় ওকে খুব পছন্দ করে, নয়তো মারাত্মক ভয় পায়। পুরুষ সঙ্গীদের সাথে নিয়ে অন্ধকার পথে পা রাখল লোকটা, উঁচু স্বরে গল্প করছে। আরেকটা ক্যাফের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে বাজনা আসতেই নিকটস্থ সঙ্গীকে আঁকড়ে ধরে নাচের ভঙ্গি করল লোকটা।

ওদেরকে অনুসরণ করতে লাগল রোগান আর ভ্রস্টক, লোকগুলো একটা সুদৃশ্য দালানের ভেতরে হারিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত থামল না। তারপর একটা ক্যাব ডাকল ভ্রস্টক, চলে এল কন্সুলেটে। হাঙ্গেরিয়ান লোকটার ডসিয়ে রোগানকে দিল ভ্রস্টক। 'পায়েরস্কির দৈনন্দিন রুটিনের বাকিটা এখানে পাবেন,' বলল সে। 'ওকে সবখানে অনুসরণ করার দরকার নেই। প্রতি রাতই এভাবে কাটায় লোকটা।'

BanglaBook.org

ডসিয়েটা ছোট হলেও. তথ্যের কমতি নেই ওয়েনটা পায়েরস্কি পেশায় বুদাপেস্টের কমিউনিস্ট গুপ্ত-পুলিশের এক্সিকিউটিভ অফিসার। সারা দিন টাউন হলের প্রশাসন বিভাগে কঠোর পরিশ্রম করে, থাকেও ওই দালানেই। ওর অফিস এবং থাকার জায়গায় পাহারা দেয় সিক্রেট পুলিশের বিশেষ একটা দল।

প্রতিদিন ঘড়ি ধরে সন্ধে সাড়ে ছয়টায় দালানটা থেকে বেরোয় পায়েরস্কি। তবে সাদা পোশাকে প্রহরীরা থাকে পেছনে। এমনকি আজ যে সাঙ্গপাঙ্গদের দেখেছে লোকটার সঙ্গে, তাদের মাঝেও কমপক্ষে দুইজন প্রহরী ছিল।

ওর সাত অত্যাচারকারীর মাঝে একমাত্র ওয়েনটা পায়েরস্কিই এখনো আগের পেশায় আছে। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণের সন্দেহে অভিযুক্ত বেসামরিক লোকদের ডেকে পাঠায় সে নিজের অফিসে, ওদেরকে সাধারণত আর কখনো দেখা যায় না! ধারণা করা হয়, পশ্চিম জার্মানির বেশ কিছু বিজ্ঞানীকে অপহরণ করার পেছনেও তার হাত আছে।

যুদ্ধাপরাধীদের যে তালিকা আছে পাশ্চাত্যের কাছে, তাদের মাঝে ওপরের দিকেই থাকবে পায়েরস্কির নাম।

মুচকি হাসল রোগান। কেন বেইলি ওকে সাহায্য করছে, আর কেনই বা ভ্রস্টক সবকিছু ওর নজরে রাখতে চাইছে–তা এখন পরিষ্কার। পায়েরস্কির হত্যাকাণ্ড পুরো বুদাপেস্ট শহরকে একেবারে নাড়িয়ে দেবে।

পায়েরস্কি ওর বন্ধুদেরকে নিয়ে রাতে যে সুদৃশ্য দালানে উধাও হয়েছিল, ডসিয়ে থেকে সেটার পরিচয়ও জানতে পারল রোগান। ওটা আসলে শহরের সবচাইতে দামি ও সর্বোচ্চ মানের বেশ্যালয়। আসলে শুধু শহরের না, লৌহ-পর্দার এপাশে অমন বেশ্যালয় দ্বিতীয়টা নেই!

পার্লারে উপস্থিত সবগুলো মেয়ের শরীর হাতিয়ে, কমপক্ষে দুজনকে সঙ্গে নিয়ে ফুর্তি করতে ওপর তলার কামরায় যায় লোকটা। এক ঘণ্টা পর আবার তাকে দেখা যায় রাস্তায়, ঠোঁটের কোণে ঝুলতে থাকে একটা সিগার। তৃপ্ত লোকটাকে দেখে মনে হয় যেন কোনো ভালুক, শীতনিদ্রায় যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

তবে দালানের ভেতরে থাকুক বা বাইরে, মুহূর্তের জন্যও ঢিল দেয় না দুই প্রহরী; যদিও পায়েরস্কির আনন্দ-ফুর্তিতে বাধা দেয় না কোনো। তাই ওখানে চাইলেও কিছু করা যাবে না।

BanglaBook.org

ডসিয়ে বন্ধ করে ভ্রস্টকের দিকে তাকাল রোগান। 'কতদিন ধরে লোকটাকে হত্যার চেষ্টা করছ তোমরা?' জানতে চাইল সে।

মুখ কুঁচকে গেল ভ্রস্টকের। 'এই প্রশ্ন...হঠাৎ?'

রোগান বলল, 'ডোসিয়ে পড়ে তেমনটাই মনে হয়। সকালে বলছিলে বড় বড় কথা। মনে হচ্ছিল এই অপারেশন তুমিই চালাবে, যেহেতু আমার চাইতে গুপ্তচর হিসেবে তুমি অনেক ভালো! কিছু বলিনি তখন–তবে এখন বলছি, তুমি আমার বস নও। তোমার যা জানার দরকার, যখন দরকার...তখন বলল, ততটুকুই বলব। আশা করি পায়েরস্কিকে হত্যা করার পর নিরাপদেই তুমি আমাকে এই দেশ থেকে বের করে নিয়ে যেতে পারবে। তবে আমাদের লেনদেন সেখানেই শেষ। আরেকটা পরামর্শ দেই: ধোঁকাবাজির চেষ্টাও কোরো না, গুপ্তচরদের মতো চোখে ধুলো দেবার কথা ভুলে যাও। পায়েরস্কিকে যেমন চোখের পলক না ফেলে খুন করতে পারি, তেমনি তোমাকেও পারব। আরেকটা কথা–ওকে আমি তোমার চাইতে বেশি পছন্দ করি।' ভয়ঙ্কর, শীতল একটা হাসি হাসল রোগান।

স্টেফান ভ্রস্টক লাল হয়ে গেল। 'বুঝতে পারিনি যে আমার কথায় আপনি রাগ করেছেন,' জানাল সে। 'আমার সেই ইচ্ছে ছিল না।'

জবাবে শ্রাগ করল রোগান। 'পুতুলের মতো কেউ নাচাবে আর আমি নাচব–সেজন্য এত দূর আসিনি। তোমাকে সাহায্য করব, খুন করব পায়েরস্কিকে; কিন্তু আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টাও কোরো না।'

উঠে দাঁড়াল রোগান, বেরিয়ে গেল কামরা ছেড়ে। ভ্রস্টক পিছু নিল ওর, কনস্যুলেট থেকে বাইরে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। কিন্তু সেটা অগ্রাহ্য করে হাঁটতে লাগল রোগান।

ভ্রস্টকের সঙ্গে এতটা খারাপ ব্যবহার কেন করল, নিজেও বলে বোঝাতে পারবে না। হয়তো মনে হচ্ছিল যে একমাত্র স্থান-কাল-সময়ের পার্থক্যের কারণেই মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ওই সাতজনের একজন হতে পারেনি লোকটা। সম্ভবত একই কারণে লোকটাকে বিশ্বাস করতে মন চাইছে না। কেউ যদি এমন ছোটখাটো একটা ব্যাপারে এতটা প্রতিক্রিয়া দেখায়, তাহলে নিশ্চয়ই সে দুর্বল।

মানুষের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে রোগান। তাই ডোসিয়ের ভরসায় না থেকে নিজে পিছু নিল পায়েরস্কির। পরবর্তী ছয়টা দিন প্রায়শই গিয়ে বসে থাকল দ্য ব্ল্যাক ভায়োলিনে। পায়েরস্কির পুরো রুটিন মুখস্থ করে ফেলল ও। ডোসিয়েটাকে বেহুদা সন্দেহ করেছিল, ওতে লেখা প্রতিটা বর্ণই

BanglaBook.org

সত্য। তবে রোগান এমন একটা জিনিস আবিষ্কার করল, যা ডোসিয়েতে নেই!

পায়েরস্কি, প্রায় সব মিশুক বিশালদেহীর মতো, সবসময় বাড়তি সুবিধা খোঁজে। এই যেমন দাবা খেলার সময় সাদা ঘুঁটি বেছে নেয় সর্বদা। খেলতে গিয়ে রাজার মাথা ব্যবহার করে চিবুক চুলকায় আনমনে। রোগান আরো খেয়াল করল যে ওই দাবার সেটটা দ্য ব্ল্যাক ভায়োলিনের সম্পত্তি। পায়েরস্কির খেলা শেষ হবার আগে অন্য খদ্দের ওটা ছুঁতেও পারে না।

আরো একটা ক্যাফের খোঁজ পেল রোগান–হাঙ্গেরিয়ানের পছন্দের জায়গায়। ওটা থেকে ভেসে আসা সুর শোনামাত্র ভালুকের মতো নাচতে শুরু করে সে। সাধারণত নাচের তালে প্রায় গজ তিরিশেক এগিয়ে যায় ও...প্রহরীদের পেছনে ফেলে। ঠিক সামনেই রাস্তায় একটা বাঁক থাকায় পুরো একটা মিনিট প্রহরীদের নজরের আড়ালে থাকে সে।

ভ্রস্টক স্পাই হিসেবে খুব একটা সুবিধের না, রোগান ভাবল। নইলে এই এক মিনিটের ব্যাপারটা অবশ্যই লেখা থাকত ডোসিয়েতে।

আর নয়তো লোকটা খুব দক্ষ স্পাই, তাই ইচ্ছে করে উল্লেখ করেনি!

সতর্ক হয়ে গেল রোগান। পায়েরস্কিকে অসতর্ক অবস্থায় পাবার মতো আরেকটা জায়গা হতে পারে ওই পতিতালয়। কিন্তু আবিষ্কার করল, পায়েরস্কি যখন ভেতরে 'খেলাধুলোয়' মত্ত, তখন ঠিক দরজার বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকে ওরা দুজন।

সমস্যাটা জটিল। পায়েরস্কির অফিস কিংবা থাকার জায়গায় পা রাখাও সম্ভব না। একমাত্র সন্ধ্যা এবং রাতেই কিছুটা দুর্বল থাকে ওর প্রতিরক্ষা। নাচতে নাচতে বাঁক ঘোরার সময়টাই হবে ওকে হত্যা করার আদর্শ সময়। কিন্তু যদি পেছনে লাগে প্রহরী, তাহলে এক মিনিট পালাবার জন্য যথেষ্ট হবে না।

রোগান মনে মনে পায়েরস্কির প্রতিটা পদক্ষেপ ভাবতে লাগল, যদি বর্মে কোনো ফাঁক পাওয়া যায়!

ষষ্ঠ রাতে যখন ঘুমাতে গেল রোগান, তখনো সমস্যার সমাধান পায়নি। পায়েরস্কিকে জানাতে হবে, কেন মরতে চলেছে। ব্যাপারটা রোগানের জন্য অত্যাবশ্যক, তাই জটিলতা বেড়ে গেছে কয়েক গুণ।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর। স্বপ্ন দেখছিল একটা–ওয়েনটা পায়েরস্কির সঙ্গে দাবা খেলছে সে। পায়েরস্কি বারবার বলছে, 'বোকার হদ্দ আমেরিকান, আর তিন চাল পর কিস্তিমাত হবে।' দাবার বোর্ডের দিকে

BanglaBook.org

একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে রোগান, পালাবার পথ খুঁজছে। বিশাল, সাদা রাজার দিকে বারবার চলে যাচ্ছে ওর নজর। ধূর্তের মতো হাসল পায়েরস্কি, সাদা রাজাকে তুলে নিয়ে ওটার মুকুট তাক করল নিজের চিবুকের দিকে।

অবচেতন মনের ইঙ্গিত পেয়ে জেগে উঠল রোগান, উত্তর পেয়ে গেছে ওর সমস্যার।

কীভাবে খুন করতে হবে পায়েরস্কিকে, তা এখন জানে ও।

পরেরদিন সরাসরি কনস্যুলেটে চলে গেল রোগান, দেখা করতে চাইল ভ্রস্টকের সঙ্গে। ওকে জানাল, কী কী জিনিস লাগবে।

হতবাক হয়ে খানিকক্ষণ রোগানের দিকে তাকিয়ে রইল লোকটা। কিন্তু ব্যাখ্যা করার ধার ধারল না রোগান। ওকে জানানো হলো, অন্তত একটা দিন সময় লাগবে সব জোগাড় করতে।

সন্তুষ্ট হয়ে সায় দিল রোগান। 'কাল সকালে নিতে আসব তাহলে। আর আগামীকাল রাতেই মারা যাবে তোমার বন্ধু...ওয়েনটা পায়েরস্কি।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

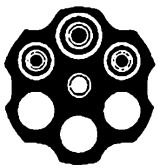

অধ্যায় পনেরো

প্রতিটা দিন যেন আগের দিনেরই পুনরাবৃত্তি...অন্তত মিউনিখে বসে থেকে রোজালির সেটাই মনে হচ্ছে। হোটেলের মোটামুটি স্থায়ী বাসিন্দা বনে গেছে ও, অপেক্ষা করছে রোগানের প্রত্যাবর্তনের। মিউনিখ বিমানবন্দরে গিয়ে প্রায়শই দেখে আসে বিমানের শিডিউল। এতদিনে জেনে গেছে যে বুদাপেস্ট থেকে প্রতিদিন একটা করে বিমান আসে, রাত দশটার দিকে।

তারপর থেকে প্রতি রাতে চলে যায় মেয়েটা বন্দরের সামনে। বুদাপেস্ট থেকে আগত বিমানের যাত্রীদের দেখার চেষ্টা করে। ওর মন বলছে, রোগান সম্ভবত আর কখনো ওর বাহুডোরে ফিরবে না। ফন অস্টিনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়াতে চাইবে না ওকে। কিন্তু যেহেতু দুনিয়ার বুকে একমাত্র রোগানের ব্যাপারেই কিছু একটা অনুভব করে রোজালি, তাই প্রতিটা রাত উৎকণ্ঠিত সময় কাটায় বিমানবন্দরের সামনে।

মনে মনে প্রার্থনা করত ও, রোগান যেন বেঁচে ফিরতে পারে সিসিলি থেকে। এখনো সেই একই প্রার্থনা আছে, তবে সিসিলির জায়গাটা দখল করে বুদাপেস্ট। যা-ই হোক, নিরাপদে লোকটা ফিরলেই হয়। না ফেরা পর্যন্ত প্রতিটা রাত বিমানবন্দরের সামনে অপেক্ষায় কাটাতেও আপত্তি নেই রোজালির।

এক সপ্তা এভাবে কাটাবার পর, মিউনিখের সেন্ট্রাল স্কয়ারে কেনাকাটা করতে গেল মেয়েটা। প্যালেস অভ জাস্টিস এখানেই অবস্থিত। যুদ্ধের করাল গ্রাস থেকে নিজেকে কীভাবে যেন রক্ষা করতে পেরেছে দালানটা, এখন শহরের ফৌজদারি আদালত হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নাজি কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের প্রধান এবং প্রহরীদের কাউকে-না-কাউকে প্রায় প্রতিদিনই দাঁড়াতে হয় কাঠগড়ায়।

BanglaBook.org

কী ভেবে তা নিজেও বলতে পারবে না, বিশাল দালানে প্রবেশ করল রোজালি। শীতল, অন্ধকার হলে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল পাবলিক বুলেটিন বোর্ড। ফন অস্টিন সেদিন বিচারক হিসেবে থাকছে কি না, দেখতে চায়।

নেই, হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল মেয়েটা। পরক্ষণেই ছোট্ট একটা নোটিশ ধরা পড়ল ওর চোখে: জরুরি ভিত্তিতে নার্সিং-সহকারী দরকার মিউনিসিপাল কোর্টের, আদালতের জরুরি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী হাসপাতালের জন্য।

আবারো অনেকটা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আবেদন করল রোজালি। পাগলাগারদে যে প্রশিক্ষণ পেয়েছে, তাতে মৌলিক কাজগুলোতে অসুবিধে হবার কথা না।

হলোও তা-ই, ওর হাতের কাজ দেখে বিনা বাক্যব্যয়ে নিয়ে নেয়া হলো কাজে। জার্মানির শহরগুলোতে, যুদ্ধের পর থেকেই, কাজ জানা মেডিকেল পার্সোনেলের বড় অভাব।

ইমার্জেন্সি হাসপাতালটা প্যালেস অভ জাস্টিসের বেজমেন্টে। নিজস্ব, আলাদা একটা প্রবেশ পথ আছে ওটার; যা ধরে ভেতরের বিশাল প্রাঙ্গণে যাওয়া যায়। হতবাক হয়ে আবিষ্কার করল মেয়েটা, এই প্রাঙ্গণেই আহত রোগানকে মৃত ভেবে আরো অনেক লাশের সঙ্গে ফেলে রাখা হয়েছিল।

কাজ থাকার কথা না হাসপাতালে, অন্তত সেটাই ভেবেছিল রোজালি। কিন্তু রোগীর চাপ দেখে অবাক হয়ে গেল। লম্বা সাজার আদেশপ্রাপ্ত অপরাধীদের স্ত্রীরা অজ্ঞান হয়ে যায় বিচারকের রায় শুনে, তাদেরকে নিয়ে আসা হয়ে হাসপাতালে। বয়স্ক অনেকে হার্ট অ্যাটাকের শিকার হয়, তারাও আসে।

রোজালির দায়িত্ব যতটা না রোগী-সম্পর্কিত, তার চাইতে অনেক বেশি ফাইলপত্র নিয়ে। ভর্তির ডেস্কে রাখা বিশাল, নীল বইয়ে সবগুলো কেসের কথা টুকে রাখতে হয় ওকে। দায়িত্বরত যুবক ডাক্তার তো প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়ে গেল ওর, রাতের খাবার একত্রে খাওয়ার প্রস্তাব দিল। মুচকি হেসে মানা করে দিল মেয়েটা।

অসুস্থ ক্লায়েন্টদের সঙ্গে নিচে আসা কিছু চালাক উকিল তো ওদের হয়ে কাজ করার প্রস্তাবই দিয়ে বসল রোজালিকে! ওদের দিয়ে তাকিয়েও ভদ্র হাসি হেসে মানা করে দিল।

মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের মাত্র একজন পুরুষের দিকে ওর নজর: ক্লাউস ফন অস্টিন। যেদিন লোকটা বিচারকের আসনে বসল, সেদিন দেরি করে দুপুরের খাবারের বিরতি নিল রোজালি...

BanglaBook.org

...তারপর না খেয়ে চলে এল আদালতে, দেখতে চায়।

কল্পনার চোখে যে দানবের চিত্র এঁকেছিল, তার সঙ্গে লোকটার কোনো মিল নেই। কণ্ঠ নম্র, ভদ্র। অপরাধীদেরকে ভদ্রতার সঙ্গে সম্বোধন করল ফন অস্টিন, আচরণে ফুটে উঠল দয়া। রোজালির সামনেই এক অপরাধীকে নৃশংস অপরাধের সাজা শোনাল লোকটা, কিন্তু সাধারণত বিচারকরা কাজটা করার সময় যেমন নাক উঁচু হয়ে ওঠেন, তেমনটা হলো না!

একদিন, প্যালেস অভ জাস্টিসে যাবার সময়, নিজেকে ও আবিষ্কার করল লোকটার ঠিক পেছনে। দুই পায়ের একটা, অন্যটার চেয়ে খাটো বলে মনে হলো। ফন অস্টিনের দেহরক্ষী হিসেবে আছে এক গোয়েন্দা–কয়েক কদম দূরত্ব রেখে অনুসরণ করে চলছে–খুব সাবধানী।

ফন অস্টিনকে ভাবুক দেখাল সেদিন। তারপরও আশপাশের মানুষদের প্রতি ভদ্রতা দেখাতে ভুলল না। পরিচিতদেরকে জানাল শুভ সকাল, সরকারের নির্ধারিতে গাড়ির চালককেও সম্ভাষণ জানাল।

রোজালির মনে হলো, ফন অস্টিনের ভেতর যেন কোনো অসাধারণ আকর্ষণীয় বস্তু লুকিয়ে আছে। অন্যান্য বিচারকদের দেখানো সম্ভ্রম, কেরানিদের শ্রদ্ধা এবং উকিলদের দেয়া সম্মান তার সাক্ষ্য দেয়। এক তোড়া খাম নিয়ে পথ চলতে গিয়ে এক মহিলা ধাক্কা খেল ওর সঙ্গে, রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ল সব খাম। ব্যথায় মুখ বিকৃত হয়ে গেল লোকটার, অথচ তারপরও নিজে থেকে ওগুলো তুলতে সাহায্য করল সে মহিলাকে। তারচেয়ে বড় কথা, আচরণটা মেকি বলে মনে হলো না!

রোগান এমন একজনকে ঘৃণা করে, বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে রোজালির।

ফন অস্টিনের ব্যাপারে যতটা তথ্য জোগাড় করা সম্ভব, করল রোজালি। রোগান মিউনিখে ফিরলে কাজে লাগবে। জানতে পারল, ফন অস্টিনের স্ত্রী মিউনিখের সামাজিক জীবনে দারুণ প্রভাব রাখে, নিজেও সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে এসেছে। অবশ্য বয়স লোকটার চাইতে অনেকটাই কম। সন্তান নেই কোনো। এটাও জানতে পারল যে সরকারি কর্মচারীদের সবার মাঝে ফন অস্টিনের রাজনৈতিক ক্ষমতা বেশি, এমনকি খোদ বুরগারমাইস্টার (নগর প্রশাসক)-এর চাইতেও! যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টও ওকে পছন্দ করে। তাদের কাছে ফন অস্টিন গণতন্ত্রপ্রেমী, নাজি এবং কমিউনিস্টদের পছন্দ করে না।

BanglaBook.org

তবে রোজালি ভুল করল না। রোগান ঘৃণা করে ফন অস্টিনকে, এতটুকু জানাই ওর জন্য যথেষ্ট। ফন অস্টিনের আর যত গুণই থাকুক না কেন, কিচ্ছু যায়-আসে না। লোকটার অভ্যাস টুকে রাখল ও, যেন রোগানের জন্য লোকটাকে খুন করা সহজ হয়।

প্রতিদিন রাত দশটার সময় বুদাপেস্ট থেকে আগত বিমানের অপেক্ষায় থাকতে ভুল করল না রোজালি...জানে, একদিন-না-একদিন ঠিক ফিরে আসবে রোগান।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

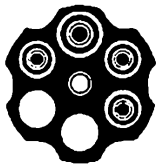

অধ্যায় ষোলো

বুদাপেস্টের সম্ভাব্য শেষ দিনে ঘুম থেকে উঠল রোগান। সাত জিজ্ঞাসাবাদকারীর কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটাও খতমের দিকে। এই কদিনের জমানো জিনিসপত্র হাতড়ে নিল একবার, সঙ্গে রাখার মতো কিছু আছে কি না দেখতে।

পাসপোর্ট ছাড়া আর কোনোটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো না।

সব গুছিয়ে নিয়ে, ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে রেলওয়ে স্টেশনের দিকে রওনা দিল রোগান। একটা খালি লকার ভাড়া নিয়ে তাতে রাখল ওটা, তারপর বেরিয়ে পড়ল। যাবার পথে পড়ল বেশ কয়েকটা সেতু। ওগুলোর একটায় উঠে সবার অলক্ষ্যে লকারের চাবি ফেলে দিল পানিতে। তারপর পা রাখল কনস্যুলেটে।

দরকারি সবকিছুর ব্যবস্থা করে ফেলেছে ভ্রস্টক। পরখ করে নিল রোগান–রত্নাকরদের ব্যবহার্য ছোট্ট একটা ড্রিল; আরো আছে খোদাই করার যন্ত্র, ছোট্ট তার, টাইমিং ডিভাইস, তরল বিস্ফোরক এবং কিছু বিশেষ ইলেকট্রিক যন্ত্র। রোগান হেসে বলল, 'বেশ, বেশ।'

খুশিতে যেন বাকবাকুম করবে ভ্রস্টক। 'আমার সংস্থা কিন্তু বেশ দক্ষ। এত অল্প সময়ে এত কিছু জোগাড় করা বেশ কঠিন।'

'আমার কৃতজ্ঞতা দেখাবার জন্য,' রোগান বলল, 'তোমাকে আজ দ্য ক্যাফে ব্ল্যাক ভায়োলিনে নাস্তা খাওয়াব। তারপর ফিরে এসে লেগে পড়ব কাজে। কী করতে যাচ্ছি, সেটাও জানাব।'

ক্যাফেতে বসে কফি আর ব্রিসোর অর্ডার দিল ওরা। তারপর ভ্রস্টককে অবাক করে দিয়ে দাবার সেট দিতে বলল রোগান। ওয়েট্রেস ওটা নিয়ে এলে, রোগান সাজাল ঘুঁটি। নিজের জন্য সাদা রঙ।

BanglaBook.org

বিরক্তির সঙ্গে বলল ভ্রস্টক, 'এসব করার সময় আছে নাকি আমাদের হাতে? অফিসে যেতে হবে, যত দ্রুত সম্ভব।'

'খেলো,' রোগান নির্দেশ দিল।

ওর কণ্ঠে এমন কিছু একটা ছিল যা চুপ করিয়ে দিল ভ্রস্টককে। রোগানকে প্রথম চাল দিতে দিল সে, তারপর চালল নিজের কালো ঘুঁটি। দান শেষ হতে বেশি সময় লাগল না। খুব সহজে রোগানকে হারাল সে, ঘুঁটিগুলো গুছিয়ে ডাকা হলো ওয়েট্রেসকে।

দরাজ হাতে বকশিস দিল রোগান। ক্যাফের বাইরে এসে ট্যাক্সি ডাকল সে, ঠিকানা জানাল কনস্যুলেটের। তাড়াতাড়ি করতে হবে, প্রতিটা মুহূর্ত এখন দামি।

ভ্রস্টকের অফিসে ফিরে জিনিসপত্র নিয়ে বসল রোগান।

রাগে পা দাপাতে লাগল ভ্রস্টক, ক্ষুদ্র একজন মানুষের অক্ষম রাগ বলা চলে। 'এসবের কী অর্থ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি জানতে চাই–কী চলছে আপনার মাথায়!'

ডান হাত জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল রোগান, বের করে আনল যখন, হাতটা তখন মুষ্টিবদ্ধ। ভ্রস্টকের দিকে ওটা এগিয়ে দিল সে, তারপর খুলে দেখাল।

ওর হাতের তালুতে শুয়ে আছে সাদা রাজা!

পরবর্তী তিন ঘণ্টা টেবিলে ঝুঁকে কাজে ব্যস্ত রইল রোগান। রাজার নিচে একটা ছিদ্র করল ও, তারপর একদম নিচের তলটা সরিয়ে ফেলল। সাবধানে ভেতরের সব মাল-মশলা সরিয়ে ফেলল একেবারে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিল তরল বিস্ফোরক, তার এবং ছোট্ট ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি। কাজ শেষে আবার তলটা লাগিয়ে দিল ও। দাগ যা পড়েছে, তা মুছে দিল এনামেল আর বিশেষ কাপড় দিয়ে।

দাবার ঘুঁটিটা হাতে নিয়ে চোখ বন্ধ করে দেখল ওজনে সন্দেহ হয় কি না। একটু পার্থক্য আছে বটে, তবে সেটাকে পাত্তা দিল না। কেননা সচেতনভাবেই পার্থক্য খুঁজছিল ও।

চলবে...

ভ্রস্টকের দিকে ফিরল রোগান। 'রাত ঠিক আটটার সময়–আজই–ঘুঁটিটা পায়েরস্কির মুখের ওপর ফাটবে। এমনভাবে ব্যবস্থা করেছি যে আর

BanglaBook.org

কেউ আহত হবে না। যে ধরে আছে, একমাত্র সে-ই মারা যাবে। তাছাড়া পায়েরস্কি সবসময় চিবুক চুলকায় এই জিনিস দিয়ে। যদি অন্য কারো হাতে দেখি তো বোমা নিষ্ক্রিয় করে দেব।

'তবে আমার কোনো সন্দেহ নেই যে ঠিক রাত আটটায় পায়েরস্কির হাতেই থাকবে ঘুঁটি। এর মিনিট দশেক পর, ক্যাফে থেকে ঠিক দুই ব্লক দূরে, রাস্তার কোনা থেকে আমাকে তুলে নেবার ব্যবস্থা করবে। আশা করছি দেশের বাইরে আমাকে পৌঁছে দিতে পারবে তোমার সংস্থা।'

'মানে? আপনি সশরীরে ওখানে থাকতে চান? পাগল হয়ে গেলেন নাকি? বোমা ফাটার আগেই বেরিয়ে আসলে সমস্যা কী?'

'অন্য কারো ক্ষতি যেন না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে চাই,' বলল রোগান। 'এটাও চাই যে মরার আগে পায়েরস্কি জানুক ওকে কে মারছে, কেন মারছে! নিজে উপস্থিত না থাকলে তা হবে কীভাবে?'

জবাবে শ্রাগ করল ভ্রস্টক। 'আপনার জীবন, আপনার ইচ্ছা। তবে ক্যাফের ঠিক দুই ব্লক দূরে আমার লোক পাঠানো যাবে না, বিপদ হতে পারে। কনস্যুলেটের সামনে একটা কালো মার্সিডিজ লিমুজিন থাকবে আপনার জন্য, পতাকা থাকবে সঙ্গে। ঠিক কয়টার সময় চান?'

ভ্রু কুঁচকে ফেলল রোগান। 'বোমায় সময় আগু-পিছু করতে পারি। অথবা পায়েরস্কি চুলকাতে চুলকাতে ফাটিয়েও ফেলতে পারে। সাড়ে সাতটায় রেখো, আটটা দশ পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেন। আমি পায়ে হেঁটে আসব, সরাসরি উঠে বসব গাড়িতে। আশা করি আমার চেহারা চেনে তারা?'

হাসল ভ্রস্টক। 'তা তো বটেই। আমরা নিশ্চয়ই দুপুরের খাবারটাও ওখানেই খাব? সাদা রাজা ফিরিয়েও তো দিতে হবে।'

হাসল রোগান। 'আমার চাইতে বেশি বুদ্ধিমান হচ্ছ দেখি!'

কফি খেতে খেতে দাবার দ্বিতীয় দানটা খেলল ওরা। সহজে এবার জিতল রোগান। ক্যাফে ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসছে, তখন সাদা রাজা বসে আছে অন্যান্য ঘুঁটির সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যা ঠিক ছ'টায় হোটেলের কামরা ছাড়ল রোগান। ওয়ালথার পিস্তলটা বগলতলে রাখা, হোলস্টারের বোতাম লাগানো। সাইলেন্সার আছে বাঁ পকেটে। পাসপোর্ট ও ভিসা জ্যাকেটের ভেতরের পকেটে। ধীরে ধীরে ক্যাফের দিকে এগিয়ে গেল ও। সাধারণত যে ছোট্ট টেবিলে বসে, সেটাতেই

BanglaBook.org

বসল। খবরের কাগজের ভাঁজ খুলল আরামসে. অর্ডার দিল এক বোতল মদ। ওয়েট্রেসকে জানাল, খাবারের অর্ডার পরে দেবে।

ওয়েনটা পায়েরস্কি যখন ক্যাফেতে পা রাখল, ততক্ষণে অর্ধেকটা খালি। ঘড়ির দিকে তাকাল রোগান। বিশালদেহী হাঙ্গেরিয়ান লোকটা একদম সময় মেনেই চলে এসেছে, অক্ষরে অক্ষরে রাত সাতটা বাজে এখন।

সচরাচর যেমনটা করে পায়েরস্কি, সোনালি চুলের ওয়েট্রেসকে চিমটি কাটল। বন্ধুদেরকে দেখে চিৎকার করে উঠল সে, অর্ডার দিল মদের। দাবার সেট দিতে বলার কথা, তার আগেই দ্বিতীয় ড্রিঙ্ক দিতে বলল!

শক্ত হয়ে গেল রোগান। পায়েরস্কি আজ খেলবে না? আজকে তেমন কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না সে। কিন্তু রোগানকে অবাক করে দিয়ে ওয়েট্রেস নিয়ে থেকে দাবার সেট নিয়ে এল পায়েরস্কির টেবিলে, অপেক্ষায় রইল চিমটির; জানে যে পরে তার বিনিময়ে ভালো অঙ্কের বখশিশ পাবে।

হাসল পায়েরস্কি, শুকরের মতো চেহারাটা আনন্দে ভরে উঠল। সোনালি ওয়েট্রেসের নিতম্বে এত জোড়ে চিমটি দিল যে চিৎকার করে উঠল বেচারি।

রোগান ওয়েট্রেসকে ডেকে কাগজ আর পেন্সিল চাইল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, সাড়ে সাতটা বাজে। কর্কশ বাদামি কাগজে লিখল ও, 'তোমার আনন্দের চিৎকারকে আমি কষ্টের কান্নায় পাল্টে দেব। রোজেনমনটাগ, ১৯৪৫ সালে, মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের মতো।'

একেবারে সাতটা পঞ্চান্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর ওয়েট্রেসকে ডেকে নোটটা ধরিয়ে দিল তার হাতে। 'মি. পায়েরস্কিকে দিয়ে দিয়ো,' বলল সে। 'তারপর ফিরে এসো আমার কাছে, বিনিময়ে এটা পাবে।' মেয়েটার সপ্তাহের বেতনের সমান টাকা দেখাল ও। চায় না বোমা ফেটে যাবার সময় পায়েরস্কির ধারে-কাছে থাকুক ওয়েট্রেস।

পায়েরস্কি সাদা রাজা দিয়ে চিবুক চুলকাচ্ছে, এমন সময় ওয়েট্রেস তাকে এগিয়ে দিল নোটটা। ধীরে-ধীরে ওটা পড়ল লোকটা, ইংরেজিতে লেখা চিরকুটটা নিজের ভাষায় অনুবাদ করল–নড়ছে তার ঠোঁট। চোখ তুলে সরাসরি রোগানের দিকে তাকাল ও।

রোগানও তাকাল, হাসল একটু। ঘড়িতে দেখে সাতটা উনষাট বাজে। আচমকা টের পেল, পায়েরস্কির চোখে ফুটে উঠল শঙ্কাচিতির ছাপ।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিস্ফোরিত হলো সাদা রাজা।

কান ফাটানো শব্দটা গিলে নিল অন্য সব শব্দ। পায়েরস্কির ডান হাতে ছিল ঘুঁটিটা, চিবুক চুলকাচ্ছিল তখন। সরাসরি ওর চোখে চোখে রাখল

BanglaBook.org

রোগান। এক মুহূর্ত পর পায়েরস্কির চোখ হারিয়ে গেল বিস্ফোরণে. রোগানের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে গেল মাথাটা। মাংস আর হাড় ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে, শুধু মাথাটাই নেই পায়েরস্কির। দেহটা এক মুহূর্ত স্থির থেকে তারপর টলে পড়ল টেবিলে।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রোগান, ক্যাফে ছাড়ল রান্নাঘরের দরজা দিয়ে। চিৎকার করে দৌড়ে পালাতে থাকা জনস্রোত ফিরেও তাকাল না।

রাস্তায় পৌঁছে এক ব্লক মূল সড়ক ধরে হাঁটল ও, তারপর ডাকল ট্যাক্সি। 'বিমানবন্দর,' ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল সে। তারপর কী মনে হতে বলল, 'আমেরিকান কনস্যুলেটের পাশ দিয়ে যেয়ো।'

পুলিশের গাড়ির সাইরেন ভেসে আসছে ক্যাদের দিক থেকে। দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়েছে ওর ট্যাক্সির ড্রাইভারও। কয়েক মিনিটের মাঝে পৌঁছে গেল সে কনস্যুলেটের পাশে। 'গতি কমাও,' নির্দেশ দিল সে। নিজে হেলান দিয়ে দেহটাকে মিশিয়ে দিতে চাইল আসনের সঙ্গে, যেন রাস্তা থেকে দেখা না যায়।

মার্সিডিজ তো দূরে থাক, ভাঙাচোরা গাড়িও নেই কোনো। রাস্তা খালি, ব্যাপারটা অস্বাভাবিকই বলা চলে। তবে পথচারীর অভাব নেই, যাদের অধিকাংশই দশাসই দেহের অধিকারী। রোগানের অভিজ্ঞ চোখ বুঝতে পারল—এরা সবাই গুপ্তচর। 'এবার বাড়াও গতি।' বলল সে ড্রাইভারকে।

কথাটা মুখ থেকে পুরোপুরি বেরোয়নি, আচমকা মনে হলো যেন শীতল হয়ে এসেছে ওর দেহ। যেন ওর পুরো অস্তিত্বকে স্পর্শ করেছে স্বয়ং মৃত্যু। আস্তে আস্তে বাড়তে শুরু করল শীতলতা। যদিও ঠান্ডা লাগছে না, এমনকি অসুস্থও বোধ করছে না।

মনে হচ্ছে যেন নিজেই ও বনে গেছে মৃত্যুর অবতার...

বিমানে উঠতে বেগ পেতে হলো না ওর। ভিসা ঠিকঠাক আছে, ভ্রস্টক কাউকে বিমানবন্দরে পাঠিয়েছে বলে মনে হলো না। বিমানে ওঠার ঠিক আগে অবশ্য একটু লাফাচ্ছিল হৃৎপিণ্ড; কিন্তু কোনো অসুবিধে হলো না। উড়াল দিল বিমান, আকাশ ছুঁল...খানিকক্ষণ মাটির সমান্তরালে চলে, অবশেষে স্পর্শ করল মিউনিখের মাটি।

রোজালি সে রাতে কেন যেন আগে আগে বেরিয়ে এসেছিল হাসপাতাল থেকে। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিস যখন ছাড়ে, তখন ছয়টা মতো

BanglaBook.org

বাজে। যুবক ডাক্তার আবারো ওকে বাইরে খাবার প্রস্তাব দিয়েছে, এবার নাছোড়বান্দার মতো। চাকরি হারাতে হবে–এই ভয়ে রাজি হয়ে গেল সে।

অনেক সময় নষ্ট করল ডাক্তার, এমন সব খাবারের অর্ডার দিল যা আসতে সময় লাগে অনেক। খাওয়া শেষ হতে হতে বেজে গেল রাত নয়টার মতো!

ঘড়ির দিকে তাকাল রোজালি। 'কিছু মনে কোরো না, রাত দশটায় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।' বলল সে, সেই সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কোট আর দস্তানা হাতে নিল।

হতাশ দেখাল ডাক্তারকে। রোজালি একবারও ভাবল না: একদিন বিমান বন্দরে না গেলে এমন কী হবে? অন্তত একদিন তো জীবনকে উপভোগ করতে পারে সে, যুবককে নিয়ে যেতে পারে বাড়িতে।

ভাবল না, তার কারণ, যদি না যায় তো নিজের কাছেই মনে হবে যে রোগানকে মৃত হিসেবে ধরে নিয়েছে! রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ডাকল মেয়েটা।

বিমানবন্দরে যখন পৌঁছল তখন রাত দশটার কাছাকাছি বাজে। বুদাপেস্টের বিমান থেকে যাত্রীরা বেরিয়ে যখন অ্যারাইভাল গেটে এসে পৌঁছেছে, তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ওখানে উপস্থিত হলো ও। অনেকটা অভ্যাসের বসেই সিগারেট ধরাল নজর রাখতে রাখতে...

...রোগানকে যখন দেখল তখন মনে হলো যেন হৃৎপিণ্ডটা যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে।

অসুস্থ দেখাচ্ছে রোগানকে, চোখ বসে গেছে গর্তে। চেহারার মাংসপেশিগুলো শক্ত হয়ে আছে। পুরো দেহটার অবস্থায় তেমন। ওকে দেখেনি রোগান, তাই ফোঁপাতে ফোঁপাতে ওকে ডাকতে লাগল রোজালি।

মার্বেলের ওপর এক মহিলার গোড়ালির আওয়াজ শুনতে পেল রোগান। পরক্ষণে কানে এল রোজালির গলার স্বর। একবার ভাবল অগ্রাহ্য করবে, কিন্তু পারল না। ঘুরে দাঁড়াল ও, বাহুবন্ধনে আবিষ্কার করল মেয়েটিকে। ওর ভেজা চেহারা চুমুতে ভরিয়ে দিতে লাগল রোগান, কমনীয় চোখে চোখে রাখল।

BanglaBook.org

ফিসফিসিয়ে বলল মেয়েটা, 'আমি খুশি, খুব খুশি। প্রতি রাতে...প্রতি রাতে আসতাম এখানে, প্রতি রাতেই মনে হতো তুমি বোধহয় মারা গেছ। অথচ আমি জানতেও পারব না, তাই বাকি সারাটা জীবন আমাকে আসতেই হবে।'

মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে, ওর উষ্ণতা অনুভব করতে করতে রোগান টের পেল, ওর দেহ থেকে উবে যাচ্ছে শীতলতা। মনে হলো যেন নতুন করে আবার জীবিত হচ্ছে...

...সেই মুহূর্তে বুঝতে পারল, আর কোনোদিন এই মেয়েকে ছেড়ে যাবে না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

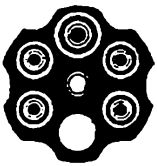

অধ্যায় সতেরো

ট্যাক্সি নিয়ে ছোট্ট হোটেলটায় ফিরে এল ওরা। রোগানকে পথ দেখিয়ে রুমে নিয়ে এল রোজালি। কামরাটা আরামদায়ক। অর্ধেকটা শোবার ঘর, বাকিটা বসার। সবুজ একটা সোফা মাঝখানে বসে যেন রেফারির দায়িত্ব পালন করছে! টেবিলে দেখা যাচ্ছে চুপসে যাওয়া একগোছা ফুল। ওগুলোর গন্ধ এখনো পুরোপুরি মিলিয়ে যায়নি।

কামরার দরজা বন্ধ হওয়া মাত্র রোজালিকে আঁকড়ে ধরল রোগান। মুহূর্ত খানেকের মাঝে পোশাকের বালাই জলাঞ্জলি দিল। বিছানায় চলে গেল ওরা, অস্থির হয়ে উঠেছে উভয়েই।

অন্ধকারে বিছানায় শুয়ে ধূমপান করছে ওরা, এমন সময় কাঁদতে শুরু করল রোজালি। 'এখন তো থামতে পারো,' ফিসফিসিয়ে বলল সে। 'কেন থামছ না?'

জবাব দিল না রোগান। জানে মেয়েটা কী বলতে চাইছে। যদি ক্লাউস ফন অস্টিনকে ও ছেড়ে দেয়, তাহলে ওর নিজের...সেই সঙ্গে রোজালিরও, জীবনটা নতুন করে শুরু হবে। বেঁচে থাকবে ওরা।

কিন্তু ফন অস্টিনের পেছনে লাগলে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা প্রায় শূন্য।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রোগান। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে ফন অস্টিন ওর সঙ্গে যা করেছে, তা দ্বিতীয় কাউকে বলতে পারবে না কোনোদিন; লজ্জায়ই মরে যাবে। তাই মাত্র একটা ব্যাপারে এখন নিশ্চিত রোগান–দুনিয়ার বুকে হয় ফন অস্টিন থাকবে, নয়তো ও। লোকটাকে বেঁচে থাকতে দিলে প্রতি রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠতে হবে ওকে। ব্যক্তিগত জীবনকে সাজিয়ে নিতেই সপ্তম লোকটাকে মারতে হবে ওকে।

BanglaBook.org

তারপরও, কেন যেন, ফন অস্টিনের সামনে দাঁড়াবার কথা ভাবতেই গুলিয়ে উঠছে ওর গা। নিজেকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হচ্ছে–ফন অস্টিনকে শিকার করতে হবে, ওকে ভয়ে কাঁপাতে হবে...এতটা ভয় দেখাতে হবে যেন চিৎকার করে ওঠে।

কিন্তু কল্পনার চোখেও ফুটিয়ে তুলতে পারছে না দৃশ্যটা। কেননা ওই জঘন্য দিনগুলোতে, যখন ও বন্দি ছিল মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে, যখন ওর ওপর অত্যাচার চালাত সাত জন মানুষ, যখন গহীন রাতে ক্রিস্টিনের চিৎকারের স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙত রোগানের, যখন প্রচণ্ড আতঙ্কে পাতার মতো কাঁপত ওর শরীর...তখন ক্লাউস ফন অস্টিনকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছিল সে।

তখন লোকটাকে ও ভালোবাসতে শুরু করেছে উপাসকের হৃদয় দিয়ে...

অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল রোজালি, চেহারায় কান্নার দাগ। আরেকটা সিগারেট ধরাল রোগান। ওর মন বারবার ফিরিয়ে আনছে অত্যাচারের সেই দিনগুলোর স্মৃতি...ঘুমুতে দিচ্ছে না ওকে।

ওই দিনগুলোতেও ঘুমুতে পারত না। কারারক্ষীরা ভোরের আলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পা রাখত ওর কামরায়, ছোট ছোট রবারের গদা থাকত ওদের হাতে, সঙ্গে একটা টিনের বালতি। গদা দিয়ে ওর পেট, উরু আর জঙ্ঘায় আঘাত হানত তারা, ঠেকিয়ে রাখত সেলের লোহার গরাদের সঙ্গে।

রোগান টের পেত, পিত্ত উঠে আসছে ওর মুখে। বমি হয়ে যেত সে, তখন প্রহরীদের একজন নিপুণ দক্ষতায় ধরত বালতি। কোনো প্রশ্ন করত না ওরা, আসত শুধু মারতে...যেন দিনের শুরুটা 'ভালোভাবে' হয়।

আরেক প্রহরী নিয়ে আসত নাস্তার ট্রে, তার ওপর বসে থাকত কালো রুটি আর এক পাত্র ভর্তি ধূসর তরল। ওটাকে ওটমিল বলত প্রহরীরা। খেতে বাধ্য করা হতো রোগানকে। আসলে বাধ্য বলা ঠিক না, ক্ষুধার জ্বালায় পাগল হয়ে থাকা রোগান বলতে গেলে ঝাঁপিয়ে পড়ও খাবারের ওপর।

ওর খাওয়া শেষে হলে প্রহরীরা বৃত্তাকারে ঘিরে দাঁড়াত চারপাশে, মনে হতো যেন এখুনি মার শুরু করবে। রোগানের শরীর ভয়ে, অপুষ্টিতে এবং অত্যাচারে দুর্বল হয়ে ধরে রাখতে পারত না খাবারের একটা বিন্দুও। তার

BanglaBook.org

প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও মল বেরোতে শুরু করত পশ্চাদ্দেশ দিয়ে। রোগান বুঝতে পারত যে প্যান্টটা ভিজে যাচ্ছে তরল, আঠালো মলে।

বাজে গন্ধে চারপাশে ভরে উঠলে প্রহরীরে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেত মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের হলঘর ধরে। মার্বেলের হলগুলোতে তখনো লোকের সমাগম শুরু হয়নি। কিন্তু পেছনে হলদে বিন্দুর রেখা ফেলে যেতে লজ্জা লাগত রোগানের। গন্ধটা যেন লেগে থাকত ওর পোশাকে, পায়ে, উরুতে, নিতম্বে, নাকে।

তবে টানা-হেঁচড়ার ফলে ক্ষত-বিক্ষত দেহটা ব্যথার চোটে ক্ষণিকের জন্য ভুলে যেত সেই লজ্জার কথা। অতঃপর যখন ওকে বসানো হতো সাত নির্যাতকের সামনে, তখন পিঠের নিচের দিকটা আবার মেখে উঠত মলে।

একটা ভারি, কাঠের চেয়ারে হাত-পা বেঁধে বসানো হতো ওকে, চাবিটা প্রহরী রাখত মেহগনি টেবিলে। ওই সাত অত্যাচারকারীর কেউ একজন উপস্থিত হওয়ামাত্র শুরু হতো দিনের কাজ, চলে যেত প্রহরীর দল।

এমনভাবে ঢুকত জিজ্ঞাসাবাদকারীদের দলটা, যে, মনে হতো একদম স্বাভাবিক কোনো অফিসে এসেছে। কারো কারো হাতে তো কফির কাপ পর্যন্ত থাকত! প্রথম হপ্তা জুড়ে সবার শেষে উপস্থিত হতো ক্লাউস ফন অস্টিন। ওই সপ্তাহটায় শুধু শারীরিক অত্যাচার সইতে হয়েছে রোগানকে।

রোগানের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যগুলো জটিল হবে–জানত ওরা। তথ্যগুলো আসলে জটিল কোড, তাই ওগুলো মনে করার জন্য চাই মানসিক স্থৈর্য। শারীরিক অত্যাচারের জন্য তখন ভাববার ক্ষমতাও অবশিষ্ট ছিল না রোগানের।

ব্যাপারটা প্রথম ধরতে পারে ক্লাউস ফন অস্টিন। তার নির্দেশেই অত্যাচার একদম 'ন্যূনতম' পর্যায়ে নেমে আসে। তারপর থেকে দেখা গেল, অত্যাচারকারীদের মাঝে ফন অস্টিনের সঙ্গেই সবার প্রথমে দেখা হচ্ছে ওর প্রতিদিন।

সকালের আলোতে লোকটার সুদর্শন, সম্ভ্রান্ত চেহারাটাকে দেখে মনে হতো পাথর কুঁদে বানানো। কামানো গাল থেকে আসত সুগন্ধ, চোখ ঘুমের কারণে হালকা ফোলা। রোগানের আগের প্রজন্মের সদস্য ছিল সে, এমন একজন মানুষ যাকে বাবা হিসেবে পেতে চাইবে যেকোনো ছেলে–সবার নজর কাড়তে সক্ষম, গম্ভীর...তবে কৌতুক খেলা করে চোখে, সুবিবেচক... যদিও কড়া।

BanglaBook.org

দিন বয়ে যেতে থাকে। শারীরিক শ্রান্তি, ভালো খাবারের অভাব, বিশ্রামের অপ্রতুলতা এবং স্নায়বিক অত্যাচারের সামনে ভেঙে পড়ে রোগান। মনে হতে থাকে–ফন অস্টিন সম্ভবত ওর পিতৃস্থানীয় একজন, যে ওকে ওর ভালোর জন্যই শাস্তি দিচ্ছে।

নিজেই বুঝতে পারত যে ভুল হচ্ছে। লোকটা ওর অত্যাচারকারীদের নেতা, ওর সব কষ্টের কারণ। কিন্তু মানসিকভাবে ভেঙে পড়া রোগান প্রতিদিন সকালে এমনভাবে অপেক্ষা করত ফন অস্টিনের জন্য, যেভাবে বাচ্চা ছেলে তার বাবার জন্য করে!

প্রথম যে সকালে ফন অস্টিন সবার আগে এল, সেদিন রোগানের মুখে একটা সিগারেট ঠেলে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল তাতে। তারপর কথা বলেছিল। নাহ, প্রশ্ন করেনি, নিজের অবস্থানটা পরিষ্কার করেছে শুধু–সে, ফন অস্টিন, রোগানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার মাধ্যমে পিতৃভূমির সেবার করবে। রোগান হয়তো ভাববে ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। কিন্তু আসলে তা না। রোগানকে সে পছন্দই করে, ছেলে থাকলে হয়তো এই বয়েসিই হতো। রোগানের একগুঁয়েমির কারণ ঠিক বুঝতে পারছে না সে, কী দরকার এসবের? এমন ছেলেমানুষি আচরণের ফল কারো জন্যই ভালো হবে না। রোগানের মস্তিষ্কের মাঝে লুকিয়ে থাকা কোডগুলো যে এখন আর ব্যবহার করবে না মিত্রবাহিনি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ধরা পড়ার পর যত সময় পার হয়েছে, ততক্ষণে নতুন কোডিং সিস্টেম ব্যবহার শুরু করে দিয়েছে ওরা। তাই এই বোকামির ইতি টানা উচিত ওর...

...কেননা অত্যাচারিতের সঙ্গে যে কষ্ট পায় অত্যাচারিতও।

তারপর রোগানকে নিশ্চয়তা দিত সে। জানাত যে প্রশ্ন একদিন ফুরাবে, যুদ্ধ পৃথিবীর ধ্বংসের আগ পর্যন্ত চলবে না। আবার ক্রিস্টিনের সঙ্গে দেখা হবে রোগানের, আনন্দে একত্রে কাটিয়ে দেবে বাকি জীবন। এই যুদ্ধ, প্রাণক্ষয়...এসবই ক্ষণিকের উন্মাদনা, একদিন না একদিন শেষ হবেই। মানুষ অন্য মানুষকে ভয় পেয়ে সিটিয়ে যাবে না। রোগানের হতাশ হবার কোনো কারণ নেই।

এসব বলত আর রোগানের কাঁধে আলতো চাপড় বসাত ও।

কিন্তু যে মুহূর্তে অন্যরা পা রাখত কামরায়, পাল্টে যেত ফন অস্টিনের ভোল। পরিণত হতো সে মূল অত্যাচারকারীতে। ঘন, গভীর চোখের দৃষ্টিতে তাকাত রোগানের দিকে। মসৃণ, সুরেলা কণ্ঠটা পরিণত হতো

BanglaBook.org

কর্কশে। কিন্তু তার মাঝেও মিশে থাকত এক কড়া বাপের ছায়া, যে তার দুষ্টু ছেলেকে শাসন করছে।

ফন অস্টিনের ব্যক্তিত্বের মাঝে খুব শক্তিশালী এমন একটা আকর্ষণ ছিল যে রোগান বিশ্বাস করে বসেছিল লোকটার অভিনয়। ধরেই নিয়েছিল, এই জিজ্ঞাসাবাদ কোনো অপরাধ না। আর রোগান নিজের কারণেই আজ এই কষ্ট ভোগ করছে!

তারপর এল সেই দিনগুলো, যেগুলো পূর্ণ হয়ে থাকত পাশের কামরা থেকে আসা ক্রিস্টিনের চিৎকারে। ওই দিনগুলোতে ফন অস্টিন সবার আগে হাজির হতো না, আসত সবার শেষে। এরপর এক জঘন্য দিনে পাশের কামরায় নিয়ে যাওয়া হলো ওকে। দেখানো হলো ফোনোগ্রাফ আর জানানো হলো যে, ওতে রেকর্ড করে রাখা হয়েছে ওর স্ত্রীর কষ্ট।

ফন অস্টিন সেদিন হেসে বলেছিল, 'একদম প্রথম দিনই মারা গেছে বেচারি, তোমাকে আমরা ধোঁকা দিয়েছি।'

সেই মুহূর্ত থেকে এমন তীব্র ঘৃণার বিষে নীল হয়ে গিয়েছিল রোগান যে বমি করে বসেছিল নিজেরই পোশাকের ওপর।

এমনকি তখনো মিথ্যে বলেছিল ফন অস্টিন। গেনকো বারি জানিয়েছে যে ক্রিস্টিন সন্তান প্রসব করতে গিয়ে মারা গেছে, ওর কথা বিশ্বাস হয়েছে রোগানের। কিন্তু ফন অস্টিন কেন মিথ্যে বলল? কেন সাথীদেরকে যতটা না, তারচেয়ে বেশি অশুভ হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছিল ওর সামনে?

ফন অস্টিনের প্রতিটা কথা এবং কাজের পেছনে লুকায়িত উদ্দেশ্য বোঝামাত্র এসব প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কার হয়ে যায় রোগানের কাজে।

স্ত্রীর হত্যাকারীদের প্রতি যে ঘৃণা নিজের ভেতর অনুভব করেছিল রোগান, সেই ঘৃণাটাই বেঁচে থাকার স্পৃহা জন্মিয়েছে ওর মনে। এতটাই, যে, বেঁচে থাকার একমাত্র কারণ ছিল ওদেরকে খুন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, ওদের লাশের পাশে দাঁড়িয়ে হাসার তীব্র বাসনা। সেই ঘৃণা, প্রতিশোধের কল্পনা ভেঙে ফেলেছিল ওর প্রতিরক্ষা। পরের দিনগুলোতে সব গোপন কোড বলে দিতে শুরু করে রোগান।

আবার সবার আগে আসতে শুরু করে ফন অস্টিন, সাতজনের প্রথমজন হয়ে পা রাখে কামরায়। আবার সে শুরু করে রোগানকে সান্ত্বনা দিতে, কণ্ঠে ঢালতে শুরু করে আকর্ষণীয় টান এবং সহানুভূতি। প্রথম কয়েকদিন অতিবাহিত হলে পর, রোগানের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দিত

BanglaBook.org

ও। নাস্তার জন্য নিয়ে আসত কফি আর সিগারেট। রোগানকে বারবার নিশ্চিত করত, কোড দেয়া শেষ হওয়ামাত্র সে মুক্তি পাবে।

আচমকা একদিন, সচরাচর সময়ের অনেক আগেই চলে এল সে। দরজাটা বন্ধ করে রোগানকে বলল, 'একটা গোপন কথা বলল তোমায়। কিন্তু কথা দাও যে কোনোদিন সেটা কাউকে বলবে না।'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোগান, বলবে না।

চেহারার গাম্ভীর্য বজায় রেখে সেদিন বলেছিল ফন অস্টিন। 'তোমার স্ত্রী এখনো বেঁচে আছে। গতকাল একটা বাচ্চা ছেলের জন্ম দিয়েছে সে! উভয়ে সুস্থ আছে, তাদের খেয়াল রাখা হচ্ছে। আমার আত্মসম্মানের কসম খেয়ে বলছি, সব তথ্য দেয়া শেষ হলেই তোমরা তিনজন একত্রিত হবে। তবে এসব কথা অন্যদের সামনে তুলো না। ওরা ঝামেলা করতে পারে। বুঝতেই পারছ, নিজের দায়রার বাইরে গিয়ে কথাটা দিতে হচ্ছে তোমাকে।'

স্থাণুর মতো জমে গেল রোগান। ফন অস্টিনের চেহারায় ঠাট্টা খুঁজল অনেকক্ষণ চেয়ে। কিন্তু জার্মান লোকটার চোখে রয়েছে কেবলই আন্তরিকতা–তাতে কোনো সন্দেহ নেই ওর। এমনকি ভালোমানুষির একটা আভা ফুটে আছে তার চোখে-মুখে।

বিশ্বাস করল রোগান। ক্রিস্টিন বেঁচে আছে, ওর মিষ্টি চেহারাটা দেখতে পাবে, জড়িয়ে ধরতে পারবে নরম দেহ, মাটির নিচে পচছে না এখন সে–এসব চিন্তা সেই অসাধ্য সাধন করল যা শত অত্যাচারও পারেনি। একেবারে ভেঙে পড়ল ও, কাঁদতে শুরু করল।

ওর কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করল ফন অস্টিন। সম্মোহনী সুরে বলল, 'বুঝতে পারছি...কেঁদো না। আরো আগে কিছু বলতে পারিনি বলে দুঃখিত। আসলে সবই ছিল ধোঁকাবাজি, আমার কাজের একটা অংশ। কিন্তু এখন আর তার দরকার নেই। তোমাকে খুশি করতে চাই।'

রোগানের অশ্রু মুছে ফেলল ও নিজ হাতে, তারপর খুলে দিল কামরার দরজা। অন্য ছয়জন অপেক্ষা করছিল বাইরেই, হাতে কফির কাপ নিয়ে। অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে রাগ দেখাল ওরা–এমন ভাব করল যেন ধরে ফেলেছে, দলনেতা হাত মিলিয়েছে ভিক্টিমের সঙ্গে!

সেদিন রাতের বেলা স্বপ্নে কেবলই ক্রিস্টিন আর ওদের সদ্যোজাত ছেলেকে দেখল ও। দেখেনি বটে ছেলেটাকে; কিন্তু তার মোটা, গোলাপি গাল পরিষ্কার ফুটে উঠল চোখের সামনে। তবে ক্রিস্টিন চেহারা লুকিয়ে

BanglaBook.org

রইল ছায়ায়। তাই ডেকে বের করতে হলো মেয়েটাকে, হাসিমুখে বেরিয়েও এল...

...এরপর থেকে প্রতিটা রাতে ওদের স্বপ্নে বিভোর হয়ে কাটিয়ে দিত রোগান।

পাঁচ দিন পর এল রোজেনমনটাগের সময়, ফন অস্টিন সেদিন কামরায় এসেছিল হাত ভর্তি বেসামরিক পোশাক নিয়ে। মুখে ছিল আনন্দের হাসি! বলল সে রোগানকে, 'আজ আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার দিন, যে প্রতিজ্ঞাটা করেছিলাম তোমার কাছে।'

একে-একে অন্য ছয়জনও প্রবেশ করল কামরায়। এমনভাবে রোগানকে অভিনন্দন জানাতে লাগল যেন ও স্কুলের পাট ভালোভাবে চোকানো ছাত্র, আর লোকগুলো সেই স্কুলের শিক্ষক। পোশাক পরতে শুরু করল রোগান। গেনকো বারি এগিয়ে এসে ওর টাই বেঁধে দিল। কিন্তু ফন অস্টিনের ওপর থেকে নজর হটাল না রোগান। চোখের দৃষ্টি দিয়ে একটা প্রশ্ন করল ও, জানতে চাইল—স্ত্রী-পুত্রকে দেখতে পাবে কি না।

বুঝতে পেরে নড করল ফন অস্টিন, তবে এতটাই গোপনে যেন অন্য কেউ দেখতে না পারে। ফেডোরাটা কেউ একজন বসিয়ে দিল রোগানের মাথায়।

কামরায় উপস্থিত সবার হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে আচমকা টের পেল রোগান—একজন নেই। পরমুহূর্তেই পেল মাথার পেছন অংশে ঠান্ডা, ধাতব কিছু একটা স্পর্শ। ফেডোরাটা একটু সামনে ঝুঁকে ওর চোখ ঢেকে ফেলল।

এক সেকেন্ডের দশ লাখ ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে সব বুঝে ফেলল রোগান। ফন অস্টিনের দিকে তাকাল সে, মনে মনে বলছে, 'বাবা, বাবা, আমি বিশ্বাস করেছিলাম, বাবা। ক্ষমা করলাম তোমাকে, বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, অত্যাচারের জন্য। আমার স্ত্রীকে হত্যা করার অপরাধ ভুলে গেলাম, ভুলে গেলাম আমাকে মিথ্যে স্বপ্ন দেখাবার পাপ। আমাকে বাঁচাও শুধু, বাঁচতে দাও।'

ওর মাথার পেছনটা বিস্ফোরিত হবার আগে শেষ যে দৃশ্যটা দেখার কথা মনে আছে তা হলো ফন অস্টিনের চেহারা থেকে ভদ্রতার মুখোশ খসে পড়ে সেখানে জন্ম নেয়া শয়তানি হাসি।

রোজালির পাশে বিছানায় শুয়ে, রোগান বুঝতে পারল যে ফন অস্টিনকে শুধু একবার খুন করলে ওর হৃদয় তৃপ্ত হবে না। লোকটাকে

BanglaBook.org

বারবার ফিরিয়ে এনে, বারবার খুন করার একটা উপায় থাকা উচিত। কেননা মানবতার একেবারে শেষ সীমায় ওকে নিয়ে গিয়েছিল ফন অস্টিন, তারপর শুধু ঠাট্টা করার উদ্দেশ্যে ওকে ঠেলে সেই সীমা পার করিয়ে দিয়েছে!

পরদিন সকালে রোগান ঘুম থেকে উঠে দেখে, রোজালি এরইমাঝে নাস্তা তৈরি করে ফেলেছে। কামরাটায় রান্নাঘর নেই, তবে কীভাবে যেন কফি বানিয়েছে মেয়েটা। সেই সঙ্গে অর্ডার করে আনিয়ে নিয়েছে কিছু খাবার।

খেতে খেতে মেয়েটা ওকে জানাল—সেদিন ক্লাউস ফন অস্টিন কোনো কেস শুনবে না, তবে পরেরদিন এক অপরাধীকে সাজা শোনাবে। লোকটার ব্যাপারে ওর যা-যা জানা ছিল, সব আলোচনা করল রোগানের সঙ্গে। মিউনিখের অন্যতম শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ফন অস্টিন, আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের সমর্থনও আছে ওর পেছনে। ক্ষমতার আরো উঁচু পদে ওকে দেখতে চায় সবাই।

বিচারক বলে ফন অস্টিনের বাড়িতে চব্বিশ ঘণ্টা প্রহরার ব্যবস্থা করেছে সরকার, বাইরে কোথাও গেলেও প্রহরী সঙ্গে থাকে। একমাত্র মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে ব্যক্তিগত প্রহরী থাকে না তার, যেহেতু ওখানে এমনিতেই সিকিউরিটি পুলিশের অভাব নেই। নিজে যে ওই দালানের হাসপাতালে নার্সিং-সহকারী হিসেবে কাজ করছে, সেটাও রোগানকে জানাল মেয়েটি।

ওর দিকে চেয়ে হাসল রোগান। 'কারো নজরে ধরা পড়তে চাই না, আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিতে পারবে?'

মাথা নেড়ে সায় জানাল রোজালি। 'যদি যেতেই হয় তো...'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল রোগান। তারপর বলল, 'কাল সকালে তাহলে।'

মেয়েটা কাজে চলে গেলে, নিজের কাজে মন দিল রোগান। ওয়ালথার পিস্তলটা খুলে তাতে তেল দেয়া দরকার, কাজটা করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনল প্রথমে। তারপর একটা মার্সিডিজ ভাড়া করে পার্ক করল ওদের হোটেল থেকে এক ব্লক দূরে। এরপর কামরায় ফিরে কিছু চিঠি লিখল, একটা পাঠাল যুক্তরাষ্ট্রে ওর উকিলকে; আরেকটা ব্যবসায় অংশীদারদের।

BanglaBook.org

রোজালি কাজ থেকে ফেরার পর ওগুলো পোস্ট করবে, এই ভেবে ভরে রাখল পকেটে।

এরপর পিস্তলটাকে টুকরো-টুকরো করল ও, পরিষ্কার করে আবার জোড়া লাগাল। সাইলেন্সারটা সরিয়ে রাখল একপাশে। একদম নিখুঁত হতে হবে ওকে, সাইলেন্সার লাগানো হলে যা সম্ভব করতে খুব কাছে যেতে হবে। মনে হয় না মিলবে সেই সুযোগ।

রোজালি ফিরে এলে জানতে চাইল সে, 'কাল যে ফন অস্টিন বসবে বেঞ্চে, সেটা নিশ্চিত?'

'হ্যাঁ,' একটা বিরতি দিয়ে জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'খেতে বেরোবে, নাকি কিছু আনাব?'

'চলো, বাইরে যাই।' বলল রোগান। পথে প্রথম যে পোস্ট বক্স পড়ল, তাতে ফেলে দিল চিঠি।

ওরা রাতের খাবার খেল বিখ্যাত বাউহাস-এ, যেখানে অ্যাপেটাইজার হিসেবেই কমপক্ষে বিশ ধরনের সসেজ পরিবেশিত হয়। সন্ধ্যার কাগজ, *ট্যাজেনব্লাট*-এ ওয়েনটা পায়েরস্কির খুন নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। খুনের জন্য দায়ী সন্দেহে গণতন্ত্রপ্রেমী একটা আন্ডারগ্রাউন্ড দলের ডেরায় হানা দিয়েছে গুপ্ত-পুলিশ। মারা গেছে একমাত্র পায়েরস্কিই, আর কেউ আহত পর্যন্ত হয়নি।

'ওভাবেই পরিকল্পনা সাজিয়েছিলে?' রোজালি জানতে চাইল।

জবাবে কেবল শ্রাগ করল রোগান। 'বুবি-ট্র্যাপ সাজানোর সময় আমার সেরাটা দিয়েছি। কিন্তু এসব ব্যাপারে শতভাগ নিশ্চিত হওয়া যায় না। ভয় পাচ্ছিলাম ওয়েট্রেসদের কেউ হয়তো আহত হবে। কপাল ভালো, পায়েরস্কি বিশালদেহী লোক। বোমার পুরোটাই তাই নিজের দেহে নিয়েছে।'

'এখন বাকি আছে শুধুই ফন অস্টিন,' বলল রোজালি। 'ওকে আমার ভদ্রলোক এবং ভালো মানুষ মনে হয়েছে–কথাটা বললে কি তোমার সিদ্ধান্ত পাল্টাবে?'

কর্কশ কণ্ঠে হাসল রোগান। 'অবাক হচ্ছি না,' বলল সে। 'আর না, তাতে কিছু পাল্টাবে না।'

বলল না বটে কেউ, তবে উভয়েই জানে যে এই সন্ধ্যা ওদের একত্রে কাটানো শেষ সন্ধ্যা হতে পারে। সবুজ সোফা আর সরু বিছানায় ফিরতে চাইছে না দুইজনের কেউই। তাই এই বার থেকে ওই বার করে কাটিয়ে

BanglaBook.org

দিল সময়। পান করল স্ন্যাপস, শুনল উদ্বেল জার্মানদের গান, দেখল ওদের মদ্যপান। বিশালদেহী ব্যাভারিয়ানরা নেকড়ের মতো সসেজ খাচ্ছে আর সেগুলোকে পেটে চালান দিচ্ছে সোনালি বিয়ারের টাওয়ার-সম পাত্রে চুমুক দিয়ে। যারা আপাতত তৃপ্ত, তারা ধাক্কাধাক্কি করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছে মার্বেল পাথরের বাথরুমে। ওখানে রাখা আছে বমি করার জন্য বিশাল এক পাত্র, যাতে চাইলে ডুবও দেয়া যাবে! এতক্ষণ যা খেয়েছে, সব উগরে দিয়ে আসছে ওতে, তারপর মারামারি করে ফিরে আসছে কাঠের টেবিলে। আবার শুরু করছে সসেজ খাওয়া, বিয়ার পান। খানিক পর আবার দৌড়াচ্ছে বাথরুমের দিকে...

ঘেন্নার জন্ম দিচ্ছে ওই লোকগুলো, কিন্তু তারা যে জীবন্ত... প্রাণবন্ত। ওদের দেহ থেকে নিঃসৃত উত্তাপে বারগুলোকে মনে হচ্ছে যেন ওভেন! রোগান স্ন্যাপস পান করে চলল, কিন্তু রোজালি বেছে নিল বিয়ার। যখন পান করতে করতে আর পারল না, তখন ফিরতি পথ ধরল ওরা।

পার্ক করা মার্সিডিজের পাশ দিয়ে যাবার সময় রোজালিকে বলল রোগান, 'আমি ওই গাড়িটা ভাড়া নিয়েছি। কালকে ওটায় চড়ে আদালতে যাব, তোমার প্রবেশপথের কাছাকাছি কোথাও পার্ক করে রেখো। আমি যদি আর না ফিরি, তাহলে চোখ বন্ধ করে মিউনিখ ছাড়বে। আমার খোঁজে আসার দরকার নেই, বুঝতে পেরেছ?'

'পেরেছি,' জবাব দিল রোজালি।

মেয়েটার কণ্ঠ এমনভাবে কাঁপছে যে ওর কান্না শুরু হবার আগেই থামাতে হাত ধরল রোগান। হাত সরিয়ে নিল রোজালি, তবে রাগ করে নয়, ব্যাগ থেকে চাবি বের করতে। কামরায় প্রবেশের আগে এবার রোগানের হাত ধরল সে। দরজা খুলে ভেতরে পা রেখে জ্বালাল বাতি...আঁতকে উঠল পরমুহূর্তেই।

ওর পেছন থেকে উঁকি দিল রোগান। আর্থার বেইলি বসে আছে সামনের সোফায়। আচমকা বন্ধ হয়ে গেল দরজা, স্টেফান ভ্রস্টকে দেখা গেল ওটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকতে; হাতে শোভা পাচ্ছে একটা বন্দুক।

উভয়েই হাসছে মৃদু হাসি।

'বাড়িতে স্বাগতম,' বেইলি বলল রোগানকে। 'মিউনিখকে স্বাগতম।'

BanglaBook.org

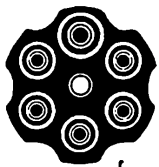

অধ্যায় আঠারো

রোজালির দিকে তাকিয়ে নিশ্চয়তা দেবার ভঙ্গিতে হাসল রোগান। 'চুপচাপ গিয়ে বসো। কিচ্ছু হবে না আমার। আমি ওদের জন্য প্রস্তুতই ছিলাম।' বেইলির দিকে ফিরল এরপর। 'তোমার গুণ্ডাকে বলো অস্ত্র ঢুকিয়ে রাখতে, তুমিও তাই করো। ওগুলো তো আর ব্যবহার করতে পারবে না...আর আমাকেও আমার লক্ষ্য পূরণ থেকে বিরত রাখতে পারবে না!'

নিজের অস্ত্র সরিয়ে রাখল বেইলি, ভ্রস্টককেও একই কাজ করার নির্দেশ দিল। ধীরে ধীরে, গাম্ভীর্যের সঙ্গে রোগানকে বলল, 'আমরা এসেছি তোমাকে সাহায্য করার জন্য। আমার ভয়, হয়তো তুমি পাগলাটে খুনিতে পরিণত হবে। ভেবেছিলাম যে আমাদেরকে দেখতে পেলেই পাগলের মতো আচরণ করবে। তাই আগেভাগে এসে নিজের কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা শোনাতে চাচ্ছিলাম।'

'শোনাও, শোনাও। মানা করেছে কে?' রোগান বলল।

'ইন্টারপোল তোমার পেছনে লেগেছে,' বেইলি বলল। 'দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে ফেলেছে ওরা। তোমার পাসপোর্টের ছবির কপি দিয়ে বেড়াচ্ছে সবাইকে। এমনকি এই মুহূর্তে যে তুমি মিউনিখে আছ, সেটাও অজানা নেই। আমার অফিসে এই এক ঘণ্টা আগে ওদের পাঠানো বার্তা পেয়েছি। ওদের ধারণা, তুমি এখানে এসেছ কাউকে খুন করার জন্য। কাকে, সেটা জানতে অনুসন্ধান চালাচ্ছে এখন। আসলে শুধুমাত্র এই একটা কারণে এখনো পাকড়াও করা হয়নি তোমাকে। কেউ জানে না, তোমার লক্ষ্য কে!'

সবুজ সোফার ঠিক মুখোমুখি বিছানায় বসল রোগান। 'ঝেড়ে কাশো, বেইলি। তুমি তো জানো আমার লক্ষ্য কে।'

BanglaBook.org

মাথা নাড়াল বেইলি। ওর সুদর্শন চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ খেলে গেল। 'তুমি আসলে প্যারানয়েড হয়ে গেছ,' বলল সে। 'সেই প্রথম থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করেছি। কাউকে কিচ্ছু বলিনি।'

বালিশে হেলান দিল রোগান, কণ্ঠ একদম স্বাভাবিক। 'তোমার ধৈর্যের প্রশংসা করতে হয়। প্রথমে জানতেই না যে মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ওই সাতজনের পরিচয়। কিন্তু আমি যখন ফিরে আসি, তখন দেখি সাতজনেরই ডোসিয়ে তৈরি করে ফেলেছ। কয়েক মাসে যখন আবার তোমার সঙ্গে দেখা হলো, তখন জানিয়ে গেলে ফ্রেইসলিং ভাইদের থেকে দূরে থাকতে হবে, তবে জানতে সাতজনের বর্তমান নাম-পরিচয়। কিন্তু আমাকে জানাতে দিতে চাওনি। হাজার হলেও, কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের মূল্য, বছর দশেক আগে হওয়া অপরাধের জন্য প্রতিশোধ নেবার চাইতে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই না?'

জবাব দিল না বেইলি, মন দিয়ে রোগানকে দেখছে ও।

বলে চলল মাইকেল রোগান। 'ফ্রেইসলিং ভাইদের হত্যা করার পর বুঝতে পারলে যে আমাকে কোনো কিছুই থামাতে পারবে না। তাই ভাবলে যে আগে গেনকো বারি আর ওয়েনটা পায়েরস্কির একটা ব্যবস্থা করা যাক। কিন্তু বুদাপেস্ট থেকে আমার বেঁচে ফেরার কথা ছিল না...তাই না?' প্রশ্নটা ভ্রস্টককে করল ও।

লাল হয়ে গেল ভ্রস্টক। 'তোমার পালাবার সব ব্যবস্থা হয়েই গেছিল। কিন্তু তুমি যে একগুঁয়ের মতো নিজে সব করতে চাইবে, তা কে জানত?'

ঘৃণামিশ্রিত কণ্ঠে বলল রোগান, 'হারামজাদা মিথ্যুক। আমি কনস্যুলেটের পাশ দিয়েই গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলাম। একটা গাড়িও ছিল না, উল্টো পুলিশে ভর্তি ছিল চারপাশ। ওদেরকে তুমি ডেকে এনেছিলে। মিউনিখে পা রাখারই কথা ছিল না আমার, লৌহ-পর্দার ওপাশে মরার কথা ছিল। তাহলেই তো তোমাদের সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত।'

'এবার আমাকে তুমি অপমান করছ,' বেইলি বলল। 'অভিযুক্ত করছ কমিউনিস্ট পুলিশের হাতে তোমার তুলে দেবার অভিযোগে।' রাগে ভরা কণ্ঠটা শুনে রোজালির মনে হলো, বোধহয় ভুল করছে রোগান।

'আমি কচি শিশু হলে হয়তো তোমার কথা শুনে পটে যেতাম। কিন্তু মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিস আমাকে বুড়ো করে দিয়েছে। তোমার মতো

BanglaBook.org

মানুষদেরকে আমি চিনি, বেইলি। কখনো আমাকে বোকা বানাতে পারোনি। সত্যি বলতে কী, আমি জানতাম, মিউনিখে তুমি ওত পেতে থাকবে। একবার ভেবেছিলাম প্রথমে তোমাকে পরপারে পাঠাই। কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত নিলাম, তার আর দরকার হবে না। তাছাড়া শুধু আমার পথের কাঁটা হবার দায়ে কাউকে মারতে মন চায়নি।

'যা-ই হোক, একটা কথা বলি–ওই সাত জনের তুলনায় তুমি খুব একটা ভালো মানুষ নও। ওখানে থাকলে, ওরা যা করেছিল তুমিও তা-ই করতে। কে জানে, হয়তো করেওছ! আচ্ছা, বেইলি, কতজনকে অত্যাচার করেছ তুমি? কত মানুষকে মেরেছ?'

সিগারেট ধরাবার জন্য একটু থামল রোগান। সরাসরি বেইলির চোখের দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল। 'সপ্তম জন, প্রধান জিজ্ঞাসাবাদকারী, আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করে ওর চিৎকার রেকর্ড করেছিল। নাম বলব? ক্লাউস ফন অস্টিন। ব্যাভারিয়ার সবচাইতে উচ্চপদস্থ বিচারক সে! রাজনীতিবিদ হিসেবে যার ভবিষ্যৎ সবচেয়ে উজ্জ্বল, কে জানে...হয়তো ভবিষ্যতে পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলরও হতে পারে! আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওকে সমর্থন দিচ্ছে, ইন্টেলিজেন্স উইঙের হাতের পুতুল। সে খুন হলে তোমার সমস্ত পরিকল্পনা ভেস্তে যাবে, একই ব্যাপার ঘটবে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত হলেও।'

সিগারেট নিভিয়ে ফেলল রোগান। 'ফন অস্টিনকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে হলে, ওর গেস্টাপো হবার ইতিহাস লুকাতে হলে, আমাকে সরে যেতেই হবে। ভ্রস্টককে তাই নির্দেশ দিলে, সে যেন আমাকে হাঙ্গেরিয়ান পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ভুল বললাম, বেইলি? মনে হয় না। একদম সহজ-সরল-নিখুঁত পরিকল্পনারা, গোয়েন্দারা যেমনটা পছন্দ করে।'

অহংকারী কণ্ঠে বলল ভ্রস্টক, ভদ্রতার ছাপ পর্যন্ত নেই এখন তাতে। 'তা তোমাকে এখনই চুপ করিয়ে দিতে আমাদের অসুবিধে কী, বলতে পারো?'

অধীনস্থের দিকে ক্লান্ত দৃষ্টিতে তাকাল বেইলি।

এদিকে কথাটা শুনে হেসে ফেলেছে রোগান।

'অসুবিধের কথাটা বলে দাও, বেইলি,' আমোদের সঙ্গে বলল ও। কিন্তু আমেরিকান যুবক মুখ খুলছে না দেখে বলল নিজেই, 'তুমি বোকার হদ্দ, তাই আমি কী করেছি তা বুঝতে পারছ না। তোমার বস তো আর

BanglaBook.org

বোকা না, সে ধরতে পেরেছে। আমেরিকায় চিঠি পাঠিয়েছি কিছু। আমি যদি মারা যাই, তাহলে ফন অস্টিনের স্বরূপ উন্মোচিত হবে। আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স আর স্টেট ডিপার্টমেন্ট পড়বে তোপের মুখে। তাই আমাকে তুমি খুন করতে পারবে না। ধরিয়ে দিয়েও লাভ নাই, ফন অস্টিনের ইতিহাস চলে আসবে দিনের আলোতে। তাই এখন হার মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তোমাদের। আশা করতে হবে যে আমি ফন অস্টিনকে মেরে ফেলব, কিন্তু কেন তা কেউ কোনোদিন জানতে পারবে না। তোমাদের কাছে সাহায্য চাইব না। সেটা একটু বেশি বেশি হয়ে যাবে।'

হাঁ হয়ে রইল ভ্রস্টকের মুখ। উঠে দাঁড়াল বেইলি। 'সব তো বুঝেই ফেলেছ,' রোগানকে বলল সে। 'স্বীকার করে নিচ্ছি, একটা কথাও ভুল বলোনি। ভ্রস্টক আমার কাছ থেকেই নির্দেশ পেয়েছিল। তবে যা করেছি কর্তব্য পালনের এবং কর্তব্য পূরণের খাতিরেই করেছি। তোমার প্রতিশোধ, তোমার সুবিচারে আমার কী যায়-আসে, যেখানে ফন অস্টিনের মাধ্যমে পুরো জার্মানির নিয়ন্ত্রণ আমি আমার দেশের হাতে তুলে দিতে পারি? সে যা-ই হোক, একেবারে মোক্ষম সব পদক্ষেপ নিয়েছ, তাই এখন একপাশে সরে গিয়ে তোমাকে তোমার কাজ করতে দেয়া ছাড়া আর কোনো পথ আমার সামনে খোলা নেই।

'ফন অস্টিনের যে একটা গতি করতে পারবে–তাতেও সন্দেহ রাখছি না। হাজারো পুলিশ কাল থেকে তোমাকে খুঁজতে শুরু করবে, তারপরেও সফল হবে লক্ষ্য পূরণে। তবে একটা কথা বলে রাখি, রোগান, ওকে খুন করার পর পালাতে তোমাকে হবেই। ধরা পড়া চলবে না।'

জবাবে শ্রাগ করল রোগান। 'পড়লেই বা কী? আমার কিছু যায়-আসে না।'

'সে তো আর নতুন কোনো কথা নয়। সঙ্গিনীর কী হলো–তাতেও তো তোমার কিছু যায় আসে না।' রোগান ওর কথার অর্থ বুঝতে পারেনি দেখে পরিষ্কার করল বেইলি। 'প্রথমে তোমার সুন্দরী, ফ্রেঞ্চ স্ত্রীকে মেরে ফেলতে দিলে। এখন এই ফ্রাউলিনের জীবন ঝুঁকিতে ফেলছ।' রোজালির দিকে মাথা কাত করল সে।

নম্র কণ্ঠে বলল রোগান, 'কী বলতে চাইছ?'

এই প্রথম বারের মতো হাসল বেইলি। বলল, 'বলতে চাইছি–ধরো ফন অস্টিনকে হত্যা করলে, তারপর নিজেও মারা গেলে, তাহলে তোমার

BanglaBook.org

প্রেমিকাকে আমি নরক দেখিয়ে ছাড়ব। তোমার হত্যাকাণ্ডের সহযোগী হিসেবে দেখানো হবে ওকে, নয়তো চিরদিনের জন্য পাগলাগারদে থাকতে হবে। ফন অস্টিন যদি বেঁচে থাকে, কিন্তু তুমি মারা যাও, তাহলেও হবে একই ব্যাপার। তোমাকে একটা বিকল্প পথের সন্ধান দেই–ভুলে যাও লোকটাকে হত্যা করার কথা। তোমাকে আর মেয়েটাকে আমি সাধারণ ক্ষমার ব্যবস্থা করে দেব। এমনকি মেয়েটাকে তোমার সঙ্গে আমেরিকা যাবার ব্যবস্থাও করে দেব। ভেবে দেখো।'

বলেই চলে যেতে উদ্যত হলো লোকটা।

রোগান থামাল ওকে। কাঁপতে শুরু করেছে কণ্ঠ, এই প্রথমবারের মতো মনে হলো যেন আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। 'একটা প্রশ্নের অন্তত থেকে জবাব দাও, বেইলি,' জানতে চাইল সে। 'তুমি যদি মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ওই সাতজনের একজন হতে, তাহলে কি আমার ওপরে একই রকম অত্যাচার করতে?'

একটা মুহূর্ত প্রশ্নটা নিয়ে ভাবল বেইলি। তারপর জবাব দিল। 'যদি তাতে আমার দেশের যুদ্ধ জয়ের সম্ভাবনা বাড়ত, তাহলে করতাম।' ভ্রস্টককে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

উঠে দাঁড়িয়ে ড্রয়ারের কাছে গেল রোগান। ধাতব সাইলেন্সারটাকে লাগাল পিস্তলের নলের সঙ্গে। দৃশ্যটা দেখামাত্র কেঁপে উঠল রোজালি, ছুটে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'না, না। এই কাজটা কোরো না। ওরা যা ইচ্ছে তা-ই করতে পারে আমার সঙ্গে।' এক মুহূর্ত পরেই আবার দরজা আগলে দাঁড়াল মেয়েটা। পরে কী ভেবে ফিরে এসে বসল সোফায়, কাঁদছে।

এক মুহূর্ত ওকে দেখল রোগান। 'জানি তুমি কী ভাবছ,' বলল সে। 'বুদাপেস্টে আমাকে খুন করতে চেয়েছিল ভ্রস্টক আর বেইলি, অথচ ওদের কোনো ক্ষতি করিনি। ওদের পেশার প্রত্যেককে কোনো না কোনো ধরনের পশু হতে হয়, তারা আর মানুষ থাকে না। জানো, এদেরকে কেউ বাধ্য করে না কাজটা করতে! সবাই নিজে থেকে চাকরি নেয়; কী করতে হবে তা জেনেশুনেই–অত্যাচার, বিশ্বাসঘাতকতা...খুন। ওদের জন্য আমার মনে বিন্দুমাত্র দয়া নেই।'

কিছু বলল না রোজালি, মাথা ঢাকল হাতে দিয়ে। নম্র সুরে বলল রোগান, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চিত করেছি যে পায়েরস্কি ছাড়া আর কেউ আহত হবে না। সবকিছু ঝুঁকিতে ফেলে দিয়েছিলাম, এমনকি ফন

BanglaBook.org

অস্টিনকে সাজা দেবার সম্ভাবনাও। কেন? যাতে কোনো নিষ্পাপ ব্যক্তির ক্ষতি আমার দ্বারা অন্তত না হয়। এই দুই লোক নিষ্পাপ না। আর আমার কৃতকর্মের দায়ে ওদের হাতে তোমাকে কষ্ট পেতে দেখতে পারব না।'

রোজালি কিছু বলার আগেই, এমনকি মাথাটা পর্যন্ত তোলারও আগে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে গেল রোগান। সিঁড়ি বেয়ে ওর নামার শব্দ শুনতে পেল মেয়েটা।

ভাড়া করা মার্সিডিজে চড়ে মূল সড়কে চলে এল ও, তারপর চেপে ধরল গ্যাস পেডাল। রাত অনেক হয়েছে, গাড়ি-টাড়ি তেমন নেই। বেইলি আর ভ্রস্টকের নিজস্ব গাড়ি না থাকলেই হয় এখন। সম্ভবত ওরা হোটেলে এসেছিল ট্যাক্সিতে করে, এখন আরেকটার খোঁজ করছে।

এক ব্লকও যেতে হলো না ওকে, পেয়ে গেল দুই শিকারের দেখা। পাশাপাশি হাঁটছে ওরা, আর এক ব্লক এগিয়ে গেল গাড়িতে করে। তারপর পার্ক করে ধরল উল্টো পথ। একশো ফুট দূরত্ব যখন ওদের মাঝে, তখন দুই গুপ্তচর ঢুকে পড়ল ফেডেরিকা বিয়ার হলে। ধুরো, ভাবল রোগান। ওখানে কিচ্ছু করা যাবে না।

প্রায় একটা ঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে রইল ও। মনে আশা, হয়তো কয়েক বোতল বিয়ার পান করে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু যখন এল না, তখন নিজেই ঢুকল ভেতরে।

বিয়ার হলটায় তেমন লোক নেই, তাই বেইলিদের খুঁজে পেতে সময় লাগল না। একটা লম্বা, কাঠের টেবিল দখল করে রেখেছে ওরা। খাচ্ছে সসেজ আর পান করছে মদ। দরজার কাছের একটা আসন দখল করল রোগান, ওখানে বসে একদল মানুষ আগে থেকেই বিয়ার গিলছে, তাই সহজে নজরে পড়বে না সে।

বেইলি আর ভ্রস্টককে ইচ্ছেমতো পান করতে দেখল রোগান। নিজেই অবাক হয়ে গেল ওদের আচরণ দেখে। আবার অবাক হয়েছে বলে মজাও পেল। এর আগে যতবার দেখা হয়েছে, ততবার দায়িত্বের মুখোশ পরে ছিল ওই দুজন। এখন দেখতে পাচ্ছে আসল বেইলি আর আসল ভ্রস্টককে।

অহংকারী ভ্রস্টক দেখা যাচ্ছে মোটা মহিলা বেশি পছন্দ করে! হাতের কাছে যতগুলো পৃথুলা ওয়েট্রেস পড়ল, সবাইকে চিমটি কাটল লোকটা।

BanglaBook.org

তবে পাতলাদের দিকে ফিরেও তাকাল না। বেশ মোটা এক মেয়ে যখন ট্রে-ভর্তি বিয়ারের খালি পাত্র নিয়ে পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তখন আর নিজেকে সামলাতে পারল না সে। জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল ওয়েট্রেসকে, চারপাশে পড়ে গেল গ্লাস। মুচকি হেসে ঠেলা দিল ওয়েট্রেস, ভ্রস্টককে ফেলে দিল বেইলির কোলে।

দোবলা-পাতলা আর্থার বেইলি আদপে মহাখাদক। থালার পর থালাভর্তি সসেজ গিলতে লাগল সে। মুখভর্তি খাবার পেটে চালান দিচ্ছে বিয়ারের সাহায্যে। অন্য কোনো দিকে নজর নেই। আচমকা উঠে বাথরুমের দিকে রওনা দিল যুবক।

ভ্রস্টক অনুসরণ করল ওকে, টলছে মাতালের মতো। এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে পিছু নিল রোগানও। বাথরুমে পা রেখে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারল না–বেইলি আর ভ্রস্টক ছাড়া আর কেউ নেই ভেতরে!

তবে গুলি ছোঁড়া সম্ভব না এখানে, জ্যাকেটের পকেট থেকে পিস্তল বের করা যাবে না। একটা বালতির ওপর ঝুঁকে বমি করছে বেইলি। ভ্রস্টক আলতো করে ধরে রেখেছে বেইলির মাথা, যেন বস বালতির ভেতর পড়ে না যায়!

প্রতিরক্ষাহীন যুগলকে দেখে করুণা জন্মাল রোগানের মনে। ওদের চোখে ধরা পড়ার আগেই বেরিয়ে এল বাইরে, মার্সিডিজে চড়ে ফিরে এল হোটেলে। পার্ক করে কামরায় পা রাখল। দরজা লাগানো হয়নি, রোজালি সেভাবেই বসে আছে। অপেক্ষা করছে ওর জন্য।

সাইলেন্সারটা খুলে, ওটাকে ড্রয়ারে আবার রেখে দিল রোগান। এরপর সোফায়, রোজালির পাশে বসল।

'পারলাম না করতে,' বলল সে। 'কেন জানি না, কিন্তু পারলাম না ওদের হত্যা করতে।'

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

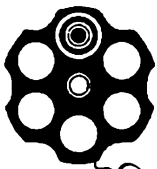

অধ্যায় উনিশ

পরদিন সকালে কফি পান করে একটা কাগজ হাতে নিল রোগান। ওতে উকিলের নাম লিখে এগিয়ে দিল রোজালির হাতে। 'যদি কোনো ধরনের ঝামেলা হয়, তাহলে এর সঙ্গে যোগাযোগ কোরো,' জানাল সে। 'তোমাকে সাহায্য করতে আসবে।'

বেইলি আর ভ্রস্টককে খুন করেনি বলে, রোজালির আশার পালে নতুন করে হাওয়া লাগল যেন। তবে এখন আর সরাসরি চাপ দিচ্ছে না, মেনেই নিয়েছে যে কাজটা করতে বাধ্য ওর প্রেমিক। তবে কয়েকদিন বিশ্রাম নেবার জন্য চাপ দিল, এই সময়টা কাটাবে একত্রে। অসুস্থ দেখাচ্ছিল রোগানকে, সেই সঙ্গে ক্লান্তও। তাই প্রস্তাবটা অযৌক্তিক না। কিন্তু রোগান তা মানতে রাজি না। অনেকগুলো বছর অপেক্ষা করেছে প্রতিশোধের জন্য, এখন আর একটা দিনও অপেক্ষা করতে পারবে না।

মাথাব্যথা করছে একটু, রুপালি প্লেটের ওপর চাপ অনুভব করছে। সঙ্গে সবসময় ওষুধ নিয়ে ঘোরে, সেটা গেলার জন্য পানি এগিয়ে দিল রোজালি। ওয়ালথার পিস্তলটা পরখ করে আবার জ্যাকেটের পকেটে রাখল রোগান।

'সাইলেন্সার নেবে না?' জানতে চাইল ওর প্রেমিকা।

'না, সাইলেন্সার লাগালে নিশানা ঠিক থাকে না।' বলল রোগান। 'গুলিটার লক্ষ্যে লাগা নিশ্চিত করতে চাইলে, ফন অস্টিনের কমপক্ষে পনেরো ফুটের মাঝে পৌঁছে যেতে হবে আমাকে। হয়তো এতটা কাছে যাওয়া সম্ভবই হবে না!'

প্রেমিকের কথার অর্থ ধরতে পারছে মেয়েটা। আসলে রোগান বলতে চাইছে–ওর ফেরার কোনো সম্ভাবনাই নেই, তাই অস্ত্রে সাইলেন্সার লাগালেও

BanglaBook.org

লাভ নেই। ওরা বেরিয়ে যাবার ঠিক আগ মুহূর্ত প্রেমিকের বাহুডোরে নিজেকে আবিষ্কার করল রোজালি। তবে মেয়েটাকে এত অল্পে সান্ত্বনা দেয়া সম্ভব না।

মেয়েটাকে গাড়ি চালাতে বলল রোগান।

আদালতের সিঁড়ির সামনে দিয়ে গেল ওরা। এই চত্বরটাকে খুব ভালোমতোই চেনে রোগান, এমনকি কমপ্লেক্সের দালানগুলোও পরিচিত। রোজালি মার্সিডিজটা পার্ক করল পার্শ্বদরজার খানিকটা বাইরে। গাড়ি থেকে বেরিয়ে রাজসিক খিলান পার হয়ে প্যালেস অভ জাস্টিসের প্রাঙ্গণে চলে গেল রোগান।

খোয়া-বিছানো পথ ধরে এগোতে লাগল সে, একদা এই পথ ছিল রক্তে রঞ্জিত। হয়তো আজও খুঁজলে খোয়ার ফাঁকে মিলবে ওর মাথার হাড়ের ভাঙা অংশ! দুশ্চিন্তায় শক্ত হয়ে গেল রোগান, রোজালির পিছু নিয়ে ঢুকল ইমার্জেন্সি হাসপাতালে। ওকে নার্সের সাদা টিউনিক পরতে দেখল রোগান। পোশাক পাল্টানো শেষে ফিরে তাকাল মেয়েটা। জানতে চাইল, 'তুমি প্রস্তুত?'

মাথা দুলিয়ে সায় জানাল রোগান।

এবার ওকে পথ দেখিয়ে ভেতরের একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল রোজালি, ওটা বেয়ে উঠে পৌঁছল অন্ধকার একটা হলে। হলের দুই পাশে ওক কাঠের দরজা, পঞ্চাশ ফুট পরপর দেখা যাচ্ছে। প্রতিটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে স্যুট অভ আর্মার। তবে কয়েকটা কোনা রয়েছে ফাঁকাও। যুদ্ধের সময় ওগুলো চুরি হয়ে গেছে, এখন পর্যন্ত নতুন করে বসানো হয়নি।

কোর্টরুমের দরজার সামনে দিয়ে যাবার সময় অভিযুক্তদের দেখতে পেল রোগান। ছিঁচকে চোর, সিঁধেল চোর, ধর্ষক, দালাল, খুনি আর নিষ্পাপ–সবাই অপেক্ষা করছে সুবিচারের। লম্বা করিডর ধরে এগিয়ে গেল রোগান, বাতাস যেন ভরে আছে অশুভ আবহে। একটা কাঠের স্ট্যান্ডের সামনে এল ওরা, প্ল্যাকার্ড রাখা আছে ওখানে, তাতে লেখা– 'ক্রিমিনালগেরিসট'। তার নিচে আছে: 'বুনদেসগেরিসট ফন অস্টিন প্রেসিডিউম।'

ওর হাত ধরে টানল রোজালি। 'এই কোর্টরুমে,' ফিসফিস করে জানাল ও। 'ফন অস্টিন তিন বিচারকের নেতা হিসেবে বসবে।'

এক কর্মকর্তাকে পার হয়ে, পেছনের আসনে বসল রোগান। এরপর ধীরে ধীরে নজর তুলে দেখল বিশাল কোর্টরুমের একপাশের বেদিতে বসে

BanglaBook.org

থাকা তিন বিচারকের দিকে। সামনে বসে থাকা এক দর্শকের কারণে দেখতে কষ্ট হচ্ছে ওর, তাই মাথা একপাশে সরিয়ে নিল।

তিনজনের কাউকেই পরিচিত মনে হলো না!

'দেখতে পাচ্ছি না ওকে,' ফিসফিস করে রোজালিকে বলল সে। ওকে অত্যাচার করা লোকটা ছিল সম্ভ্রান্ত চেহারার, সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু এখন মাঝখানে বসে থাকা বিচারক মোটাসোটা, কেমন যেন তেলতেলে দেখতে। এমনকি কপালটাকেও সরু ঠেকল। মানুষ, সে যত দিনই পার হোক না কেন, এতটা পাল্টাতে পারে না। 'ওটা ফন অস্টিন হতে পারে না। দেখতে একদম মিলছে না।'

ধীরে ধীরে ওর দিকে ঘুরে তাকাল রোজালি। 'তার মানে বলতে চাইছ, এই লোকটা সেই সপ্তম ব্যক্তি না?'

মাথা নাড়ল রোগান। মেয়েটার চোখে কেমন যেন স্বস্তির ছোঁয়া দেখতে পেল সে, যদিও তার কারণ বুঝতে পারল না। তারপর ফিসফিসিয়ে বলল মেয়েটা, 'কিন্তু ও-ই ফন অস্টিন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমি শতভাগ নিশ্চিত।'

মাথা ঘোরাতে লাগল রোগানের, ধোঁকা দেয়া হয়েছে ওকে। ফ্রেইসলিং ভাইদের মুচকি হাসির কথা মনে পড়ে গেল ওর, ফন অস্টিনের ব্যাপারে তথ্য দেবার সময় যে হাসি হেসেছিল। বেইলির আত্মবিশ্বাসী আচরণটাও ভুলে যায়নি সে, কিছু একটা দারুণ আমোদ দিচ্ছিল ওকে।

এখন রোজালির চোখের আনন্দের কারণ টের পেল রোগান। সপ্তম মানুষটাকে কখনো খুঁজে পাবে না ও, আর তাই প্রতিশোধ নিতে গিয়ে মরতেও হবে না ওকে! এই আশাটাই করছিল মেয়েটা।

রুপালি পর্দাটা দপদপ করছে, সারা বিশ্বের প্রতি অসহ্য একটা ঘৃণা যেন ওর শরীরের রক্তে কাটছে সাঁতার। একদম জোর পাচ্ছে না দেহে, তাই ঝুঁকতে শুরু করল রোজালির দিকে।

ওকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটা। এদিকে অজ্ঞান হতে শুরু করেছে রোগান। এক অফিসার ব্যাপারটা টের পেয়ে, রোগানকে কোর্টরুম থেকে বের করে আনতে সাহায্য করল। ইমার্জেন্সি ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হলো রোগানকে।

রোগানের যে পাশের পকেটে অস্ত্র আছে, সেদিকে রইল রোজালি; ক্লিনিকে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল চারটা বিছানার একটায়। পর্দা দিয়ে ঢেকে দিল দেহটাকে। তারপর মাথাটা উঁচু করে খাইয়ে দিল ওষুধ।

BanglaBook.org

কয়েক মিনিটের মাঝে রঙ ফিরে এল রোগানের গালে, চোখ খুলল সে।

নম্র স্বরে কিছু একটা বলল মেয়েটা, কিন্তু জবাব দিল না রোগান। অবশেষে ওকে শুইয়ে রেখে আরেক রোগীর দেখভাল করার জন্য বেরোতে হলো ওকে।

ছাদের দিকে চেয়ে রইল রোগান। মগজ খাটানোর চেষ্টা করছে। ভাবছে, ফ্রেইসলিং ভাইরা একই মিথ্যে বলল কীভাবে? বেইলিও স্বীকার করেছিল যে ফন অস্টিনই ওর খোঁজা সপ্তম মানুষ। তাহলে কী রোজালি মিথ্যে বলল?

নাহ। রোজালি তা করতেই পারে না। এখন শুধু করার মতো একটা কাজই আছে–বেইলিকে খুঁজে বের করে সত্যিটা তার পেট থেকে টেনে বের করা। কিন্তু বিশ্রাম নেবার পর নামতে হবে কাজে, এই মুহূর্তে খুব দুর্বল লাগছে নিজেকে।

চোখ বন্ধ করে ফেলল রোগান, ঘুমিয়ে নিল খানিকক্ষণ। যখন চোখ খুলল, তখন মনে হলো যেন ওর চিরপরিচিত দুঃস্বপ্নগুলোর একটা শুরু হয়েছে!

পর্দার ওপাশ থেকে ভেসে আসছে সেই কণ্ঠটা, যেটার মালিক বহু বছর আগে অত্যাচার করত ওকে। এর মালিক সেই লোক, যে মনুষ্যত্বের শেষ সীমায় নিয়ে গিয়েছিল রোগানকে। সেই আকর্ষণীয় কণ্ঠ, মিশে আছে পরম সহানুভূতি। কোর্টরুমে অজ্ঞান হয়ে একটু আগে হাসপাতালে নিয়ে আসা লোকটার ব্যাপারে জানতে চাইল সে। রোজালির কণ্ঠ শুনতে পেল রোগান, সম্মানের সঙ্গে বলছে। ফন অস্টিনকে জানাল যে গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বেচারা, তবে অচিরেই সুস্থ হয়ে উঠবে। সম্মানিত বিচারককে ধন্যবাদ জানাল রোগীর সুস্থতার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছে বলে।

দরজা বন্ধ হয়ে গেলে, পর্দার এপাশে চলে এল রোজালি। অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, রোগান তখন বিছানায় সটান বসে আছে, মুখে গাম্ভীর্য-মাখা হাসি। 'কে এসেছিল?' জানতে চাইল ও।

'বিচারক ফন অস্টিন,' বলল রোজালি। 'তুমি কেমন আছ, জানতে চাইল। আগেই বলেছিলাম, লোকটা ভদ্র। এই লোক তোমার সেই অত্যাচারকারী হতেই পারে না!'

নম্র কণ্ঠে বলল রোগান, 'এজন্যই হাসছিল ফ্রেইসলিং ভাইয়েরা, বেইলিও। জানত যে আমি কখনো ভন অস্টিনকে চিনব না। ঠিক যেমনটা

BanglaBook.org

আমাকে চেনেনি ওরা। কিন্তু লোকটার সব শক্তি, সব আকর্ষণ রয়েছে তার কণ্ঠে। সেই কণ্ঠ আমি কোনোদিন ভুলব না।' মেয়েটির হতাশা ভরা চোখের দিকে চেয়ে যোগ করল, 'বিচারক ফন অস্টিন কি বিকেলের বিচারে বসবে?'

বিছানায় বসল রোজালি, ওর দিকে পিঠ দিয়ে। 'হ্যাঁ।'

ওর কাঁধে চাপড় বসাল রোগান। আনন্দে কাঁপতে থাকা দেহটাকে নিয়ন্ত্রণে আনল কষ্ট করে। আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা, তারপর সব শেষ হয়ে যাবে। তবে তার আগে শক্তি জড়ো করতে হবে ওকে। রোজালিকে শক্তিবর্ধক ওষুধ দিতে অনুরোধ করল।

মেয়েটা ইনজেকশন প্রস্তুত করতে করতে ফন অস্টিনের চেহারা নিয়ে ভাবতে লাগল সে।

ফন অস্টিনের রাজসিক চেহারা আর ভাব-ভঙ্গির কথা মনে করতে চাইল রোগান। শুধু বিপদকে কাঁচকলা দেখাবার জন্য নিজের দেহে ছুরি চালাতে দেবে না লোকটা। বুঝতে পারল, এই বছরগুলো ফন অস্টিনও খুব একটা আরামে কাটায়নি। তাকেও যেতে হয়েছে ব্যক্তিগত নরকযন্ত্রণার ভেতর দিয়ে।

তাতে কী আসে-যায়? ভাবল রোগান।

আজকের সূর্য ডোবার আগে ওদের দুজনের দুনিয়াই ধ্বংস হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

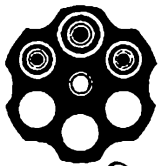

অধ্যায় বিশ

মূল বিচারক ক্লাউস ফন অস্টিন বসে আছে উঁচু বেঞ্চে, তার দুই সহকর্মীর স্থান হয়েছে খানিকটা নিচে। বাদীপক্ষের উকিলের মুখ নাড়া দেখছে বটে সে, কিন্তু একটা শব্দও বুঝতে পারছে না। নিজের অপরাধবোধের কারণে, নিজের শাস্তির ভয়ে, কেসে মন দিতে পারছে না। দুই সহকর্মীর ফয়সালার সঙ্গে একমত হতে হবে ওকে।

কোর্টরুমের পেছন দিকে নড়াচড়ার আভাস নজরে এল ওর। লাফিয়ে উঠল অন্তরটা। তবে দেখতে পেল, এক দম্পতি এসে বসছে আসনে। লোকটার চেহারা দেখতে চাইল ফন অস্টিন, কিন্তু পারল না। একপাশে হেলিয়ে রেখেছে সে চেহারা।

এবার বিবাদীর উকিল তার বক্তব্য দিচ্ছে। মনোযোগ দেবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলো ফন অস্টিন। জোর করে আবার মন দিল কথায়। আচমকা কোর্টরুমের পেছন থেকে ভেসে এল হট্টগোলের আওয়াজ। অনেক কষ্টে বসে রইল ফন অস্টিন, উঠে দাঁড়াতে চাইতে ওর সারা দেহ।

দেখতে পেল সাদা পোশাক পরিহিতা এক নারী, এবং এক কোর্টরুম-অফিসার বাইরে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটির অজ্ঞান সঙ্গীকে। দৃশ্যটা একদম অস্বাভাবিক না। মামলাগুলো রুক্ষ, তেমনি তার রায়ও খুব কড়া। তাই অনেকেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

তারপরও, ঘটনাটা ভাবিয়ে তুলল ওকে। আঙুলের ইশারায় কেরানিদের একজনকে ডেকে পাঠাল ফন অস্টিন। তারপর নির্দেশ দিল কিছু। ফিরে এসে কেরানি জানাল–আদালতের অধীনস্থ এক নার্সিং-সহকারী ছিল মেয়েটা, দেখভাল করছে সে এখন। দীর্ঘশ্বাস ফেলে শান্ত হলো ভন অস্টিন।

BanglaBook.org

কিন্তু তারপরও এমন সময়ে এমন একটা ঘটনা তাকে ভাবিয়ে তুলল খুব।

আদালত লাঞ্চের বিরতিতে গেলে ভন অস্টিন সিদ্ধান্ত নিল, ইমার্জেন্সি রুমে গিয়ে লোকটার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেবে। চাইলে কেরানিকে পাঠানো যেত, কিন্তু কাজটা নিজেই করার সিদ্ধান্ত নিল সাত-পাঁচ ভেবে।

নার্সিং-সহকারী মেয়েটা দেখতে যেমন সুন্দরী, তেমনি ভদ্র। এই ধরনের পদে সাধারণত যেসব মানুষদের নেয়া হয়, তাদের থেকে একদম আলাদা। একটা হাসপাতাল বিছানা পর্দা দিয়ে ঘিরে দিয়েছে সে, জানাল যে ওটার আড়ালে বিশ্রাম নিচ্ছে অসুস্থ মানুষটা। তেমন বড় কোনো সমস্যা না, গরমের কারণে জ্ঞান হারিয়েছে শুধু।

পর্দার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল ফন অস্টিন। ইচ্ছে হচ্ছে ওটা সরিয়ে লোকটার চেহারা দেখে। মনের ভেতর জমে ওঠা ভয় সরাবার জন্য কাজটা করা দরকার। কিন্তু কাজটা ঠিক ওর অবস্থানের সঙ্গে যায় না বলে ইচ্ছেটা অদম্য হলেও চেপে রাখল ফন অস্টিন। তাছাড়া মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে ওর আর পর্দার মাঝে। কিছু করতে হলে তাকে সরিয়ে করতে হবে।

ভদ্রতাসূচক কয়েকটা কথা বলে তাই কামরা ছাড়ল সে। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে বিচারক হবার পর এই প্রথম প্রাঙ্গণ দিয়ে হাঁটতে গিয়ে মুখ সরিয়ে রাখল ও, যেন বহু বছর আগে যেখানে লাশের স্তূপ জড়ো করেছিল তা দেখতে না হয়। প্রাঙ্গণ ছেড়ে মূল সড়কের কাছে চলে এল ফন অস্টিন। শোফার লিমুজিনসহ অপেক্ষা করছে ওর জন্য, লাঞ্চ বাড়িতেই করে বিচারক।

শোফারের সঙ্গে সামনের আসনে বসল গোয়েন্দা। আমোদের হাসি খেলে গেল ফন অস্টিনের চেহারায়। একগুঁয়ে কোনো আততায়ীর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না লোকটা, বরঞ্চ তাকেও মরতে হবে শুধু শুধু। গাড়ি যখন ওর বাড়ির গাড়িবারান্দায় উঠল, তখন আরো অনেক প্রহরী নজরে এল ফন অস্টিনের। এরা কিছু উপকারে আসতে পারে। ওদেরকে দেখে হয়তো অন্য কোথাও ওকে হত্যাচেষ্টার পরিকল্পনা করবে আততায়ী, অন্তত মার্সিয়া তো নিরাপদে থাকবে।

খাবার ঘরে অপেক্ষা করছিল মেয়েটা। সবকিছু প্রস্তুত। টেবিলে ব্যবহার করা হয়েছে সাদা কাপড়, তাতে আছে হালকা নীলের ছাপ। আলো খানিকটা প্রতিফলিত হচ্ছে সেই কাপড়ে। রুপার তৈজসপত্র ঝিকিয়ে

BanglaBook.org

উঠছে। ফুলে ভরা পাত্রগুলোর সজ্জা দেখলে মনে হয় যেন কোনো দক্ষ শিল্পীর কাজ। দুষ্টুমির সুরে স্ত্রীকে বলল, 'মার্সিয়া, আবহের মতো খাবারটাও যদি স্বাদু হতো...'

নকল রাগ দেখাল মেয়েটা। 'বিচারকগিরি আদালতে রেখে এসো, বাড়িতে ওসব চলবে না!'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভাবল ফন অস্টিন: আমার কৃত অপরাধের কথা জানতে পারলে কি বিশ্বাস করবে মেয়েটা? এতটুকু নিশ্চয়তার সঙ্গে বলতে পারে, যদি ও নিজে সব অস্বীকার করে তো চোখ বন্ধ করে ওকেই বিশ্বাস করবে মার্সিয়া। বছর বিশেকের ছোট হতে পারে বয়সে, কিন্তু ভালোবাসে একদম অন্তর থেকে–তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নিজের চেহারায় হাত বোলাল ফন অস্টিন। সার্জারি নিখুঁত হয়েছে, জার্মানিতে এরচেয়ে ভালো কাজ আর কোনো সার্জন দেখাতে পারত না। কিন্তু কাছ থেকে দেখলে এখনো তার দাগ পরিষ্কার ধরা পড়ে। হয়তো এজন্যই পর্দা টেনে রাখে মার্সিয়া, আলোও রাখে কমিয়ে...যেন ওর চেহারার দাগ দেখতে না হয়।

খাওয়ার পর এক ঘণ্টার বিশ্রাম নিতে ওকে বাধ্য করল মার্সিয়া, শুইয়ে দিল বসার ঘরের সোফায়। নিজে বসল উল্টো দিকে, একটা বই হাতে।

চোখ বন্ধ করল ক্লাউস ফন অস্টিন। স্ত্রীকে সত্যিটা জানতে দেবে না কখনো। মেয়েটা ওকে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করে। তাছাড়া, কৃত অপরাধের শাস্তি কি সে পায়নি? ১৯৪৫ সনের রোজেনমনটাগের কিছুদিন পরেই, একটা শেল ঠিক ওর চেহারার সামনে আছড়ে পড়ে। নিজে খণ্ড-বিখণ্ড হবার পাশাপাশি ওর চেহারারও বারোটা বাজায়।

ওই দাগগুলো নিয়ে কখনো আফসোস ছিল না ফন অস্টিনের। ব্যাপারটা ও ঐশ্বরিক শাস্তি হিসেবে ধরে নিয়েছিল। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসে আমেরিকান এজেন্টের সঙ্গে যে আচরণ করেছিল, তার শাস্তি।

কীভাবে বোঝাবে কাউকে যে একজন সম্ভ্রান্ত, পার্টির পদস্থ অফিসার এবং জার্মান হিসেবে দেশের অধঃপতন ধরতে পেরেছিল অনেক আগেই; কিন্তু মাতালের সঙ্গে বিয়ে হওয়া কোনো পুরুষ যেমন নিজের ভালোবাসা প্রকাশের জন্য নিজেও মাতাল হয়, তেমনি সে নিজেও 'জার্মান' হয়ে থাকার মানসে পরিণত হয়েছিল খুনি আর অত্যাচারীতে?

কেউ বিশ্বাস করবে?

BanglaBook.org

যুদ্ধ-পরবর্তী সময়টাতে আক্ষরিক অর্থেই সম্মানের জীবনযাপন করেছে সে। জীবনও নতুন করে কোনো সমস্যার সৃষ্টি করেনি। বিচারক হিসেবে নমনীয়তাই দেখিয়েছে সে, কঠোরতা নয়। অতীতকে পেছনে ফেলে তাকিয়েছে সামনে। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের সব কাগজপত্র সাবধানে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। এমনকি কয়েক হপ্তা আগ পর্যন্ত আর ভাবত না যুদ্ধের সময়কার নৃশংসতা নিয়ে।

যখন জানতে পারল যে ফ্যান আর মোটককে খুন করা হয়েছে...এবং সেই সঙ্গে ফ্রেইসলিং ভাইদেরকেও, তখন আবার মনে পড়ে যেতে লাগল সেই দিনগুলোর কথা। এক হপ্তা আগে আর্থার বেইলি নামের এক আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসার এসেছিল ওর বাড়িতে, শুনিয়েছিল মাইকেল রোগানের কথা।

ওই মানুষগুলোকে হত্যা করেছিল মাইকেল রোগানই, এখন ফন অস্টিনের পেছনে লেগেছে। মাইকেলের কথা মনে আছে রোগানের, তখন আইনের অনুমতি ছাড়াই বিচারকের ভূমিকা পালন করেছিল সে।

এখন দেখা যাচ্ছে, জল্লাদ তার কাজটা ঠিকমতো করতে পারেনি!

আর্থার বেইলি নিশ্চয়তা দিল ওকে–রোগান তার শেষ লক্ষ্যকে শিকার করতে পারবে না। আমেরিকান গুপ্তচর নেটওয়ার্ক সেদিকে কড়া নজর রাখছে। সেই সঙ্গে ফন অস্টিনের যুদ্ধাপরাধের ইতিহাসও গোপন রাখবে।

কথাটার অন্তর্নিহিত অর্থ ধরতে বেগ পেতে হয়নি বুদ্ধিমান লোকোটার। যদি কখনো পশ্চিম জার্মানির ক্ষমতার হাল ধরে সে, তাহলে আমেরিকানদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে।

সোফায় শুয়েই স্ত্রীকে ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল সে, চোখ খুলল না যদিও। রোগান বেঁচে আছে–এই কথাটা জানার পর থেকেই লোকটাকে স্বপ্নে দেখছে। উঁহু, স্বপ্নে নয়–দুঃস্বপ্নে!

দেখছে ফন অস্টিন–রাতের আঁধারে ওর ওপর ঝুঁকে আছে রোগান, লোকটার মাথার পেছন থেকে ঝরছে টকটকে লাল শোণিত। সেই রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে ফন অস্টিনের চেহারায়। ঠিক সেই সময় কোথায় যেন বাজতে শুরু করে একটা ফোনোগ্রাফ, বাতাস ভরিয়ে তোলে রোগানের যুবতী স্ত্রীর চিৎকার দিয়ে।

আসলে সত্যিটা কী? কেন সে যুবককে অত অত্যাচারের পর হত্যা করছিল? কেন রেকর্ড করেছিল মেয়েটার আর্তচিৎকার? কেন বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল রোগানের অন্তিম মুহূর্তে? কেন একটা সুখী জীবনের স্বপ্ন দেখিয়েছিল? কেন বলেছিল যে ওর স্ত্রী-পুত্র বেঁচে আছে?

BanglaBook.org

জিজ্ঞাসাবাদের প্রথম দিনটার কথা মনে পড়ে গেল ফন অস্টিনের। রোগানের সেদিনকার চেহারাটা আজও ভেসে ওঠে চোখের সামনে। নিষ্পাপ, নিরীহ একটা চেহারা, যা যারপরনাই বিরক্ত করে তুলেছিল ওকে। বুঝিয়ে দিয়েছিল–এই চেহারার মালিকের জীবনে অশুভ এখনো তার থাবা বসায়নি।

সেদিনই বন্দির স্ত্রীকে দেখতে গিয়েছিল ফন অস্টিন। আবিষ্কার করে–মেয়েটাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে মেডিকেল রুমে, সন্তান প্রসবের জন্য। কামরায় ঢোকার আগেই মেয়েটার ব্যথায় ভরা চিৎকার শুনতে পেয়েছিল ও। ডাক্তার যখন জানাল যে মেয়েটা মারা যাচ্ছে, তখন ফন অস্টিন সেই চিৎকারকে নিজের কাজে লাগাবার একটা উপায় খুঁজে বের করে।

চালাকি করেছিলাম সেদিন, ভাবল ফন অস্টিন। চালাক আমি সব সময়ই ছিলাম। অবশ্য সেটা চালাকি না, ধূর্তামি। যুদ্ধের পর, ক্ষত-বিক্ষত চেহারা নিয়ে দেখিয়েছিল ভালো কাজের প্রতি চালাকি। তাই কেন রোগানকে পুরোপুরি ধ্বংস করতে এত উতলা হয়ে ছিল, তা জানে ফন অস্টিন।

কাজটা করেছিল–উপলব্ধি করতে পারল সে–কেননা শুভ আর অশুভের লড়াই চলতে থাকবে আজীবন। একে-অন্যকে ধ্বংস করাই তাদের লক্ষ্য। যুদ্ধের সময়, সবাই যখন চলে যায় লড়াই এবং খুনের উন্মাদনার সাগরে ডুব দিতে, তখন অশুভকেই জিততে হয়।

আর তাই ও ধ্বংস করেছে রোগানকে, বিশ্বাস আর স্বপ্ন দেখা দিয়েও মিলিয়ে গেছে যুবকের জীবন থেকে। শেষ মুহূর্তের জন্য চোখের দৃষ্টি দিয়ে ওর কাছে দয়া ভিক্ষা করেছে রোগান, তখন হেসেছে আনন্দের হাসি। সেই হাসি এতটাই তীব্র ছিল যে, আরেকটু হলেই ছাপিয়ে যেত রোগানের মাথার ঠিক পেছনে প্রবেশরত গুলিটার আওয়াজ। সেই মুহূর্তে হেসেছিল ও, কেননা চোখের সামনে ফেডোরার কোনা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যুবক দেখতে ছিল আসলেই হাস্যকর। মৃত্যু, সেই ১৯৪৫ সনের ভয়াবহ দিনগুলোতে, পরিণত হয়েছিল গতানুগতিকে!

BanglaBook.org

'সময় হয়েছে,' ওর বন্ধ চোখ স্পর্শ করে বলল মার্সিয়া।

সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ফন অস্টিন। স্ত্রীর সহায়তায় গায়ে গলাল জ্যাকেট। তারপর লিমুজিনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'দয়া দেখিয়ো,' মনে করিয়ে দিল ওর স্ত্রী।

কেন যেন কথাটা শুনে ধাক্কা খেল ফন অস্টিন। এমনভাবে স্ত্রীর দিকে চাইল, যেন কথাটার অর্থ ধরতে পারেনি। ওর চোখের দৃষ্টি দেখে তা বুঝল মার্সিয়া। বলল, 'যাকে রায় শোনাবে, সেই বেচারার প্রতি দয়া দেখিয়ো।'

আচমকা ফন অস্টিনের ইচ্ছে হলো, সব বলে দেয় মার্সিয়াকে। নিজের অপরাধের ফিরিস্তি শোনায় মার্সিয়াকে। কিন্তু কাজটা করার আগেই ছেড়ে দিল গাড়ি। ওর বাড়ি ছেড়ে রওনা দিল মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের দিকে।

মৃত্যু পরোয়ানা জারি হয়ে গেছে, জানে ফন অস্টিন। তারপরও স্ত্রীর কাছে স্বীকারোক্তি দিতে পারল না সে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

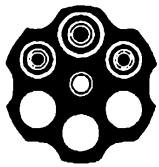

অধ্যায় একুশ

মিউনিখের ঠিক বাইরে অবস্থিত ইউএস সেনাবাহিনির সদর-দফতরের সিআইএ কমিউনিকেশনস সেন্টারের অফিসে পায়চারি করছে আর্থার বেইলি। সেদিন সকালে কোডেড রেডিয়োগ্রাম পাঠিয়েছে ও পেন্টাগনে। জানিয়েছে ফন অস্টিন আর রোগানকে নিয়ে ঘটা সবকিছু এবং বর্তমান পরিস্থিতি। তবে কোনো পদক্ষেপ নেবার সুপারিশ করেনি, বলেছে চুপচাপ বসে থাকাই ভালো হবে। এখন সেটার উত্তরের অপেক্ষা করছে অধৈর্য হয়ে।

দুপুরের ঠিক আগে আগে এল জবাব। কেরানি ওটাকে নিয়ে গেল চরম গোপনীয় একটা কামরায়, যেখানে ডিকোডিঙের কাজটা করা হয়। আরো প্রায় আধঘণ্টা পর জবাবটা এল বেইলির হাতে।

ওটা যেন ঘুষি বসিয়ে দিল বেইলির পেটে...

ফন অস্টিনের সুরক্ষার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে ওকে, সেই সঙ্গে রোগানের ব্যাপারে সব জার্মান পুলিশকে জানিয়ে দেবার আদেশও আছে।

কাজটা করলে পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাবে, এই ভেবে রেডিয়োফোন করার সিদ্ধান্ত নিল বেইলি। জবাবের নিচে যে সইটা আছে তা দেখে ওটা দিয়েছে ওরই এক প্রাক্তন-সহকর্মী: ফ্রেড নেলসন। রেডিয়োফোনে খুলে কথা বলা যাবে না, তবে নেলসনকে বোঝানো সম্ভব হতে পারে। তাড়াতাড়ি করতে হবে, জানে সেটা।

কে জানে, হয়তো এই মুহূর্তে অস্ত্র হাতে বিচারপতির সামনে দাঁড়িয়ে আছে রোগান।

সংযোগ পেতে মিনিট দশেক সময় লেগে গেল। নিজের পরিচয় দিয়ে সাবধানতার সঙ্গে বলল বেইলি, 'আমাকে যে উল্টোপাল্টা নির্দেশনা পাঠিয়েছ,

BanglaBook.org

তা জানো? এই নির্দেশ পালন করলে এখানকার পুরো রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমূলে পাল্টে যাবে।'

নেলসনের কণ্ঠ শীতল, নিস্পৃহ শোনাল। 'সিদ্ধান্তটা এসেছে ইন্টেলিজেন্সের উপরমহল থেকে। এমনকি স্টেট ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে। তাই আর ভেবো না, আদেশ পালন করো শুধু।'

ঘৃণার সঙ্গে বলল বেইলি, 'তোমরা সবাই পাগল।'

ওর কণ্ঠের উৎকণ্ঠা ধরতে পেরে দয়া হলো যেন নেলসনের। 'তোমার একটা বিশেষ পরিস্থিতি নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল ও। 'সেটার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

রোগান ওর বন্ধুদের কাছে যে চিঠিগুলো পাঠিয়েছে, সেগুলোর কথা বোঝাচ্ছে নেলসন। 'তা আমি বুঝতে পেরেছি,' বলল বেইলি। 'কিন্তু কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে?'

'তোমার কাছ থেকে প্রথম প্রতিবেদন পাবার পর থেকেই লোকটাকে নজরদারিতে রাখা হয়েছে। আমরা জানি, ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে কার কার; সবার নামেই আদেশ জারি করা হয়েছে, কোনো চিঠি এলে আগে আমাদের হাতে পড়বে সেটা।'

হতবাক হয়ে গেল বেইলি। 'এমন কাজ করে যুক্তরাষ্ট্রে পার পাওয়া যাবে?'

'জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য আমরা যা ইচ্ছে তাই করতে পারি।' কেমন যেন অদ্ভুত, ক্ষমতার মদে মাতাল একজন বলে মনে হলো নেলসনকে। 'এই লোক কি পুলিশের হাতে ধরা দেবার মানুষ?'

'না।'

'জীবিতাবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা না পড়লেই ভালো,' বলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল নেলসন।

যোগাযোগ করা উচিত হয়নি, বুঝতে পারছে বেইলি। নেলসনের বলা শেষ কথাটার অর্থ ধরতে অসুবিধে হয়নি ওর। রোগান যেন জ্যান্ত না থাকে, সেটা নিশ্চিত করতে বলা হলো ওকে এই মাত্র। ধরা পড়লেও, বেঁচে থাকতে দেয়া যাবে না তাকে।

ফন অস্টিনের ব্যাপারে কিছু বলুক লোকটা, তা চায় না ইন্টেলিজেন্স।

বাইরে অপেক্ষমাণ গাড়িতে উঠে বসল বেইলি, চালককে বলল ওকে প্যালেস অভ জাস্টিসে নিয়ে যেতে। রোগান এখনই সব ব্যবস্থা করতে পেরেছে বলে মনে হয় না ওর, তবে ঝুঁকি নেবার উপায় নেই। পথে ভ্রস্টককে তুলে নিতে হবে।

তারপর দরকার হলে হোটেলে গিয়ে শেষ করে আসবে রোগানকে।

BanglaBook.org

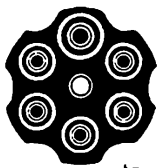

অধ্যায় বাইশ

মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ইমার্জেন্সি ক্লিনিকে বসে, ক্লাউস ফন অস্টিনের সঙ্গে শেষ মোলাকাতের প্রস্তুত সেরে নিল রোগান। চুল আঁচড়ে নিল, সেই সঙ্গে হাত দিয়ে টেনেটুনে সোজা করে নিল পোশাক। নিজেকে যতটা সম্ভব সুদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়, যেন অন্য সবার চাইতে আলাদা দেখায় ওকে। ডান দিকের জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে নিশ্চিত হয়ে নিল—ওয়ালথারটা আছে জায়গামতোই। যদিও দরকার ছিল না, ভারী হয়ে আছে পকেটটা।

মোবাইল ট্রে থেকে বর্ণহীন তরলের একটা বোতল তুলে নিল রোজালি, একটা গজে ঢালল ইচ্ছেমতো। তারপর ওটাকে রোগানের বাঁ দিকের পকেটে ভরে দিয়ে বলল, 'অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছ মনে হলে, এই গজটা নাকের সঙ্গে ধরে শ্বাস টেনো।'

একটু ঝুঁকে মেয়েটাকে চুমু খেল রোগান। একদম শেষ মুহূর্তে রোজালি বলল, 'রায় শোনানো শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো, দিনের শেষের দিকে করো কাজটা।'

'তারচেয়ে লাঞ্চ সেরে ফিরে আসার সময় ভালো সুযোগ পাব। গাড়িতে থেকো,' আলতো করে প্রেমিকার গালে হাত ঠেকাল ও। 'পালিয়ে আসতে পারার খুব ভালো সম্ভাবনা আছে।'

চোখে কষ্ট নিয়ে একে-অন্যের দিকে তাকাল ওরা, উভয়ে পরিকল্পনা সফল হবার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হবার ভান ধরছে। আচমকা সাদা টিউনিকটা খুলে একটা চেয়ারে ফেলে দিল রোজালি। 'আমি এখন যাচ্ছি,' বলল সে। তারপর আর একটা কথাও না বলে, একবারও পিছু ফিরে না ক্লিনিক ছেড়ে এগিয়ে গেল প্রাঙ্গণের দিকে। তারপর সদর রাস্তায়।

BanglaBook.org

রোগান চেয়ে রইল ওর দিকে। তারপর নিজেও ক্লিনিক ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের করিডরে। অপরাধীতে ভরে আছে জায়গাটা, সবাই রায়ের অপেক্ষা করছে। সঙ্গে আছে যার যার পরিবার-পরিজন। অভিযোগকারীরাও আছে ওখানে। আস্তে আস্তে মানুষজন ঢুকছে আলাদা আলাদা কোর্টরুমে। একসময় আর কেউ অবশিষ্ট রইল না।

কিন্তু ফন অস্টিনের কোনো হদিস নেই।

যে কোর্টরুমে সকালে বসেছিল ফন অস্টিন, সেখানে প্রবেশ করল রোগান। কার্যপ্রণালী এরইমাঝে শুরু হয়ে গেছে, তা-ও বেশ খানিকক্ষণ হতে চলল। রায় ঘোষণা করার জন্য বিচারকরা প্রস্তুত। ফন অস্টিন, মূল বিচারক, বসে আছে মাঝখানে। দুই পাশে অন্য দুই বিচারক। সবার পরনে কালো আলখাল্লা। তবে একমাত্র ফন অস্টিনের মাথায় শোভা পাচ্ছে উঁচু, ত্রিকোনাকার টুপি।

সামনে দাঁড়ানো অপরাধীর সাজা ঘোষণা শুরু করেছে লোকটা। এমন জোরালো কণ্ঠে সেটা উচ্চারণ করল, যা কোনোদিন ভুলবে না রোগান। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়া হলো অভিযুক্তকে।

অবশেষে খোঁজ শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে মারাত্মক স্বস্তি পেল রোগান। কোর্টরুমের দরজার বাইরে চলে এল সে, একশো ফুটের মতো হেঁটে অবস্থান নিল একটা ফাঁকা কোনায়...যেখানে বর্ম নেই। আরো প্রায় একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হলো ওকে, তারপর লোকজন বেরোতে শুরু করল কোর্টরুম থেকে।

একটা ছোট্ট পার্শ্বদরজা দিয়ে কালো আলখাল্লা পরিহিত অবয়বকে বেরোতে দেখল রোগান। ফন অস্টিন এগিয়ে আসতে লাগল ওর দিকে, আঁধারের ছায়া ঘেরা করিডর ধরে। দেখতে লোকটাকে প্রাচীনকালের পুরোহিত বলে মনে হচ্ছে। পতপত করে উড়ছে আলখাল্লার কোনা, মাথার হ্যাট দেখে মনে হয়, যেন কত পুত-পবিত্র মানুষ! অপেক্ষা করতে লাগল রোগান।

ফন অস্টিন সামনে আসতেই লোকটার পথ আটকে দাঁড়াল ও, ওয়ালথারটা বের করে ধরল সামনে।

সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে আছে এখন ওরা। অন্ধকারের মাঝেই রোগানের চেহারা দেখার প্রয়াস পেল ফন অস্টিন। ফিসফিসিয়ে বলল, 'রোগান?'

লোকটা ওকে চিনতে পেরেছে দেখে স্বস্তি পেল রোগান। ফন অস্টিন এখন জানে, ঠিক কোন অপরাধের জন্য মরতে হচ্ছে ওকে। বলল, 'তুমি একদা আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলে।'

BanglaBook.org

সম্মোহনী কণ্ঠটা পাল্টা বলল, 'রোগান, মাইকেল রোগান?' অবাক হয়ে লক্ষ্য করল রোগান, হাসছে লোকটা। 'অবশেষে তুমি এসেছ দেখে আমি খুশি।' হাত বাড়িয়ে মাথার হ্যাটটা স্পর্শ করল সে। 'স্বপ্নে তোমাকে আরো ভয়ানক দেখায়।'

পাত্তা দিল না রোগান, চালিয়ে দিল গুলি।

পিস্তলের আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো মার্বেলের করিডর জুড়ে। পিছিয়ে গেল ফন অস্টেন, দুই হাত উঁচু করে ধরল ও...যেন আশীর্বাদ দিতে চায় রোগানকে।

আবার ট্রিগার চাপল রোগান। কালো আলখাল্লাটার কাঁধ ঝুঁকে পড়তে শুরু করল, ত্রিকোনাকার হ্যাটটা পরে গেল মাথা থেকে। করিডরে থাকা লোকগুলো পালাতে শুরু করল আশপাশের কোর্টরুমে।

আরেকটা গুলি ছুঁড়ল রোগান, মার্বেলের পাথরে পড়ে থাকা লাশটাকে উদ্দেশ্য করে। তারপর পিস্তল হাতেই ছুটে বেরোল সূর্যের আলোয় উজ্জ্বল চত্বরে।

অবশেষে মুক্ত হয়েছে ও।

মাত্র একশো কদম দূরে দাঁড়িয়ে আছে মার্সিডিজটা। ওটার দিকে রওনা হলো সে। রোজালি দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পাশে, দূর থেকে ওকে দেখে খুব ক্ষুদ্র মনে হচ্ছে। দৌড়াতে শুরু করল রোগান। আসলেই পালাতে পারব, ভাবল অবাক হয়ে। সব শেষ, প্রতিশোধ নেয়া হয়ে গেছে...এখন নতুন একটা জীবন শুরু করতে পারবে...

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারল না। তার আগেই এক মাঝবয়সি, গোঁফঅলা পুলিশ এগিয়ে এল। এতক্ষণ ট্রাফিকম্যানের দায়িত্ব পালন করছিল সে। কিন্তু এখন রোগানের হাতে থাকা অস্ত্রটা দেখে পথ আটকে দাঁড়াল, বিনা অস্ত্রেই! বলল, 'তোমাকে গ্রেফতার করা হলো। জনসম্মুখে অস্ত্র দেখাতে পারো না তুমি।'

ধাক্কা দিয়ে ওকে সরিয়ে দিল রোগান, এগিয়ে গেল মার্সিডিজের দিকে। রোজালিকে দেখা যাচ্ছে না, সম্ভবত ভেতরে চলে গেছে ইঞ্জিন চালু করতে। অদম্য প্রয়াসে হাত বাড়িয়ে দিল রোগান, স্পর্শ করতে চায় মেয়েটিকে।

পুলিশ কিন্তু হাল ছাড়েনি, পিছু নিয়েছে ওর। বলছে, 'আরে, আরে। একটু তো বুদ্ধি খাটাও, আমি জার্মান পুলিশ অফিসার। তোমাকে গ্রেফতার করলাম।'

BanglaBook.org

কড়া ব্যাভারিয়ান টান লোকটার কণ্ঠে, খুব বন্ধুবৎসল মনে হয়। তারপরও ওর মুখে আঘাত করল রোগান। হচকচিয়ে পিছিয়ে গেল বেচারা, কিন্তু পরক্ষণেই পিছু ধাওয়া করল রোগানের; ওকে ঠেলে-গুঁতিয়ে নিয়ে আসতে চায় প্যালেস অভ জাস্টিসের ভেতরে। কিন্তু হাতে অস্ত্র দেখে শারীরিক শক্তি খাটাতে পারছে না। 'আমি পুলিশের লোক,' আবারও বলল সে। হতবাক শোনাল কণ্ঠটা, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না যে কেউ আইনের আদেশ অমান্য করতে পারে!

ঘুরে দাঁড়াল রোগান, গুলি করল লোকটার বুকে।

ওর দেহে আছড়ে পড়ল পুলিশের দেহ। চোখে চোখ রাখল লোকটা, আতঙ্কের সঙ্গে বলল, 'ও উই জেমেইন সি সিভ।'

শব্দগুলোর অর্থ বারবার ঘুরপাক খেতে লাগল রোগানের মনে।

'ওহ, কতবড় পিশাচ তুমি।'

থমকে গেল রোগান, দাঁড়িয়ে রইল ওভাবেই। পুলিশের লোকটার দেহ আছড়ে পড়ল ওর পায়ের কাছে।

রোগানের মনে হল, ওর দেহটা যেন মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে শূন্যে। প্রথমেই সব শক্তি উবে গেল ওর দেহ থেকে। কিন্তু রোজালি কোত্থেকে যেন উদয় হয়ে আঁকড়ে ধরল ওর হাতখানা, দৌড়াতে বাধ্য করল বলা চলে। মার্সিডিজের ভেতরে ঢুকিয়ে দিল রোগানকে, তারপর পাগলা ঘোড়ার মতো চালাতে লাগল গাড়িটাকে।

মিউনিখের রাস্তা ধরে দ্রুত বেগে ছুটছে ওদের বাহন, ফিরতে চাইছে হোটেলের নিরাপত্তায়। রোগানের মাথা কাত হয়ে আছে ডানে, যেন রোজালিকে ওর চেহারা দেখাতে না হয়।

আতঙ্কে বড় বড় হয়ে গেল মেয়েটার চোখ, কেননা ওর প্রেমিকের কান থেকে যে রক্ত বেরোচ্ছে!

হোটেলে পৌঁছতে বেশিক্ষণ লাগল না ওদের। গাড়ি বন্ধ করে রোগানকে বেরোতে সাহায্য করল রোজালি। জ্যাকেটের বাঁ পকেট থেকে গজটা বের করে ঠেসে ধরল লোকটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ঝটকা দিয়ে সোজা হলো রোগানের মাথা। পিস্তলটা এখনো ডান হাতে ধরে আছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো হতবাক হয়ে চেয়ে আছে ওদের দিকে।

রোজালির দেহে ভর দিয়ে কামরায় চলে এল রোগান। পথচারীরা যে পুলিশে খবর দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন যেন রোজালির

BanglaBook.org

মনে হলো–হোটেলের দরজা বন্ধ করে দিলেই রোখা যাবে সারা বিশ্বকে, নিরাপদে থাকবে ওর প্রেমিক।

রোগানকে সবুজ সোফায় শুইয়ে দিল ও, মাথাটা তুলে নিল কোলে।

এদিকে দপদপ করে রুপার প্লেটের ওপর যেন আছড়ে পড়ছে রোগানের দেহের সব রক্ত। বুঝতে পারছে সে, আর কখনো দেখতে হবে না দুঃস্বপ্ন। তাই বলল মাইকেল রোগান, 'আমাকে বিশ্রাম নিতে দাও। ওরা এসে পড়ার আগেই ঘুমুতে দাও।'

আলতো করে ওর ভ্রুতে হাত বুলিয়ে দিল রোজালি, হাত থেকে ভেসে আসা গোলাপের গন্ধ টের পেল রোগান। 'ঘুমাও, আমার প্রিয়,' বলল মেয়েটা। 'একটু ঘুমিয়ে নাও।'

কিছুক্ষণ পর, মিউনিখ পুলিশ পা রাখল কামরাটায়। ওদের দুজনকে পেল সেই অবস্থাতেই। মিউনিখ প্যালেস অভ জাস্টিসের ওই সাতজন মানুষ অবশেষে সফল হয়েছে মাইকেল রোগান নামের আমেরিকান গুপ্তচরকে হত্যা করতে।

গুলি চালাবার দশ বছর পর, ওর ক্ষতিগ্রস্ত মস্তিষ্কে অবশেষে শুরু হয়েছে ভয়াবহ রক্তক্ষরণ। দেহের সবগুলো ছিদ্র দিয়ে বেরোচ্ছে রক্ত–মুখ, নাক, চোখ, কান। চুপচাপ বসে আছে রোজালি, কোলটা ভরে উঠেছে রোগানের রক্তে।

এক পুলিশকে এগিয়ে আসতে দেখে অবশেষে কাঁদতে শুরু করল মেয়েটি।

তারপর ধীরে ধীরে উবু হলো একটু...

...রোগানের প্রাণহীন ঠোঁটে এঁকে দিল শেষ চুম্বন।

■

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org